আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৪৬ || সোমবার || শ্রাবন ৩২ || ১৪২৮ || মুহররম ০৮ || ১৪৪৩ || Vol. 25 || Issue 46 || 16 August || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

যুক্তরাষ্ট্র বুস্টার ডোজের অনুমোদন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল, তাঁদের জন্য করোনাভাইরাসের টিকার বুস্টার ডোজের অনুমোদন দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ (বাকি অংশ ৯ পাতায়)



তালেবানের দখলে আফগানিস্তান

তারিক চয়ন: আফগানিস্তানে সরকারের পতন হয়েছে। তালেবানের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে রোববার (১৫ আগষ্ট) পদত্যাগ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণি। এর পরেই তিনি তাজিকিস্তানে আশ্রয় নেন। এরইমধ্যে অন্তবর্তীকালীন একটি সরকার গঠন করেছে তালেবানরা। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, তালেবানের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এর আগে

পালিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণি

আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছিল, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত আফগান সরকার। তালেবানদের দাবি অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে অন্তবর্তীকালীন সরকারের কাছে ক্ষমতা (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

তালেবান মুখপাত্রের কণ্ঠে পাশ্চাত্যের সুর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণি পদত্যাগ করতেই, দেশের দখল নিয়েই তালেবান এক মুখপাত্রের কণ্ঠে কি (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সিআইএর ভূমিকা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার চক্রান্ত মুক্তিযুদ্ধের আগেই শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) দুজন আততায়ীকে পাঠিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ চক্রান্ত অব্যাহত থাকে, যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের শুরুতেই তৎকালীন সেনাবাহিনীর মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে গিয়েছিলেন (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

হার্ট অ্যাটাকের আগে জানান দিচ্ছে শরীর, বুঝবেন যেভাবে

হার্ট অ্যাটাক। ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য এই শব্দ দুটিই যথেষ্ট। কারণ, বিশ্বে প্রতিদিন হার্ট অ্যাটাকে অকাল (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

সরকারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্র চলছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে দেশেবিদেশে ষড়যন্ত্র চলছে। সরকার বিরোধীরা একত্রিত হয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হাইতিতে ভূমিকম্পে নিহত ৩০৪

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে ক্যারিবীয় অঞ্চলের দ্বীপ দেশ হাইতি। এতে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩০৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন (বাকি অংশ ০৮ পাতায়)

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকীতে হাসিনাকে ইমরান খানের সমবেদন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সমবেদনা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। রোববার বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার ইমরান খান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800 Fax: 718-472-9801

পরীমণিকে মুক্তি না দিলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমণির মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ (১৪ আগস্ট) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষুব্ধ নাগরিকজনের ব্যানারে আয়োজিত এ মানববন্ধনে লন্ডন থেকে একাত্মতা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

তালেবানের আহ্বানে কিছু বাংলাদেশি ‘হিজরতে’ গেছেন: ডিএমপি কমিশনার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আফগানিস্তানের সশস্ত্র গোষ্ঠী তালেবানের আহ্বানে কিছু বাংলাদেশি ঘর ছেড়ে ‘হিজরতে’ গেছেন বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম।শনিবার (১৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

জুলাই বিশ্বের ইতিহাসের উষ্ণতম মাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৪ আগস্ট, রয়টার্স, বিবিসি : জলবায়ু পরিবর্তন বিরূপ প্রভাব ফেলছে প্রকৃতির ওপর। বিশ্বে দাবানল, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে। বেড়েই চলেছে তাপমাত্রা। চলতি বছরের জুলাই মাস ছিল ইতিহাসের উষ্ণতম মাস। এমন তথ্য জানিয়েছে, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
IATA ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE

BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA

HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

রুহুল আমিন গাজীসহ আটককৃত সাংবাদিকদের মুক্তির দাবিতে সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা

ঢাকা: বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্রান্তিকাল চলছে উল্লেখ করে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ সরাসরি রুদ্ধ করেছে। প্রকৃত অপরাধীদের পরিবর্তে ভিন্নমতের সাংবাদিকদের এই আইনে টার্গেট করা হচ্ছে। এই আইন করার পর সাংবাদিক বা সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার পেয়েছেন এমন কোনো নজির নেই। তারা সাংবাদিকদের অবিসংবাদিত (বাকি অংশ ০৮ পাতায়)

এবার ক্রিকেটারকে বিয়ে করলেন সালমান শাহের স্ত্রী সামিরা

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার অমর নায়ক সালমান শাহ। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সালমানের মৃত্যুর পর স্ত্রী সামিরা বিয়ে করেন মোশতাক ওয়াইজকে। তিনি ছিলেন সালমানেরই বন্ধু। নতুন করে আবারও বিয়ে করেছেন সামিরা। ভেঙে গেলো মোশতাক-সামিরার সংসার। শনিবার (১৪ আগস্ট) রাতে খবরটি নিশ্চিত করেছেন সামিরার প্রাক্তন স্বামী মোশতাক।


সামিরা ও ইশতিয়াক আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

মোশতাক বলেন, 'ঘটনাটি বেদনাদায়ক হলেও সত্যি। আজ থেকে দশ দিন আগে সামিরা বিয়ে করেছে। স্বামীরার সঙ্গে আমি সবসময় ছিলাম, ভবিষ্যতেও বন্ধু হয়ে থাকবো। এছাড়া এ বিচ্ছেদ আমাদের এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।'

সামিরার নতুন স্বামী সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক ইশতিয়াক আহমেদ। গেল ১৫ জুলাই সামিরা ও ইশতিয়াকের দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। বর্তমানে সামিরা ইশতিয়াকের বাসাতেই থাকছেন। তাদের তিন সন্তান সামিরার সঙ্গেই থাকেন। তারা শুক্রবার বাবার বাসায় যায়।

বিয়ে প্রসঙ্গে সামিরা গণমাধ্যমকে বলেন, 'সালমান শাহের স্ত্রী হিসেবে আমার পরিচয়ের বাইরে আমি একজন সাধারণ মানুষ, একজন নারী। অনেক চেষ্টার পরও মানুষ জীবনের অনেক পরিবর্তন আটকাতে পারে না। আমার জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। আমি ও মোশতাক দু'জনে এক হয়েই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার নতুন জীবন শুরুতেও তার শুভেচ্ছা পেয়েছি। আমাদের সন্তানরাও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত ছিলো।'



দুই মাস বয়সী শিশুকে হত্যা, শিশু সদনের আয়া জেলে

ঢাকা ডেস্ক: সিলেটে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্থ নগরীর বাগবাড়িস্থ ছোটমনি নিবাসে (শিশু সদন) দুই মাস বয়সী এক শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যুর ঘটনায় ছোটমনি নিবাসের আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকাকে আটক করে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ ধারণা করছে ওই শিশুকে বালিশচাপা দিয়ে সুলাতানা ফেরদৌসী খুন করেছেন। শনিবার (১৪ আগষ্ট) বিকেল ৪টার দিকে সুলতানাকে সিলেটের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সাইফুর রহমানের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জানা যায়, গত ২২ জুলাই রাতে ছোটমনি নিবাসে ২ মাস ১১ দিন বয়সী শিশু নাবিল আহমদ কান্নাকাটি করছিল। এতে বিরক্ত হয়ে আয়া সুলতানা ফেরদৌসী প্রথমে শিশুটিকে সজোরে ছুড়ে ফেলেন এবং পরে বালিশচাপা দিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার (১২ আগষ্ট) রাতে ঘাতক আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ। পরদিন শুক্রবার তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানার এসআই মাহবুব মন্ডল বাদি হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন।এদিকে অবুঝ শিশু নাবিলকে হত্যার পর ঘটনাটি গোপন রাখেন ছোটমনি নিবাসের দায়িত্বে থাকা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এ কারণে তদন্তসাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধেও নেয়া হতে পারে আইনি ব্যবস্থা- এমনটা জানিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, হত্যাকান্ডের ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে ২৪ জুলাই কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা (নম্বর-৪৫) দায়ের করা হয়। ময়নাতদন্তের পর নাবিলের মরদেহ দাফন করা হয়। নাবিল হত্যার বিষয়টি আড়ালেই থেকে যায়। গত বৃহস্পতিবার রাতে কোতোয়ালি থানা পরিদর্শনে আসেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (উত্তর) আজবাহার আলী শেখ।

এসময় শিশু নাবিলের অপমৃত্যু মামলাটি তার দৃষ্টিগোচর হয়। বিষয়টি তাঁর কাছে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় রাত ১১টায় তিনি ছোটমনি নিবাসে ছুটে যান। সেখানে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হত্যাকান্ডের বিষয়টি নিশ্চিত হন। এরপর তাৎক্ষনিক আয়া সুলতানাকে আটকের নির্দেশ দেন তিনি।

এ বিষয়ে সিলেট কোতোয়ালি থানার ওসি এসএম আবু ফরহাদ বলেন, আয়া সুলতানা শিশু নাবিলকে বালিশচাপা দিয়ে হত্যার বিষয়টি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত


WE ARE OPEN
We have missed you


Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients
Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ কেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯৩৮৯ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

الحرمين
AL HARAMAIN
50 Years
SINCE 1970 منذ ١٩٧٠

AL HARAMAIN PLATINUM OUD
AL HARAMAIN ROSE OUD
AL HARAMAIN GOLDEN OUD

الحرمين
بلاتينيوم عود
AL HARAMAIN
PLATINUM OUD

الحرمين
روز عود
AL HARAMAIN
ROSE OUD

AL HARAMAIN
GOLDEN OUD
الحرمين
جولدن عود

OFFICE: P.O.Box: 13754, Dubai - UAE CORPORATE OFFICE & INDUSTRY: New Industrial Area 1, Munah Street, P.O.Box: 1885, Ajman - UAE
Tel: 800-42 72 62 46 / +971 6 74 80 555 +971 52 102 6080 shop.alharamainperfumes.com
SAUDI ARABIA • U.A.E. • KUWAIT • OMAN • QATAR • BAHRAIN • MOROCCO • SINGAPORE • MALAYSIA • BANGLADESH • U.K. • U.S.A.

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

প্রবাসী শ্রমিক প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, গত বছরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর- এই ৯ মাসে চার লাখ প্রবাসীকর্মী দেশে ফিরেছেন। দেশে ফেরত আসা এসব কর্মীদের বড় একটি অংশই মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশ থেকে ফেরত এসেছেন। এর মধ্যে শুধু সৌদি আরব থেকেই ৪৫ শতাংশ কর্মী ফেরত এসেছেন। তবে দেশটি থেকে নারী কর্মীদের ফেরার হার আরও বেশি- ৭৭ শতাংশ। 'অ্যাড্রেসিং সিস্টেম্যাটিক চ্যালেঞ্জেস অব ওয়েজ থেফট: বাংলাদেশী কোভিড-১৯ রিটার্নিজ ফ্রম দ্য গালফ' শীর্ষক গবেষণা থেকে জানা গেছে এই তথ্য। মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশ থেকে ফিরে আসা ১ হাজার ১৬০ জন প্রবাসী কর্মীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণাটি করেছে বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি অব মাইগ্রেশন (বিসিএসএম) ও রি-ফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)।

বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনাভাইরাসের প্রভাবেই প্রবাসী কর্মীদের দেশে ফেরার ঘটনা বাড়ছে বলে উক্ত গবেষণায় বলা হয়েছে। বিসিএসএমের চেয়ার ও রামরুর নির্বাহী পরিচালক সিআর আবরার অভিযোগ করে বলেছেন, চাপ দিয়ে বিপদাপন্ন কর্মীদের দেশে ফিরতে বাধ্য করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মী পাঠানো দেশটিকে চাপ দেয়া হয়েছে তাদের কর্মী ফিরিয়ে নিতে। আন্তর্জাতিক কোনো মানদন্ড না মেনে অনৈতিকভাবে এসব করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে চাপ দিয়ে কর্মীদের ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কী ব্যবস্থা নিতে পারে।

বাংলাদেশে ফিরতে বাধ্য হওয়া প্রবাসী কর্মীদের জন্য সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব প্রবাসী কর্মী ফেরত এসেছে তাদের পুনর্বাসনের কথা বলা হচ্ছে। দুই লাখ শ্রমিককে ১৩ হাজার ৫০০ টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, গত বছরের শেষ ৯ মাসে চার লাখ প্রবাসী কর্মী ফেরত এসেছে। অথচ সহায়তা দেয়া হবে মাত্র দুই লাখ শ্রমিককে। আর তাদের যে অর্থ সহায়তা দেয়া হচ্ছে সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, চাকরি ছেড়ে আসার কারণে প্রবাসী পুরুষ শ্রমিকরা গড়ে এক লাখ ৯৪ হাজার টাকা, আর নারী শ্রমিকরা ৯৭ হাজার টাকা বেতন হারিয়েছে।

ফেরত আসা শ্রমিকদের আবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ, দেশে কর্মসংস্থান, ব্যবসার পুঁজি জোগানের মতো নানা উদ্যোগ নেয়ার কথা বলছে সরকার। আমরা দ্রুত এর বাস্তবায়ন দেখতে চাই।

প্রবাসী আয় দেশের অর্থনীতি অন্যতম মূল ভিত্তি। তাদের কষ্টার্জিত অর্থের কল্যাণে মহামারীকালেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। তাদের যে কোন সমস্যা-সংকট অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে।

বিবিসি'র বিশ্লেষণ

আফগানিস্তানে যেভাবে তিলে তিলে যুক্তরাষ্ট্রের 'পরাজয়'

আফগানিস্তানে তালেবানের অগ্রাভিযানের খবর যারা টিভিতে দেখছেন, পত্রিকায় পড়েছেন- তাদের অনেকের কাছে মনে হতে ব্যাপারটা যেন আকস্মিক- কীভাবে যেন চোখের পলকে সবকিছু ঘটে গেল। এক বিধ্বংসী সামরিক অভিযানে ২০০১ সালে তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর গত ২০ বছর ধরে আফগানিস্তানের সামরিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেটো মিত্ররা। কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টে গেছে।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে রাতের অন্ধকারে- প্রায় চুপিসারে- যখন আমেরিকান সৈন্যদের শেষ দলটি কাবুলের নিকটবর্তী বাগরাম বিমানঘাঁটি ত্যাগ করে- তার মাত্র ৬ সপ্তাহ পার হতে না হতেই আফগানিস্তানের অধিকাংশ ভূখন্ড দখল করে করে নিয়েছে তালেবান।

রাজধানী কাবুলসহ ইতোমধ্যেই সারাদেশ তালেবানের দখলে চলে গেছে। সর্বশেষ খবর কাবুলের পতন ঘটেছে এবং কাবুলে তালেবান নেতৃত্ব নিয়েছে।

কয়েকদিন আগে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর এক মূল্যায়নে বলা হয়েছে, আফগান নিরাপত্তা বাহিনী যেভাবে ভেঙে পড়েছে, তাতে কয়েক মাস বা এমনকি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কেন্দ্রীয় রাজধানী কাবুলের পতন হতে পারে।

কাবুলের পতনের সম্ভাবনা এখন এত দ্রুত সামনে চলে এসেছে যে সেখান থেকে আমেরিকান কূটনীতিক ও নাগরিকদের নিরাপদে তুলে নিয়ে যাবার জন্য নতুন করে ৫,০০০ সৈন্য 'সাময়িকভাবে' আফগানিস্থানে পাঠাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন।

শুধু তাই নয়, আমেরিকান পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে, তাদের দূতাবাসটি বিমানবন্দরের মধ্যে বা কাছে কোথাও সরিয়ে নেয়া যায় কিনা- সে বিকল্পটিও আলোচনা করেছে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসন।

নিউইয়র্ক টাইমস এক রিপোর্টে জানিয়েছে, তালেবান যেন কাবুলের আমেরিকান দূতাবাসে হামলা না চালায় সে জন্য আমেরিকা আলোচ-করা এর মধ্যেই তালেবানের সাথে যোগাযোগ করেছে।

আমেরিকান রাজনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা এখন বলছেন, ১৯৭৫ সালে যেভাবে ভিয়েতনামের সায়গন থেকে আমেরিকানদেরকে হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল- ২০২১ সালের কাবুলে এখন সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারকে অনেক বিশ্লেষকই সমর্থন করেছেন। সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোতে দেখা যায়, আমেরিকান জনগণের অধিকাংশের মধ্যেও এর প্রতি সমর্থন আছে। তবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করার পর তালেবানের কিছু নেতা বলেছেন, তারা এ যুদ্ধে জিতেছেন। আমেরিকা হেরে গেছে। অন্য অনেক বিশ্লেষকও একে আমেরিকার 'পরাজয়' ও 'পশ্চাদপসরণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তারা বলছেন, আফগানিস্তান থেকে এমন এক সময় আমেরিকান বাহিনী বিদায় নিচ্ছে যখন তাদের অর্জন হিসেবে দেখানোর কিছুই প্রায় নেই। এটা ঠিক যে আল-কায়েদাকে উৎখাতের কথা বলে এ অভিযান শুরু হয়েছিল- তারা এখন তত শক্তিধর নয়, ওসামা বিন লাদেনও নিহত- কিন্তু তাদের আশ্রয়দাতা তালেবান এখন প্রবলভাবে ফিরে এসেছে।

কয়েকদিন আগেই তালেবানের হাতে কাবুলের পতনের আশংকায় ইউএস রিপাবলিকান সিনেটর মিচ ম্যাককনেল বলেছিলেন, "বাইডেন প্রশাসনের স্ট্রাটেজি যুক্তরাষ্ট্রকে এক লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে ফেলবে।" তার কথায়- "প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রকে ১৯৭৫ সালের সায়গনের অপমানজনক পতনের চাইতেও খারাপ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে।"

অনেকেই এটাও বলতে শুরু করেছেন, প্রত্যাহার নয়, বরং কাবুলকে রক্ষা করতে এখন আবার আমেরিকান ও নেটো সৈন্যদের আফগানিস্তানে পাঠানো উচিত।

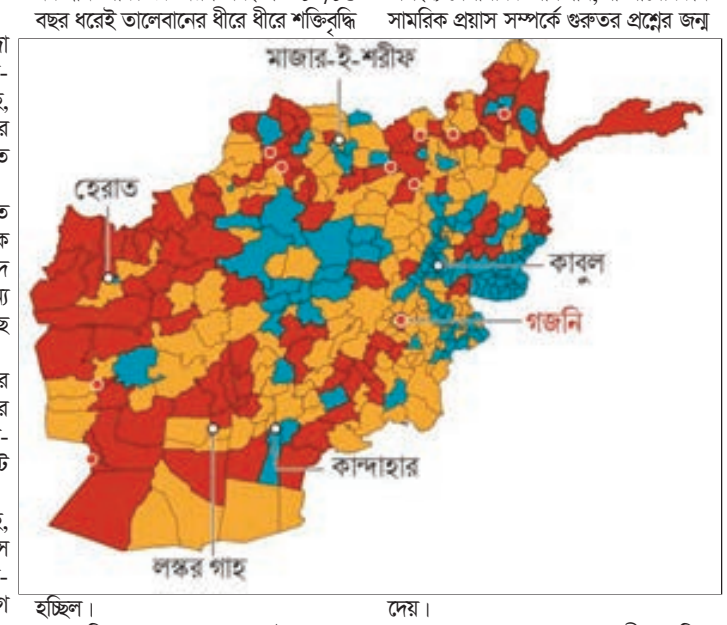
ম্যাককনেল তার বিবৃতিতে বলেছেন, "এখন আফগান সৈন্যদের সাহায্য না করলে আল-কায়েদা ও তালেবান মিলে কাবুলে আমাদের দূতাবাস পুড়িয়ে দিয়ে এবার ১১ সেপ্টেম্বরের বার্ষিকী পালন করবে।"

দু' দশকব্যাপি এই আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারি হিসেব মতে ৭৭ হাজার ৬০০ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় করেছে, এতে নিহত হয়েছে তাদের ২,৩১২ জন সৈন্য, জখম হয়েছে ২০ হাজারের বেশি, আফগান সৈন্য ও পুলিশ নিহত হয়েছে আনুমানিক ৬৪,০০০ আর আফগান বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে অন্তত ১,১১,০০০।

কাবুলের পতনকে এখন অনেকেই দেখছেন, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ প্রয়াসের পরাজয়ের চরম মুহূর্ত হিসেবে।

ঘটনাপ্রবাহ দেখে আমেরিকান বিশ্লেষকরাও এখন বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এ 'পরাজয়' আসলে আকস্মিক কিছু নয়, এটা ঘটেছে বহু বছর ধরে , একটু একটু করে।

আমেরিকান সাংবাদিক ও বিশ্লেষক ফরিদ জাকারিয়া গত শুক্রবারই সিএনএন-এ এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, তালেবানের এই পুনরুত্থান আকস্মিক নয়। বরং গত ১০/১৫ বছর ধরেই তালেবানের ধীরে ধীরে শক্তিবৃদ্ধি



হচ্ছিল।

আফগানিস্তানে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হওয়া আমেরিকান বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে তালেবানের পতনের পর কাবুলে অনেক তরুণের দাড়ি কামিয়ে ফেলার দৃশ্য টিভির পর্দায় দেখানো হয়েছিল। কিন্তু আসলে তালেবান কখনোই সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি।

আফগানিস্তানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সৈন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও তালেবান আবারও সংগঠিত হয়ে ক্রমাগত তাদের শক্তি বাড়ায়, আফগানিস্তানের নানা অঞ্চলে আবার তাদের প্রভাব বিস্তার করে।

আফগানিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তারা বিপজ্জনক করে তুলেছিল এবং তাদের চোরাগোপ্তা বা আত্মঘাতী আক্রমণ, ঘরে তৈরি বোমা বিস্ফোরণ ও সহিংসতা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহতভাবেই চলছিল।

কাবুলে তারা বহু হামলা চালিয়েছে এবং ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে তালেবান এমনকি নেটো জোটের ক্যাম্প বাস্টিয়ন ঘাঁটিতেও এক বিরাট দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। অন্যদিকে তালেবানের ওপর আমেরিকান ও নেটো বাহিনীর অনেক বিমান হামলায় নিহত হয় অসংখ্য বেসামরিক আফগান, যা আমেরিকান সামরিক প্রয়াস সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়।

তালেবানের প্রাধান্য মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল আফগানিস্তানের দক্ষিণে এবং দক্ষিণপশ্চিমে তাদের বরাবরের শক্ত ঘাঁটিগুলোর আশপাশের এলাকায় এবং উত্তরে হেলমান্দ, কান্দাহার, উরুযগান এবং জাবুল প্রদেশে। এছাড়াও উত্তর-পশ্চিমের ফারিয়াব পর্বতমালা ও উত্তর-পূর্বের বাদাখশানের পাহাড়ি এলাকাতেও তাদের প্রাধান্য ছিল বেশি।

বিবিসির ২০১৭ সালে করা এক গবেষণায় দেখা যায়- আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি জেলা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে তালেবান।

ঐ গবেষণায় আরও দেখা যায়, দেশের আরও বহু এলাকায় তারা বেশ সক্রিয়, যেখানে কিছু কিছু এলাকায় তারা প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে হামলা চালাতো। তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে আগে যা ধারণা করা হতো, তালেবানের শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

আফগানিস্তানে মাদক ব্যবসার জন্য পপি চাষ হয় এমন বহু এলাকাও তালেবান নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ থেকে তাদের প্রতিবছর কোটি কোটি ডলার আয় হয় বলে ধারণা করা হয়।

আর তালেবানের তৎপরতার পেছনে পাকিস্তানের গোপন সহযোগিতা ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ের অভিযোগ বহু পুরোনো, যদিও পাকিস্তান তা স্বীকার করে না।

আমেরিকান ও নেটো সেনাবাহিনী ও আফগান সরকারি বাহিনী কখনোই তালেবানের বিদ্রোহী তৎপরতা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি।

আমেরিকান সামরিক তৎপরতা ব্যর্থ হচ্ছিল।

ওয়াশিংটন পোস্ট দৈনিকে সাংবাদিক-বিশ্লেষক ইশান থারুর লিখেছেন, তালেবানের আক্রমণের মুখে আফগানিস্তান যেভাবে এত দ্রুতগতিতে ভেঙে পড়েছে- তা "যুক্তরাষ্ট্রের এক দীর্ঘ ও ধীরগতির পরাজয়।"

তার মতে, ২০০১ সালে তালেবান যখন ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল- তার পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে এখনই তারা সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে আছে। তিনি বলছেন, পরিস্থিতি যে এমন হতে পারে তার আভাস অনেক আগেই পাওয়া গিয়েছিল।

আফগানিস্তানে আমেরিকান সামরিক তৎ-পরতা এবং দেশ-গঠনের প্রক্রিয়া যে ব্যর্থ হচ্ছে- তা অনেক দিন ধরেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষক এবং আফগান রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক ড. আসিম ইউসুফজাই বিবিসিকে বলেছেন, আমেরিকানদের কৌশল ছিল আফগানিস্তানের প্রধান শহরগুলোকে কব্জায় রাখা। কিন্তু শহরের বাইরে গ্রাম-গঞ্জ তালেবানের নিয়ন্ত্রণে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব তা স্বীকার করতে চাননি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ বহু দলিলপত্রের বয়ান প্রকাশ করে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এক সাড়া জাগানো রিপোর্ট করেছিলেন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
ফজর	৪.৪৩	৪.৪৪	৪.৪৫	৪.৪৭	৪.৪৮	৪.৪৯	৪.৫২
সূর্যোদয়	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১১
জোহর	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯
আসর	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬
মাগরিব	৭.৫৪	৭.৫৩	৭.৫১	৭.৫০	৭.৪৯	৭.৪৭	৭.৪৪
এশা	৯.১৭	৯.১৫	৯.১৩	৯.১১	৯.১০	৯.০৮	৯.০৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

ব্রাজিল অলেম্পিকের ডায়রী-১



তপন মাহমুদ জনি

২০১৬ জুলাই মাসের ২৮ তারিখ রওনা দিলাম আমার বর্তমান নীড় সিঙ্গাপুরের চাঙ্গী এয়ারপোর্ট থেকে ব্রাজিল রিও ডি জেনিওরো এর উদ্দ্যেশে। বোর্ডিং কার্ডগুলো হাতে পাবার পর তো আমার চোখ ছানাবাড়া, সকল এক্সাইটমেন্ট উধাও হয়ে গেল ৩৩ ঘন্টার জার্নি শিডিউল দেখে।

রুট ম্যাপঃ সিঙ্গাপুর-কাতার-সাও পাওলো, ব্রাজিল-রিও ডি জেনিওরো (গন্তব্য)

দিন-০১

রওয়ানা দিলাম ২৮ তারিখ আর ব্রাজিল যখন পৌছালাম তখন ৩০ জুলাই। অলেম্পিক গেমস শুরু হতে বাকি তখনো ৫ দিন। আমাদেরকে অলেম্পিক কমিটি ৫-৭ দিন আগেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে গেমস ইভেন্ট প্রস্তুত করার জন্য। তখন রিও তে উইন্টার চলছে, গুগল এ দেখে নিলাম উইন্টার এ কেমন তাপমাত্রা কেমন থাকে সেই অনুযায়ী একটি জ্যাকেট নিয়ে নিলাম সিঙ্গাপুরের মোস্তফা সেন্টার থেকে।

রিও এর জোবিম এয়ারপোর্টেই পরিচয় হল ৪ জন ছেলে মেয়ের সঙ্গে যারা আমার ফ্লাইটেই সাও পাওলো থেকে রিও তে এসেছে। যার একজন সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগদানের জন্য (ছবিতে ডান থেকে তিন), আরকজন ডাক্তার যে আর্জেন্টিনার নাগরিক কিন্তু কর্মস্থল ব্রাজিল এ আর সবশেষের ফিনিস লেডি। এয়ারপোর্ট থেকে আনুষ্ঠানিকতা সেরে ট্যাক্সি যোগে সরাসরি চলে গেলাম অলেম্পক ভিলেজে যেখানে আমি সহ সারা দুনিয়ার খন্ডকালীন ইঞ্জিনিয়ার, নিউজ কাস্টার, আটিস্ট দের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘড়ির কার্টায় ঠিক রাত ১০ টা বাজে তখন, এয়ারপোর্ট থেকে সঙ্গে আনা কেক আর জুস খেয়েই শুয়ে পরলাম। পরদিন সকাল ৭ টায় নাস্তা সেরে আমার ভেন্যুতে যেতে হবে।

দিন-০২

সকাল ৭.১৫ তে ঘুম থেকে উঠে ম্যাপ দেখে ক্যাফেটেরিয়া খুজতে থাকলাম। আমার কম্পাউন্ড টি অনেক বড়, রাতে আসার পথে দেখলাম সারি সারি ৬ তলা বাড়ি। গোসল শেষে জামা-কাপড় পড়ে নিচে নামলাম। গেটে অভ্যর্থনা জানালো এক ব্রাজিলিয়ান রমনী। ভাঙ্গা ইংরেজীতে আমাকে অভিবাধন জানাল আমাকে আর আমি তাকে অবাক করে দিয়ে বললাম পর্তূগীজ অভিবাদন (BOM DIA) শুভ সকাল, তারপর তাকে ক্যাফে এর কথা জিজ্ঞেস করতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল কোন দিকে যাব।

ক্যাফে-তে গিয়ে পরিচয় হল রাশিয়ান সুদর্শন তরুন গ্লোব ইরিন কাকতালীয়ভাবে সে আমার TOC -এর টিম মেট। দু'জন মিলে এক সঙ্গে নাস্তা সেরে একটা ফটো তুলে রাখলাম।

সকালের নাস্তা সেরে আমি আর গ্লোব অলিম্পিক এর বাসে করে রওয়ানা দিলাম আমাদের ডিওডোরো স্টেডিয়াম এর উদ্দেশ্যে। প্রায় ৪০ মিনিট পাহাড়ী আঁকা-বাকা রাস্তায় করে আমাদের কম্পাউন্ড-এ পৌছালাম। পরিচয় হল আরও বাকি ২ জন মেম্বার এর সাথে যার একজন কানাডিয়ান উনার নাম পিটার, পড়ে আমরা নাম দিয়েছিলাম পিটার দি গ্রেট আর আরেকজন উনার নামও পিটার। উনি জার্মানীর বার্লিন থেকে, তাই তার নাম দিয়েছিলাম পিটার দি জার্মান যাতে করে আমাদের কন-ফিউশন তৈরী না হয় তাদের দু'জন কে নিয়ে।



ছবিতে বাম থেকে পিটার জার্মান, জনি, গ্লোব, পিটার দি গ্রেট



ছবিতে বাম থেকে লেখক, আর্জেন্টাইন ব্রুনো, সিঙ্গাপুরের নাজ ও ফিনিস তরুণী সুজান

চার জন মিলে আমাদের অপারেশনস সেন্টার এর সঙ্গে থাকা পতাকাগুলো উড়িয়ে দিলাম। বাংলাদেশ, জার্মানী, রাশিয়া এবং কানাডা।

সাধারণত ক্যাবলিং কানেক্টিভিটি অলেম্পিক গেমস শুরু হওয়ার ২০-২২ মাস পূর্বেই ইন্সটল করা হয়ে থাকে। মূলত: ভেন্যু'র সঙ্গে আমাদের টেকনিক্যাল অপারেশনস সেন্টার (TOC)-এর কানেক্টিভিটি এস্টাব্লিসমেন্ট এবং (IBC) ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং সেন্টার এর কানেক্টিভিটি এই ৬-৭ দিন আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করব। আমার দায়িত্ব এই TOC রুমেই আগামী ২১ দিন মনি-টিরং করা এবং এই স্টেডিয়ামের যে সকল ফিড বিলিয়ন মানুষের কাছে যাচ্ছে তার কোয়ালিটি যাচাই করা এবং RHB কে ফিড দেয়া।

'এ লাল রং কব মুঝে ছোড়েগা'

(১৪ পাতার পর)

টেইলারের দোকান ছিল। ঐ টেইলার হাইপ্রোফাইল লোকদের জামাকাপড় বানিয়ে দিত। আমরা তো দেশ ছা-ড়িনি। কিন্তু ওপার থেকে যত চিঠি আসত, সব আসত ঐ দোকানে। দেশ বিজয়লাভের পরে ৬ জানুয়ারি শেখ কামাল দেশে এসে আমার প্রথম মেয়ের প্রথম জন্মদিনে আমাদের বাড়িতে এলেন। তখন ওনারা ধানমন্ডি ১৮ নম্বরে থাকতেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর আমরা ওনার বাড়িতে যখন দেখা করতে গেলাম, তখন উনি আমার শাশুড়িকে দেখে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। চাশমা খুলে চোখ মুছলেন। তারপর বললেন, 'ভাবি, আজকে মানিক ভাই বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন। মানিক ভাইয়ের জন্য কিছু করতে হবে। বঙ্গবন্ধু তখনই বললেন, পার্লামেন্টের সবচেয়ে বড় রাস্তা আমি মানিক ভাইয়ের নামে করব।' আমি তখন ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘরভর্তি অনেক নেতা। মঞ্জু তখন সেখানে অন্যতম তরুণ নেতা। সেখানে পতাকার ডিজাইন, জাতীয় সংগীত ইত্যাদি নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিনি ছিলেন বাঙালির আদর্শ নারী, সর্বংসহা। তাকে আমি কাকিমা বলে ডাকতাম। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি খুব সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। খাওয়ার ঘরের একপাশে ছিল একটি ডাইনিং টেবিল আর দুই মাথায় দুটো চেয়ার। একসঙ্গে খুব বেশি হলে চারজন বসতে পারত। আমাকে দেখলে বলতেন, বৌমা আইছনি? তিনি নিজের হাতে রান্না করতেন এবং কখনো না খাইয়ে যেতে দিতেন না। তিনি একটা সুতি শাড়ি পরে থাকতেন। কাকিমাকে আমার মনে হয়েছে অত্যন্ত মাতৃসুলভ গৃহিণী। তিনি তার ছোট ছেলে শেখ রাসেলকে নিয়ে আমার শাশুড়ি মায়ের কাছে আসতেন। দুজনে বসে পান খেতেন। গল্প করতেন। রাসেলকে ভাত খাওয়ানোর জন্য তিনি ডিম ভাজলেন এবং সেখানে একটুখানি চিনি ছিটিয়ে দিলেন। সেই প্রথম আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যে ডিমভাজার মধ্যে চিনিও দেওয়া যায়! ছোট্ট রাসেল তখন চার-পাঁচ বছরের। ভীষণ মিষ্টি আর আদুরে ছিল শেখ রাসেল। আহা! মাত্র ৯ বছর বয়সে এমন মায়াবী মুখের ছেলেটির জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিল নৃশংস ঘাতকেরা!

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর গলব্লাডারের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। গলব্লাডারের অপারেশনের আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার হঠাত্ ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যায়। আমি সে সময় একদিন আমার মেয়েকে নিয়ে মোহাম্মদপুরে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাত্ একটি গাড়ি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে মনি ভাইয়ের মা (বঙ্গবন্ধুর বোন) আমাকে দেখে বললেন, কোথায় যাবা? আমি মোহাম্মদপুরের কথা বলতেই উনি আমাকে ও মেয়েকে গাড়িতে তুলে নিলেন। তো উনি প্রথমে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেলেন। আমাকে বললেন, নামো, দেখা করে যাও। আমি দোতলায় বঙ্গবন্ধুর ঘরের কাছে গেলাম। মনি ভাইয়ের মা বঙ্গবন্ধুকে বললেন, এই যে দেখেন মঞ্জুর বউ আইছে। আমি বঙ্গবন্ধুকে কদমবুসি করলাম। আর বঙ্গবন্ধু আমার মাথায় হাত রেখে আমাকে হাত ধরে যখন ওঠালেন, আমার সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ জেগেছিল। আমার মনে হয়েছিল, ওনার দোয়ার হাত আমার মাথায়! আমি ধন্য! আমার জীবনটা যেন ধন্য হয়ে গেল!

শেখ কামাল তার বিয়ের তিন-চার দিন আগে আমাকে ফোন করে বাড়িতে দাওয়াত দিলেন। ঘটনাটি ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের। আমি আর আমার বান্ধবী ইয়াসমিন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেলাম। আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন শেখ কামাল। অসম্ভব প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ছিলেন শেখ কামাল। আমাকে উচ্ছ্বাস নিয়ে বললেন, দেখেন ভাবি, নতুন স্টাইলের ফোন। খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন। তার ঘরে তখন নতুন ফ্যাশনের একটি টেলিফোন এসেছে। লাল রং, একটু উঁচু, সাপের মতো প্যাঁচানো। আমার সেদিনের একটি কথা এখনো ভীষণ কানে বাজে, এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। 'প্রেমনগর' নামে একটি হিন্দি সিনেমা ১৯৭৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল, সেখানে রাজেশ খান্নার একটা গান 'এ লাল রং কব মুঝে ছোড়েগা'র প্রথম কলি টেলিফোনের লাল রঙের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে গেয়ে উঠলেন শেখ কামাল। কী ভয়াবহ ট্র্যাজেডি! সেই লাল রং শেখ কামালকে ছাড়েনি কখনো। বিয়ের মাত্র মাসখানেক পরে সেই লাল রঙে ভেসে গেলেন শেখ কামাল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মতো ট্র্যাজিক ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে খুব কম আছে। এই শোক কখনো ভুলবার নয়।

লেখক : সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক ও পাক্ষিক অনন্যা

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কে খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালন

(শেষের পাতার পর)

কোকার ৫২তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।

জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতি করেন সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি জিল্লু। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমিটির সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন ও যুগ্ম সদস্য সচিব মোশাররফ হোসেন সবুজ।

অনুষ্ঠান মঞ্চে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা কামাল সাঈদ মোহন, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জনপ্রিয় শিল্পী বেবী নাজনীন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাবেক ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারী মুশফিকুল ফজল আনসারী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তেলাওয়াত ছাত্রদল নেতা হাফেজ শাহবাজ আহমেদ এবং বিশেষ দোয়া মুন-াজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ইলিনয় ষ্টেট বিএনপির সভাপতি শাহ মুজাম্মেল নান্টু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন ভূইয়া, ফারুক হোসেন মজুমদার, মাকসুল হক চৌধুরী, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, যুবদল নেতা আতিকুল হক আহাদ, মিজানুর রহমান মিজান প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ এইচ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ ব্যক্তিগত জরুরী কাজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাদের শুভেচ্ছা জানান বলে সংশ্লিস্টরা জানান। যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ কাশেম উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি আর দীর্ঘায়ু ছাড়াও শহীদ জিয়াউর রহমান ও মরহুম কোকো বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিকে আরো শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বরোপ করেন। আবার কোন কোন বক্তা আত্মসমালোচনার পাশাপাশি সমালোচনা করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার খালেদা জিয়াকে চি-কিৎসা করতে দিচ্ছে না।

সবশেষে বেগম খলেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়। দলের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

রুহুল আমিন গাজীসহ আটককৃত সাংবাদিকদের

(৩ পাতার পর)

নেতা রুহুল আমিন গাজী, সা'দত হোসাইনহ কারাবন্দি সকল সাংবাদিকের মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিলের দাবি জানান।

কারাবন্দি বিএফইউজে'র সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন গাজীর মুক্তির দাবিতে গত ১১ আগষ্ট বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এ ভার্চুয়ালি সভার আয়োজন করে। বিএফইউজে সভাপতি এম আবদুল্লাহ'র সভাপতিত্বে এবং ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ, বিএফইউজের মহাসচিব নুরুল আমিন রোকন, সাবেক মহাসচিব এম এ আজিজ, ডিইউজের সভাপতি কাদের গনি চৌধুরী, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কবি আবদুল হাই শিকদার, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দিন সবুজ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, ডিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাকের হোসাইন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মোরসালীন নোমানী, সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদ, বিএফইউজের সহসভাপতি রাশিদুল ইসলাম, বিএফইউজের সহকারি মহাসচিব শহীদুল্লাহ মিয়াজী, সাংবাদিক ইউনিয়ন কক্সবাজারের সভাপতি মমতাজ উদ্দিন বাহারী, সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সাধারণ সম্পাদক আকরামুজ্জামান, সাংবাদিক ইউনিয়ন ময়মনসিংহের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুর রাজ্জাক বাচ্চু, ডিইউজের সহ-সভাপতি শাহীন হাসনাত, বাছির জামাল ও রাশেদুল হক, বিএফইউজের সাংগঠনিক সম্পাদক খুরশীদ আলম, দপ্তর সম্পাদক তোফায়েল হোসেন, বিএফইউজের নির্বাহী সদস্য এইচ এম আলাউদ্দিন, শামসুদ্দিন হারুন, মো. আবু বকর মিয়া, এ কে এম মহসীন, ডিইউজে নেতা দিদারুল আলম দিদার, খন্দকার আলমগীর হোসেন, ডি এম আমিরুল ইসলাম অমর, গাজী আনোয়ারুল হক, জেসমিন জুঁই, লাবিন রহমান প্রমুখ।

শওকত মাহমুদ বলেন, আজকে সাংবাদিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। শুধু সাংবাদিকদের নয় সকল ধরনের ভিন্নমত প্রকাশে বাধা দেয়া হচ্ছে। অথচ মত প্রকাশের স্বাধীনতা আল্লাহই দিয়েছেন। সাংবাদিক নেতা রুহুল আমিন গাজী ভাইকে শুধুমাত্র ভিন্ন মতের মানুষ হওয়ায় তাকে মিথ্যা মামলা আটকে রাখা হয়েছে। তিনি অসুস্থ, কিন্তু তাকে জামিন দেয়া হচ্ছে না। তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

এম আব্দুল্লাহ বলেন, মৃত্যুদন্ডের অপরাধের আসামীকে জামিন দেয়া হয় অসুস্থতার গ্রাউন্ডে। কিন্তু একটি মিথ্যা মামলায় আটক করে রুহুল আমিন গাজী ভাইকে জামিন দেয়া হচ্ছে না। গাজী ভাই অনেক অসুস্থ। তার জামিন না হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই অবিলম্বে রুহুল আমিন গাজী ও সাদাত হোসেনসহ আটককৃত সকল সাংবাদিককে মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কাদের গনি চৌধুরী বলেন, মিথ্যা, ভূয়া ও বানোয়াট মামলা গাজী ভাইকে গ্রেফতার করে প্রায় ১০ মাস ধরে আটক রাখা হয়েছে। সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে ডিজিটাল আইনে। বাক স্বাধীনতা হরণকারী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করতে হবে। বাক স্বাধীনতা রক্ষায় ও সাংবাদিকদের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নাই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শহিদুল ইসলাম বলেন, বিএফইউজে'র সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন গাজী ভাইকে আটকের আজ নয় মাস ২০ দিন। তিনি শারিরীকভাবে অনেক অসুস্থ। অবিলম্বে তার মুক্তি দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় সবাইকে নিয়ে সারাদেশে কর্মসূচী দেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সমাবেশে অংশ নেয়ায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

হাইতিতে ভূমিকম্পে নিহত

(প্রথম পাতার পর)

অনেকে। নিখোঁজ রয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার সকালে হাইতির দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে ৭ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। শক্তিশালী ভূমিকম্পে বাড়ি, গির্জা, হোটেলসহ অনেক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, হাইতির সেন্ট লুইস দু সুদ শহরের ১২ কিলোমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎপত্তি। এ জায়গাটি রাজধানী পোর্টঅপ্রিন্স থেকে ১৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে। পোর্ট অপ্রিন্সেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। হাইতির সিভিল প্রটেকশন সার্ভিস জানিয়েছে, ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৩০৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। অনেক মানুষ নিখোঁজ থাকায় নিহতের এ সংখ্যা বাড়তে পারে।

এদিকে হাইতির প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল হেনরি বলেছেন, ভূমিকম্পে দেশের অনেক অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মাসব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছেন তিনি।

এদিকে ভূমিকম্পের পরপরই হাইতির প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের পরিচালক সামান্থা পাওয়ারকে হাইতিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উলেখ্য, ২০১০ সালের শক্তিশালী ভূমিকম্পের ক্ষত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি হাইতি। ওই ভূমিকম্পে দুই লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। দেশটির অবকাঠামো ও অর্থনীতিও বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ে।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ব তাহাদের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাজালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@asholdaw.com, Web: www.asholdaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

যুক্তরাষ্ট্র বুস্টার ডোজের অনুমোদন

(প্রথম পাতার পর)

প্রশাসন (এফডিএ) এ ঘোষণা দিতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। দায়িত্বশীল একটি সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন এ খবর জানিয়েছে।

সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, মডার্না ও ফাইজারের টিকা দুই ডোজের। এ দুটি টিকার ক্ষেত্রে তৃতীয় ডোজ দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে এফডিএর এক মুখপাত্র সিএনএনকে বলেন, যাঁদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল, তাঁদের তৃতীয় ডোজ দেওয়ার ব্যাপারে গবেষণা চলছে। এ সংক্রান্ত তথ্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এফডিএ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণবিষয়ক সংস্থা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) টিকা নিয়ে বিভিন্ন দিক গবেষণা করছে। এফডিএ ও সিডিসি খুব শিগগির এসব তথ্য প্রকাশ করবে।

টিকার তৃতীয় অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রথম খবর প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক গণমাধ্যম এনবিসি। এ গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসকেরা বলেছেন, দিন দিন এটা পরিষ্কার হচ্ছে, টিকা নেওয়ার পরও অনেকে এখনো ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, করোনার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে তাঁদের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি।

এনবিসির খবরে বলা হয়েছে, সিডিসির তথ্যসূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ২ দশমিক ৭ শতাংশ টিকাগ্রহীতার করোনা প্রতিরোধব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক পরিষ্কার নয়, কারা পাবেন এই তৃতীয় ডোজ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে যাঁদের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যাঁরা ক্যানসারে আক্রান্ত এবং যাঁরা এইডসে আক্রান্ত, তাঁদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম।

এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসের যেসব টিকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেগুলো এক কিংবা দুই ডোজের। ফলে, তৃতীয় ডোজের জন্য নতুন অনুমোদন লাগবে। আর এ অনুমোদন আসতে হবে এফডিএর কাছ থেকে। এ সংস্থার কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর সেটা যাবে সিডিসির কাছে। সিডিসি জানাবে টিকার এ তৃতীয় ডোজ আদৌ ব্যবহার করা হবে কি না। সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, সূত্র বলেছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার সিডিসির টিকাবিষয়ক উপদেষ্টারা এ নিয়ে একটি বৈঠকে বসবেন।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসসিআইএস'র আবেদন দ্রুত করার মানদন্ডের হাল নাগাদঃ

গত সপ্তাহে আমরা আবেদনকারীদের আবেদন দ্রুততর করে তা মঞ্জুর করার মানদন্ড হালনাগাদ করায় ইউএসসআইএস'র সংশোধনী নীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। সাধারণভাবে, যেসব আবেদন প্রিমিয়াম প্রসেসের সেবা লাভের যোগ্য নয়, সেসব আবেদন দ্রুততর কওে তা মঞ্জুর করার কতৃর্ত্ব ইউএসসিআইএস'র রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে, এতদিন এ বিষয়ে ইউএসসিআইএস খুব শিথিল ছিলো। এই মানদেন্ডর ভেতর বিবেচনা করা হবে মানবিদক কারণ: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্বার্থ ইউএসসিআইএস'র ভুল সংশোধন এবং কোন কোম্পানি বা ব্যক্তির মারাত্মক ক্ষতি। কীভাবে দ্রুতর করার আবেদন করতে হবে সে বিষয়ে গত সপ্তাহে লেখা হয়েছে। আজকের আলোচনার বিষয় হবে সুনির্দিষ্টভাবে দ্রুততর করার প্রক্রিয়া কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে।

আপীলঃ

দ্রুততর করার জন্য আপীল আবেদন পর্যালোচনা করবে। ইউএসসিআইএস'র কার্যালয় আপিল আবেদন করতে হবে এএও'তে। সরাসরি মেইল অথবা ফ্যাক্স করতে হবে। আরও জানা যাবে ইউএস ওয়েব সাইটে।

দ্রুততর করার আবেদন করতে হবেঃ কভার লেটারে স্পষ্টভাবে এক্সপেডাইট রিকোয়েস্ট, লিখতে হচ্ছে, এবং আবেদনের পাশে দালিলিক প্রমাণ থাকতে হবে। এই আবেদন জানাতে হবে বোড অব ইমিগ্রেশন আফিলস (বিআইএ) এ।

রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদনঃ

রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন দ্রততর করার অনুরোধ জানাতে হবে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন প্রসেস করার এখতিয়ার রাখে যে অফিস সেই অফিসে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এসাইলাম সাক্ষাতের নির্দিষ্ট পেজ দেখতে হবে আরও বিস্তারিত জানতে।

রিফিউজি স্ট্যাটাসঃ

কারো রিফিউজি স্ট্যাটাসের আবেদন যদি পেন্ডিং থাকে, সেক্ষেত্রে বিদেশে রিসেটেলমেন্ট সাপোর্ট সেন্টারে দ্রুতর করার আবেদন পাঠাতে হবে। আরও তথ্য জানতে ইউএসসিআইএস কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার। রিফিউজি পেজ দেখতে হবে।

হিউমোনিটোরিয়ান প্যারোলঃ

হিউমোনিটোরিয়ান প্যারোলের আবেদন দ্রুততর করতে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ইউমেনিটোরিয়ান এফেয়ার্স ব্রাঞ্চে আবেদন জানাতে হবে। আরও তথ্য জানা যাবেঃ হিউমমেনিটরিয়ান অব সিগনিফিক্যান্ট পাবলিক প্যারোল ফর ইনডিভিজুয়ালস আউট সাইড দি ইউনাইটেড স্টেটস পেস দেখতে হবে।

ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধার জন্য সাপোর্টিং প্রমানসহ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ইউএসসিসআইএস'র অফিসে আবেদন জানাতে হবে। যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য জানাতে ইউএসসিসআইএস ইন্টারন্যাশনাল ইমিগ্রেশন অফিসে কাজ দেখতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইউএসসিআইএস'র বর্তমান মানদন্ডের সুবিধা পেতে যথার্থ প্রক্রিয়া মেনে আবেদন জানাতে হবে। প্রাসঙ্গিক অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

মেডিজক্যাল পলক্ষিার রির্টে এবং সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ডের আবেদন করতে ইউএসসিআইএস'র সর্বশেষ ঘোষণা খেয়াল করতে হবে।



ইউএসসিআইএস সাময়িকভাবে ফর্ম আই-৬৯৩, মেডিকেল পরীক্ষা ও ভ্যাকসিনেশন কার্যকরিতার তারিখ বৃদ্ধি করেছে। এ বৃদ্ধি ১২ আগস্ট থেকে শুরু হয়। কোভিড -১৯ এর কারণে ২ বছরের স্থলে এই বৃদ্ধি প্রথম ৪ বচর বলবত থাকবে।

যে যে কারণে ইউএসসিআইএস ফর্ম আই-৬৯৩ ভ্যালিড বলে গণ্য করবেঃ

ফর্ম আই-৪৮৫, পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট রেজিস্টারের আবেদন ফাইল করার কমপক্ষে ৬০ দিনের আগে সিভিল সার্জনের স্বাক্ষরের তারিখ থাকতে হবে।

সিভিল সার্জনের স্বাক্ষরের পর ৪ বছরের অধিক সময় পার হতে পারবে না এবং আবেদনকারীর ফর্ম আই-৪৮৫ এর সিদ্ধান্ত ইস্যু করতে হবে ২০২১ এর ৩০ সেপ্টেম্বর বা তার আগে।

কোভিড -১৯ এর কারণে পসেসে বিলম্বে হওয়ায় ইউএসসিআইএস সাময়িক সময়ের জন্যে নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আইনসম্মতভাবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের জন্য (গ্রিনকার্ড বলে পরিচিতি) ইউএসসিআইএস-এ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে আবেদন করতে হলে ফর্ম আই-৬৯৩ এর সঙ্গে ফর্ম আই -৪৮৫, মেডিক্যাল পরীক্ষার রেকর্ড, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট রেজিস্টার অথবা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এর আবেদন জানাতে হবে। গ্রিনকার্ডের আবেদনের সঙ্গে সোস্যাল সিকিউরিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ফর্ম আই-৪৮৫ অনুমোদিত হওয়ার পর ইউএসসিআইএস সব তথ্য ইলেকট্রিক্যাল সোস্যাল সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশনে পাঠিয়ে দেবে। তথ্য প্রাপ্তি পর সোস্যাল সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশন স্বাভাবিকভাবে অরিজিন্যাল এসএসএস অথবা রিপ্লেসমেন্ট কার্ড ইস্যু করবে। এ জন্য সোস্যাল সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশন আই-৪৮৫ ফর্ম ফাইলিং এর জন্য ফিস বৃদ্ধি করবে না। ফর্ম-আই ৪৮৫ এর পরিবর্তন অবিলম্বে কার্যকর হবে। এবং হালনাগাদ এই সময়ে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদন এখনই করা যাবে।

কুইন্স থেকে ম. চৌধুরীর প্রশ্ন?

আমার এক আত্মীয়ের ইমিগ্রেশন ইন্টারভিউ আছে। ইমিগ্রেশন থেকে তাকে জানানো হয়েছে যে ইন্টারভিউ দেবার জন্যে তাকে আই-৯৪, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং এপার্টমেন্ট লীজের প্রমাণপত্র সাথে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই সকল তথ্যপত্র তার কাছে নাই বলে সে কি ভালো ফল আশা করতে পারে না?

ম. চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার কাছে যেসব তথ্যপাত্র আছে সেসব কিছু নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন। এমপ্লয়ারের দেয়া এফিডেভিড, বাসার লিজ, ডাক্তারের চিঠিও সাথে নিতে পারেন। আপনার কেস সম্পর্কে আমরা জানিনা। আপনার সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু পরামর্শ দিতে গেলে আপনার জন্য নির্দিষ্ট তথ্য জানা দরকার। প্রয়োজনে একজন এটর্নী অথবা আমাদের অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

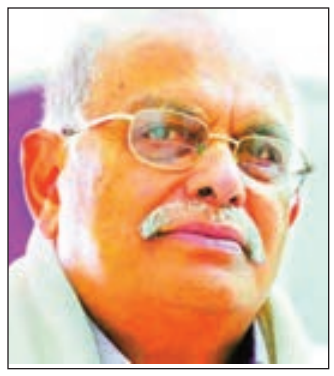
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

স্বপ্ন তার বুক ভ'রে ছিল পিতার হৃদয় ছিল স্নেহে-আর্দ্র চোখ...

জাতীয় শোক দিবসের শ্রদ্ধার্ঘ্য

মৃত্যুঞ্জয় মুজিব



আবদুল গাফফার চৌধুরী

আমার জীবনের একটি গর্ব, আমি এ যুগের এক বাঙালি ভলতেয়ার এবং এ যুগের এক বাঙালি আব্রাহাম লিঙ্কনকে দেখেছি। এরা হলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং অন্য জন হলেন বিশ শতকের ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দুজনেই আজ প্রয়াত; কিন্তু তাদের জাগ্রত স্মৃতিস্তম্ভ রয়ে গেছে স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু ও মানিক মিয়া। দুজনে দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন ও সম্মান করতেন। বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণার পর মানিক মিয়া ইত্তেফাকে তার রাজনৈতিক মঞ্চ কলামে এই ছয় দফাকে যেদিন সমর্থন দিয়েছেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুকে আনন্দে উদ্ভাসিত হতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় বলেছেন, 'যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নেই'।

মানিক মিয়া আকস্মিকভাবে মারা গেলে আজিমপুর গোরস্থানে তার মরদেহ সমাধিতে শোয়ানোর পর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার শ্রেষ্ঠ সহযোদ্ধা এবং অভিভাবককে কবরে শুইয়ে এলাম।' আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মানিক মিয়ার মৃতদেহ কবরে শোয়ানোর জন্য আজিমপুরের কবরে নেমেছিলাম। কবর থেকে উঠে এসে যখন কাপড়ের ধুলা ঝাড়ছি, তখন বঙ্গবন্ধু কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, আমাকে বুদ্ধি ও সাহস জোগানোর মানুষটি চলে গেলেন। আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিলাম, বাংলার সাড়ে সাত কোটি (তখনকার জনসংখ্যা) মানুষ আপনার সঙ্গে আছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর আমি একবার ওয়াশিংটনে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বক্তৃতা দিচ্ছি। হঠাৎ এক বিদেশি ছাত্র আমাকে প্রশ্ন করে বসল, শেখ মুজিবকে কোনো ওয়েস্টার্ন নেতার সঙ্গে তুলনা করতে পারো, যাতে তাকে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি? প্রশ্ন শুনে আমি কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে গেছি। হঠাত্ কী বলব? কোন পশ্চিমা নেতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে পাব? তার সমতুল্য নেতা বর্তমান পশ্চিমা দুনিয়ায় কোথায়? হঠাত্ চোখ পড়ল যে হলে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তার দেওয়ালে। দেখি সেখানে জর্জ ওয়াশিংটন এবং আব্রাহাম লিংকনের ছবি টানানো। অকূলে কূল পেলাম।

বললাম, দেওয়ালে টানানো তোমাদের দুই প্রেসিডেন্টের ছবি। একজন দেশটার লিবারেটর, অন্যজন সেভিয়ার। বাংলাদেশ শেখ মুজিবের মধ্যে এই দুই নেতাকেই পেয়েছে। মুজিবই আমাদের লিবারেটর এবং মুজিবই আমাদের সেভিয়ার। দেখলাম প্রশ্নকর্তা ছাত্রটি খুশি হয়েছেন। অনেকে বলেন গান্ধী দর্শন এবং শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে মিল। তিনিও গান্ধীর কাছ থেকে অহিংস আন্দোলন ধার করেছিলেন। কথাটা আংশিক সত্য। গান্ধীর কাছে অহিংস অসহযোগ ছিল রাজনৈতিক আদর্শ। বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিল রাজনৈতিক কৌশল। গান্ধী লবণ কর আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ তাতে রক্তপাত হয়েছিল। তার অহিংসার আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তার ৭ মার্চের ভাষণে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন; কিন্তু গোড়ায় অহিংস আন্দোলনের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণে স্পষ্টই বলেছেন, তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। বলা বাহুল্য, এটা স্বাধীনতার জন্য গেরিলা যুদ্ধের ডাক।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে একটি জাতীয় বিপ্লব ঘটানো বিশ্ব ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেল থেকে বের হয়ে এসে স্বাধীন বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একমাত্র চীন ও সৌদি আরব ছাড়া সারা বিশ্বের স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য অর্জন করেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা হয়ে ওঠেন।

বঙ্গবন্ধুর সবচাইতে বড় অবদান শুধু বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব ফিরিয়ে আনা নয়, বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ঘটানো। ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালিদের মধ্যে যে বিভাজন করা হয়েছিল তিনি তা ঘুচিয়ে বাঙালীর একক জাতিত্বের, একক পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

তিনি গতানুগতিক রাজনীতি করেননি। জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক দর্শন। তাহলো শোষিতের গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে তিনি এক শোষণহীন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। এই রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার পথে অনেকটা এগিয়েও গিয়েছিলেন। এই সময় ঘাতকের বুলেট তাকে হত্যা করে। তাতে তার আরব্ধ কাজ কিছুটা পিছিয়ে গেছে; কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। গত বছর তার জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে দেখা গেছে মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিবের পুনরুত্থান বাংলার ঘরে ঘরে।

সন্দেহ নেই বাংলাদেশের এক নতুন প্রজন্ম সব বাধাবিঘ্ন, ভুলভ্রান্তি, পদস্খলনের অন্ধ গলি থেকে বেরিয়ে এসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও দেশ গঠনের কাজে আবার এগিয়ে আসতে চাইছে। তাদের পদধ্বনি এখনো হয়তো স্পষ্ট নয়; কিন্তু তা যে শিগিগরই স্পষ্ট হবে তার আভাস পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর আজ মৃত্যু দিবস। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ তার কণ্ঠ বাজছে। দেশ করোনা-আক্রান্ত। শয়ে শয়ে লোক মরছে রোজ। মৃত্যুদানবের এই থাবার মধ্যেও বাজছে বঙ্গবন্ধুর অভয়বাণী। সেই অভয়বাণীতে দীপ্ত বাংলার মানুষ। তারা এবারেও মৃত্যুদানবকে অবশ্যই পরাভূত করবে। তিনি বাঙালী জাতির পিতা। স্বাধীন বাংলার স্থপতি। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি সাজাতে চেয়েছিলেন। পুঁজিবাদের চক্রান্ত ও আঘাতে তার স্বপ্ন সফল হতে পারেনি; কিন্তু পুঁজিবাদেরও অন্তিম চিত্কার এখন শোনা যাচ্ছে পশ্চিমা দুনিয়ায়। ধর্মান্ধতার পতন শুরু হয়েছে সৌদি আরব থেকে। কম্যুনিজমের মতো ওয়াহাবিজমও আজ পতনের মুখে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' মৃত্যুদিবসেও সমাধি থেকে সেই ডাকই তিনি দিয়েছেন–কারণ, তার স্বপ্ন সফল করার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। জয়তু মুজিব, জয় বঙ্গবন্ধু।



কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

বঙ্গবন্ধুর চেতনা চলার পথের প্রেরণা

তোফায়েল আহমেদ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ তথা 'মুজিববর্ষ' ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের কালপর্বে এবারের 'শোকাবহ আগস্ট' ভিন্ন মাত্রায় জাতীয় জীবনে যথাযথ ভাবগম্ভীর্যে পালিত হচ্ছে। যার জন্ম না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না এবং আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতাম, ইতিহাসের মহামানব দুনিয়ার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠবন্ধু জাতির পিতাকে আমরা এই আগস্ট মাসে হারিয়েছি। সেদিনের সেই কালরাতে ঘাতকের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ-তাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

বঙ্গবন্ধুর কাছে থাকার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী আমি। বঙ্গবন্ধুর কাছেই শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উপলব্ধি করেছি, এই পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য হয় নাই। একদিন বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা বাঙালীদেরই হতে হবে।' সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। কোনোদিন মাথা নত করেননি। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আরেকটি লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। গর্ব করে বলতেন, 'আমার বাংলা হবে রূপসী বাংলা, আমার বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, আমার বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড।' আজ তিনি টুঙ্গিপাড়ার কবরে শায়িত। আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না, দরদী কণ্ঠে ডাকবেন না 'ভাইয়েরা আমার' বলে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি আমাকে আন্দোলিত করে। বঙ্গবন্ধুর চেতনা আমার চলার পথের প্রেরণা। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা যখন বঙ্গবন্ধুকে কারামুক্ত করে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সংবর্ধনা দিয়ে কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম, সেই থেকে শেষদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলাম। '৬৯-এর পর বঙ্গবন্ধু যতো রাজনৈতিক সফর করেছেন আমি সফরসঙ্গী হয়েছি। '৭০-এর নির্বাচনের আগে ভোলাসহ দেশের উপকূলীয় অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল। ১০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বঙ্গবন্ধু ছুটে গিয়েছেন, অশ্রুসজল চোখে বলেছেন, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল্। আমি আর পারি না।' ভোলা থেকে ফিরে শাহবাগ হোটেলে-'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়'-দুই শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বলেছেন, 'প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, আর আমরা এভাবে মরতে চাই না। আমরা বাঙালিরা বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা হতে চাই।'

আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সাবেক ডেপুটি স্পীকার প্রয়াত কর্নেল শওকত আলী সাহেবের কাছে শুনেছি, যেদিন আগরতলা মামলার বিচার শুরু হয়, সেদিন ওই মামলার আসামীদের সাথে প্রিজন ভ্যানে উঠে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার সাথে কণ্ঠ মিলাও।' এই বলে তিনি গেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই বিখ্যাত গান, 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা...।' দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু এই গানটিকে 'জাতীয় গীত' হিসেবে অভিহিত করেন। শওকত সাহেব বঙ্গবন্ধুকে বলেন, 'মুজিব ভাই, আমাদের তো ফাঁসি হবে, আপনি কী করেন।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নাই। ওরা আমাদের ফাঁসি দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে না। এই মামলা আমরা মোকাবেলা করবো। আমাদের বিচার শুরু হবে। দেশের মানুষ এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আন্দোলন করবে। ছাত্র-জনতা জেগে উঠবে। সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্তিলাভ করবো। মুক্তিলাভের পর দেশে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হবো। কিন্তু বিজয়ের পর ওরা আমাদের ক্ষমতা দেবে না। ক্ষমতা না দিয়ে ওরা আমাদের উপর গণহত্যা চালাবে। তখন বাংলার মানুষ সর্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।' সেদিন তিনি যা বলেছিলেন, পরে তাই ঘটেছিল। তাঁকে ফাঁসিতে হত্যার পরিকল্পনা হয়েছিল। জাগ্রত ছাত্র-জনতা গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুসহ সকল বন্দিকে কারামুক্ত করেছিল।

এরপর '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন। দুর্যোগের কারণে ভোট পিছিয়ে দেওয়া হলে উপকূলীয় অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় '৭১-এর ১৭ জানুয়ারী, আর সারাদেশে '৭০-এর ৭ ডিসেম্বর। আমি বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হয়ে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। প্রতিটি জনসভায় বঙ্গবন্ধুর আগে বক্তৃতা করি। এক জনসভায় বক্তৃতা করে আরেক জনসভায় ছুটেছি। পরে বঙ্গবন্ধু এসেছেন, বক্তৃতা করেছেন। একদিনে ৮-১০টি জনসভা। দিন শেষে সন্ধ্যা নামলে চারদিক অন্ধকার। এর মধ্যে লোকজন কুপি-হারিকেন-লণ্ঠন জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো শুধু বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখবে বলে। বাংলার মানুষের প্রগাঢ় আস্থা-বিশ্বাস-ভালোবাসা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু দুটো কথা বলতেন। 'ভাইয়েরা আমার, আমি যদি আপনাদের জন্য আমার জীবনের যৌবন পাকিস্তানের কারাগারে কাটাতে পারি, আমি যদি ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি। আমি কী আপনাদের কাছে একটি ভোট চাইতে পারি না।' এই দু'টি কথায় মানুষের চোখের পানি পড়তো এবং দু'হাত তুলে সমস্বরে বলতো, 'হ্যাঁ, আপনি আমাদের কাছে ভোট চাইতে পারেন।' ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোলার জনসভায় বঙ্গবন্ধু আমার গুণবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে বক্তৃতা করেন। তিনি নেতা-কর্মীদের এভাবেই সম্বোধন করতেন। যখন যে এলাকায় যেতেন তখন সে এলাকার নেতাকর্মীকে মহিমান্বিত করে বক্তব্য রাখতেন। অসংখ্য কর্মীকে তিনি নেতা বানিয়েছেন। ইউনিয়নের নেতাকে থানার, থানার নেতাকে জেলার, জেলার নেতাকে জাতীয় নেতায় উন্নীত করে হয়েছেন জাতির জনক। নির্বাচনের দিন বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলাম। সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, 'আপনার প্রত্যাশা কী, কয়টি আসনে জয়ী হবেন?' বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি বিস্মিত হবো, যদি দুটি আসনে পরাজিত হই।' সত্যি দু'টি আসনেই পরাজিত হয়েছিলেন। জনসাধারণের নাড়ির স্পন্দন বুঝতেন। ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হন। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর না করে গণহত্যা শুরু করে। যে কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।'

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী নেতা। '৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সামরিক সরকার প্রণীত লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার তথা এলএফও'র অধীনে। অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে এলএফও'র অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি এটা প্রমাণ করতে যে, কে বাংলার মানুষের নেতা এবং নির্বাচনের পর এই এলএফও আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো।' '৭১-এর ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে নবনির্বাচিত



জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। সেদিনের শপথ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '৬ দফা আজ আমার না, আমার দলেরও না, এই নির্বাচনের মাধ্যমে ৬ দফা আজ জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যদি কেউ ৬ দফার সাথে বেঈমানী করে তবে বাংলার মানুষ তাকে জ্যান্ত কবর দেবে। এমনকি আমি যদি করি আমাকেও।' এভাবেই বঙ্গবন্ধু ৬ দফাকে আপোষহীন পর্যায়ে উন্নীত করেন। '৭১-এ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বঙ্গভবনে ভুট্টোর সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলেন, 'মিস্টার ভুট্টো, পাকিস্তান আর্মি ষড়যন্ত্র করছে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে। তুমি পাকিস্তান আর্মিকে বিশ্বাস কোরো না। ওরা প্রথমে আমাকে হত্যা করবে, পরে তোমাকে।' ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা হত্যা করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। এরপর ঠিকই পাকিস্তান আর্মির জেনারেল জিয়াউল হক ভুট্টোকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, 'এরপর কী হবে?' বঙ্গবন্ধু উত্তরে বলেন, 'এরপর ইয়াহিয়া খান আসবে। ইয়াহিয়া খানকে অনুসরণ করে একটা টিম আসবে। সেই টিম নিয়ে একদিন আমার সাথে আলোচনা শুরু করে হঠাত্ বাঙালিদের উপর আক্রমণ চালাবে। আর সেদিনই পাকিস্তানের সমাধি রচিত হবে।' রাজনৈতিক পরিস্থিতির কী নিখুঁত বিশ্লেষণ! পরবর্তীতে এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে!

'৭১-এর রক্তঝরা ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর ৫২-তম জন্মদিন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা শেষে দুপুরে ধানমন্ডি বাসভবনে বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে একজন সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, '৫২-তম জন্মদিনে আপনার সবচাইতে বড় ও পবিত্র কামনা কী?' উত্তরে বলেছিলেন, 'জনগণের সার্বিক মুক্তি।' সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকালে বেদনার্ত স্বরে বলেছিলেন, 'আমি জন্মদিন পালন করি না-আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না, কেকও কাটি না। এদেশে মানুষের নিরাপত্তা নাই। আপনারা আমাদের জনগণের অবস্থা জানেন। অন্যের খেয়ালে যেকোন মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। আমি জনগণেরই একজন, আমার জন্মদিনই কি, আর মৃত্যুদিনই কি? আমার জনগণের জন্য আমার জীবন ও মৃত্যু।' স্বাধীনতার পর বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'And when you see them digging a grave and you think of everything you will have to leave behind you, do you think of your country or, for instance, of your wife and children first?' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'I feel for my country and my people and then my family. I love my people more. I suffered for my people and you have seen how my people love me.' জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি ধাপেই বঙ্গবন্ধু বাঙালীর মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। দু'বার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালী, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।' বাংলা ও বাঙালীর জন্য তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভব; কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর জন্য বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের দরদ ও ভালোবাসার গভীরতা অপরিমেয়। দলীয় কর্মীদের দেখতেন পরিবারের সদস্যের মতো। সবসময় বলতেন, 'নির্দিষ্ট আদর্শ ও সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের ঐক্যেই আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ নেতার দল নয়-এ প্রতিষ্ঠান কর্মীদের প্রতিষ্ঠান।' এমনকি বিরোধী নেতাকর্মীদের প্রতিও তাঁর গভীর সহমর্মিতা ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে ১৮ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসি। ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার দেশে ফিরে আসে। ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১২ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ১৪ জানুয়ারী আমাকে মাত্র ২৮ বছর বয়সে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় তাঁর রাজনৈতিক সচিব করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রথম বিদেশ সফর ছিল '৭২-এর ৬ ফেব্রুয়ারী, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। সফরসঙ্গী হিসেবে দেখেছি কলকাতায় স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জনসভা। ২০ লক্ষাধিক মানুষের উদ্দেশে বক্তৃতার শেষে কৃতজ্ঞচিত্তে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'রিক্ত আমি নিঃস্ব আমি দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালোবাসা দিয়ে গেলাম তাই।' এরপর রাজভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠকে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উপস্থিত থাকার। বৈঠক শেষে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমার জন্মদিনে আপনাকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু পুনরায় বললেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সফরের আগেই আমি চাই ভারতের সেনাবাহিনী আপনি ফিরিয়ে আনুন।' ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'আপনি যা চাইবেন আমি তাই করবো।' '৭২-এর ১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১২ মার্চ বিদায়ী কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতের সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেন। একই বছরের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আরেক মিত্রদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের সার্বিক সমর্থন যুগিয়েছে। সেদিন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং ক্রেমলিনে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ-কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল লিওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এটি ছিল বিরল ঘটনা। '৭৩-এর ২৬ জুলাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফর। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ও প্রধানমন্ত্রী জামান বিয়েদিস বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান। প্রধানমন্ত্রীকে প্রটোকল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনা জানানোর কথা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রটোকলের উর্ধ্বে। তিনি তো শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, একটি জাতির জনক! প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। যুগোস্লাভিয়া থেকে '৭৩-এর ৩ আগস্ট কানাডার রাজধানী অটোয়াতে ৩২টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমনওয়েলথ সম্মেলন। সকল নেতার মাঝে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বঙ্গবন্ধু। '৭৩-এর ৯ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুসহ ৬ জন নেতার নামে তোরণ নির্মিত হয়েছিল। আলজেরিয়ার মঞ্চে দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত। শোষক আর শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে।' '৭৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পরদিন তিনি ইসলামিক সম্মেলনে যান। সেদিন লাহোরে দেখেছি মানুষ রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে স্লোগান তুলেছে 'জিয়ে মুজিব জিয়ে মুজিব', অর্থাত্ মুজিব জিন্দাবাদ মুজিব জিন্দাবাদ। লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বঙ্গবন্ধু। যতক্ষণ তিনি লাহোরে না পৌঁছেছেন, ততক্ষণ সম্মেলন শুরুই হয়নি। বঙ্গবন্ধুর জন্য সম্মেলন একদিন স্থগিত ছিল। '৭৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বর, জাতির জনক জাতিসংঘে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মহত্তর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু আত্মমর্যাদাবান নেতা, তাঁর প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গভীর শ্রদ্ধা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির হিমালয়সম উচ্চতায় আসীন ছিলেন তিনি। যেখানে গিয়েছেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। স্বাধীনতার পর অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ ও দক্ষ কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ১১৬টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ অব নেশনস, ওআইসি, ন্যামসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

'৭৪-এর ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের সভাপতির পদ ত্যাগ করে চার নেতার অন্যতম শহীদ এএইচএম কামারুজ্জামানকে সভাপতি ও জিল্লুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করেন। যেমনটা করেছিলেন '৫৭ সনে, নিজে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। নিজ চিন্তা ও আদর্শ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।' বঙ্গবন্ধুর সমগ্র চিন্তা জুড়েই ছিল দেশ ও দেশের মানুষ। দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির কাজ শুরু করেন। স্বাধীনতার পর দেশ ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত। গোলাঘরে চাল, ব্যাংকে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। রাস্তা-ঘাট ধ্বংস করে দিয়েছিল হানাদার বাহিনী। ভৈরব ব্রিজ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। প্লেন, রেল ছিল না। পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থা তছনছ। মাত্র ৩ বছর ৭ মাস উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশটাকে আমরা স্বাভাবিক করি। ভৈরব ব্রিজ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ যেদিন উদ্বোধন করা হয় সেদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলাম। রাষ্ট্রের যতো প্রতিষ্ঠান তার সবগুলোর ভিত্তি স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু। এতোসব কিছুর পর যখন দেশটাকে স্বাভাবিক করে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন, ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। অথচ তখন গোলাঘরে চাল, ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রা এবং দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছিল।

সুদৃঢ় নীতি, আদর্শ ও সঙ্কল্পবোধ নিয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনে অগ্রসর হন। কিন্তু জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে খুনিচক্র তাঁকে দেশের অভ্যন্তরে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেই খুনিচক্র ক্ষান্ত হয়নি। একই বছরের ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে-বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা বারবার নেতৃত্ব দিয়েছেন-জাতীয় চার নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকল্পের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরী করা। কিন্তু ঘাতকচক্রের ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেইনি। আজ থেকে ৪০ বছর আগে আওয়ামী লীগের রক্তে ভেজা পতাকা দলীয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে আমরা তুলে দিয়েছিলাম। জাতির জনক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভিত্তিভূমি তৈরী করে দিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে, শোককে শক্তিতে পরিণত করেছেন। তিনি নিষ্ঠা, সততা ও সাহসের সাথে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে জাতিকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

লেখক ঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য;
সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

মৃত্যুহীন বঙ্গবন্ধু



সেলিনা হোসেন



যত সহযোগিতা পেয়েছেন, সেটা ছিল তার কর্মের একটি বড় ধরনের উৎসাহের জায়গা, শক্তির জায়গা। সেই শক্তিকে ধারণ করে তিনি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতির পিতা হয়েছেন।

১৫ আগস্ট বাঙালীর জীবনে এক অবিনাশী সত্যের দিন। এই দিনে আমাদের প্রাণপ্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তার শারীরিক মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তিনি বাঙালীর ইতিহাসে একজন অমর মানুষ, সেই অর্থে তিনি মৃত্যুহীন মানুষ। তার আদর্শ এবং তার দর্শনের জায়গা ধরে তিনি যেভাবে বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেভাবে বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, এটি বিশ্বের ইতিহাসে একটি অনন্য ব্যাপার। এই দিক থেকে তাকে শারীরিকভাবে মৃত মানুষ বলে মনে করতে পারি, কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে সেই অমর মানুষ, যার আদর্শ এবং চিন্তা-চেতনাগত বিন্যাস হাজার হাজার বছরের সামনের বাংলাদেশকে তুলে ধরবে–এই বিন্যাসে বিকশিত হবে আগামীর প্রজন্ম।

আমি সব সময় বলি আগস্টের এই দিন আমাদের শোক ও শক্তির উৎস। শোক আছে, তাকে হারানোর বেদনা আছে, সেই সঙ্গে শক্তিও আছে। তার আদর্শ এবং দর্শন চিন্তায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়ে রাষ্ট্রকে সোনার বাংলায় পরিণত করার একটি দিকদর্শন। সবকিছু মিলিয়ে ১৫ আগস্ট এই অর্থে একটি শক্তির জায়গা। সেই শক্তি দিয়ে বাঙালি যদি এগিয়ে যায় তবে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাতে কোনো সময় লাগবে না, এই সময় না-লাগাটা হবে বঙ্গবন্ধুর অমরত্বের সাধনার একটি বড় দিক। আমরা তাকে হারিয়েছি কিছু নষ্ট মানুষ, কিছু অন্যায় সাধনকারী মানুষ যারা এই পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়েছে, তারা যে ভুলটা করেছে, তারা যে অন্যায় সংঘটিত করেছে–তার কোনো ক্ষমা নেই। ক্ষমা হয় না। তিনি আমাদের জীবনকে আলোকিত করে আরো দূরদর্শী পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। তিনি বেঁচে থাকলে আমরা সোনার বাংলা পেতাম, আমরা বাঙালির মানস গঠনের ভেতর চেতনার জাগরণ পেতাম। সেই চেতনার জাগ্রত শক্তি দিয়ে বাঙালি বিশ্বকে আলোকিত করতে পারত। ১৯৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন, এটি তার একটি অসাধারণ দিক, তিনি নিজের মাতৃ ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এভাবে আমরা এগোতে পারতাম এবং এভাবে আমাদেরকে তিনি আরো দূরদর্শী জায়গায় পৌঁছে দিতে পারতেন, যে জায়গা থেকে বাঙালি পেছন ফিরে তাকাত না, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জায়গাটা তৈরি হতো তাদের চিন্তায়। এখন যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই ধারাটাকে আরো বৃহত্ভাবে সমুন্নত করে তিনি যদি তার পিতার দিকদর্শনের জায়গাটকে ধারণ করে বাঙালির বড় যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারেন, আমরা মনে করব বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং চেতনাগত দিক আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করেছে, প্রসারিত করেছে। আমরা সেই প্রসারিত জীবনের মাঝে নিজেদেরকে বড় মাত্রায় আবিষ্কার করে একদিকে যেমন দেশ গঠন এবং উন্নয়নের ধারায় নিজেদেরকে আলোকিত করতে পারব, অন্যদিকে তেমনি শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের সবকিছু বিশ্বের মানুষের সামনে পৌঁছাবে, বিশ্বের পাঠক আমাদের অনুবাদ বই পড়বে, বিশ্বের দর্শক আমাদের চলচ্চিত্র দেখবে, আমাদের চিত্রশিল্পীদের শিল্প দেখবে এবং এই সব কিছু মিলিয়ে আমাদের সংগীতের ধারাকে উজ্জীবিত করে আমরা বাংলা ও বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে নানাভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। সে জায়গাটা আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে বলব না, সেই জায়গাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং এই ক্ষতিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার দিকটা যদি আলোকিত করা যায়, তবে মনে হবে ১৫ আগস্ট আমাদের সেই শক্তির চেতনাকে জাগ্রত করেছে, যে শক্তির চেতনা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণে আমরা ব্রতী হয়েছি, আমরা ব্রতী হতে চাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণে এবং সেই ব্রতী হওয়ার চেতনা যিনি রাষ্ট্র-ক্ষমতায় থাকবেন তিনি যদি অবারিত করেন, একটা সুযোগ তৈরি করে দেন, তবে বুঝতে হবে বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে অমর মানুষ হয়ে বেঁচে আছেন। তাকে ধারণ করে আমরা নিজেদের গৌরবকে সমুন্নত করেছি। আমাদের দেখায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এক অসাধারণ মানুষ। তিনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনার পাশাপাশি যেভাবে সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন, সেটা ছিল একটি রাজনৈতিক জ্ঞানের দিকদর্শন। আমরা যে কেউ এভাবে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভালোবাসার মৌন জায়গাটাকে প্রসারিত করতে পারি। বঙ্গমাতা যেভাবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনকে নিজের সবটুকু কর্মের মাঝে ধারণ করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন, এটি হলো বাঙালির জন্য একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তিনি কখনো বঙ্গবন্ধুকে তার কর্মক্ষেত্র থেকে পেছনে টানেননি, বরং তার এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে তাকে এগিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন, রেণু যদি আমার এই সবকিছু দেখাশোনা না করত, আমার কারাগারের জীবন, আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে, আমার সমস্ত অভাব-অনটনকে দূর করে আমাকে এগিয়ে না দিত, তবে আমি হয়তো ভবিষ্যতের বঙ্গবন্ধু হতে পারতাম না। এইভাবে নিজের জীবনসঙ্গীকে স্বীকার করে বঙ্গবন্ধু আমাদের সামনে একটি নতুন মাত্রাবোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

রেণুর কাছ থেকে যত সহযোগিতা পেয়েছেন, সেটা ছিল তার কর্মের একটি বড় ধরনের উত্সাহের জায়গা, শক্তির জায়গা। সেই শক্তিকে ধারণ করে তিনি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতির পিতা হয়েছেন। বঙ্গমাতা আমাদের সামনে যেইভাবে আলোকিত মানুষ হিসেবে দেখা দিয়েছেন, সেই আলোকিত মানুষের দ্বারা আরেক জন মানুষ এগিয়ে যেতে পারে। এইটা যে কোনো ছোটখাটো ক্ষেত্রেও যদি কোনো মানুষ কাজ করে, সেটা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সবার জন্য হতে পারে। একজন নারী যদি এগিয়ে যায়, তার ভালোবাসার মানুষ যদি তাকে পথ দেখায়, তার পথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাকে এগিয়ে দেওয়ার জায়গাটা বড় করে তোলে, তবে সব ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এই নারী আমাদের সামনে একজন অসামান্য মানুষ। ৮ আগস্ট তার জন্ম দিন, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একই সঙ্গে তার মৃত্যু দিন। আগস্টের এই জন্ম ও মৃত্যু, বঙ্গমাতা আমাদের সামনে একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

‘এ লাল রং কব মুঝে ছোড়েগা’



তাসমিমা হোসেন

শেখ কামাল আমার সহপাঠী ছিলেন। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি–শেখ কামালের মতো ভদ্র ও অমায়িক এবং একজন বন্ধুবত্সল মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। আমার সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি

সত্তর বছরে পা রাখলে তাকে কী বলে জানি না। সৃষ্টিকর্তা চাইলে দশ বছর পর আশিতে পা রাখব, যাকে বলে অশীতিপর। এই বয়সে এসে জীবনের সবচাইতে রঙিন সময়ের কথা বেশি মনে পড়ে। আর সেই সময়গুলোর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে আমাদের দেশের ইতিহাস। সেই ইতিহাস-বীক্ষণ আমার চোখ দিয়ে পাঠককে একটু দেখাতে চাই। আজ জাতীয় শোক দিবস। বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর পরিবার আমাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু তার সন্তানদের কতখানি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বাঙালি সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে মানুষ করেছিলেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল শেখ কামাল ও শেখ জামাল এবং তার দুই কন্যা। শেখ হাসিনা রবীন্দ্রসংগীত পছন্দ করতেন এবং আম নিজের হাতে ভর্তা করে বাড়ির অতিথিদের জন্য নিজের হাতে পরিবেশন করতেন। বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামাল অত্যন্ত চৌকশ ছিলেন। কিন্তু সবচাইতে আকর্ষণীয় ছিলেন শেখ জামাল। হাসিনা ও রেহানা আর দশটা বাঙালি মেয়ের মতোই অত্যন্ত মায়াময়, আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ।

শেখ কামালকে দিয়েই এই স্মৃতিচারণ শুরু করা যাক। শেখ কামাল আমার সহপাঠী ছিলেন। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি–শেখ কামালের মতো ভদ্র ও অমায়িক এবং একজন বন্ধুবত্সল মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। আমার সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি। কিন্তু আমি কোনো দিনও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র খারাপ জিনিস দেখিনি। যদিও শেখ কামাল আমার চাইতে দুই বছরের বড় ছিলেন। আমাদের ফিলোসফি পড়াতেন জিসি দেব স্যার আর ইসলামের ইতিহাস পড়াতেন গিয়াসউদ্দিন স্যার। এ দুটো ক্লাসে আমি সহপাঠী হিসেবে শেখ কামালকে পেয়েছি। শেখ কামাল ছিলেন অত্যন্ত প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ মানুষ। দুষ্টুমি করতেন। মজা করতেন। যেমন–ক্লাসে যখন টিচার আসতেন, আমি একদিন খেয়াল করলাম, কিছু ছাত্র একসঙ্গে পায়ের স্যান্ডেল দিয়ে মেঝেতে ঘষে অদ্ভুত একটা শব্দ করছে। আসলে এটা ছিল শেখ কামালের শিখিয়ে দেওয়া একটা দুষ্টুমি। তারপর স্যার যেই সবার দিকে কড়া চোখে তাকাতেন, অমনি শব্দ থেমে যেত। কামাল এমনই মজার ছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন বদরুন্নেসা। তার ছেলে ছিলেন রতন। নুরুদ্দিন আহমেদের স্ত্রী ছিলেন বদরুন্নেসা আহমেদ। ওনার নামে আজিমপুরে বদরুন্নেসা কলেজ তৈরি হয়। রতন আর শেখ কামালের বাসা পাশাপাশি ছিল। ১৯৬৯ সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখন এই নুরুদ্দিন আহমেদের ছেলে রতন একদিন একটা অনভিপ্রেত কান্ড ঘটিয়ে বসল। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে হঠাত্ আমার কাছে এসে রতন বলল, একটু দাঁড়াও। আমি দাঁড়ালাম। রতন অকস্মাত্ আমাকে বলে বসল–আমি তোমাকে ভালোবাসি! আমি তো থতমত খেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে কমনরুমে ঢুকে গেলাম। শহীদুল্লাহ মুন্সী স্যার আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার ঘনিষ্ঠ সহপাঠিনী ইয়াসমিন করিম একদিন ক্লাসে জানালার কাছ থেকে সরে গিয়ে আমাকে বলল, তুই এদিকে বোস। এই বলে সে জানালাটা খুলে দিল। তখন রতন আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে নিয়ে এসে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে দেখাল। মঞ্জুর সঙ্গে শেখ কামালও ছিলেন। আমি এখন বুঝতে পারি, মঞ্জুর পরিকল্পনায় এরা আমাকে আগে থেকেই ফলো করত এবং রতন আমাকে আসলে পরীক্ষা করে দেখেছিল, ভালোবাসার কথা বললে আমি কী প্রতিক্রিয়া দেখাই।



তারপর মঞ্জুর মা আমাকে পছন্দ করলেন এবং বর্তমান স্পিকার শিরীন শারমিনের বাবা রফিকুল্লাহ চৌধুরী, যিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু সরকারের সচিব, তার শ্বশুর বিচারপতি সিকান্দার আলী সাহেবের বাড়িতে আমার ব্যাপারে মঞ্জু খোঁজখবর নিলেন। ঐ বাড়িতেই আমার পাকা দেখা হয়। রফিকুল্লাহ চৌধুরী রাঙ্গামাটিতে কিছুদিন কাজ করেছেন, যেখানে আমার বাবাও কর্মরত ছিলেন। সে কারণে তাদের কাছে আমার ব্যাপারে অনুসন্ধান করলেন। মঞ্জু তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ছাত্রলীগের দাপুটে নেতা। আর শেখ কামাল তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। এটা ১৯৬৯ সালের ঘটনা। ঐ বছরের পয়লা জুন মঞ্জুর বাবা মানিক মিয়া সাহেবের অকস্মাত্ মৃত্যু হয়। তাঁর অকালপ্রয়াণের প্রায় ৯ মাস পর আমার বিয়ে হয় মঞ্জুর সঙ্গে, ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এনগেজমেন্ট হয়েছিল তার আগের মাসে, জানুয়ারিতে।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যময় কিছু স্মৃতি আছে। বনানীর ৬ নম্বর রোডে, আমাদের বাড়িতে মুজিব কাকা (তখনো বঙ্গবন্ধু উপাধি পাননি) আমার বাবাকে বললেন, তাজ ভাই, আমরা আপনার মেয়েকে নিলাম। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। মুজিব কাকাই বিয়ের এনগেজমেন্টের আংটিটা আমার হাতে পরিয়ে দিলেন। আমার ভাশুরও তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে আমার বড় বোনের স্বামী আমার এই বিয়েতে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শেখ মুজিব আর তার পক্ষের লোকজন দেশে (তত্কালীন পাকিস্তানের) গোলমাল বাধায়। এদের কাছে মেয়ে দেওয়া যায় না। তিনি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বড় কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি অবশ্য আমার বিয়ের আগেই ১৯৬৯ সালে রিটায়ার করেন। তবে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ও আমার শ্বশুরদের পাকিস্তানের জন্য ভালো মনে করতেন না। পৃথিবীতে কাকে যে কখন প্রয়োজন পড়ে একমাত্র আল্লাহ জানেন। মঞ্জু যখন একাত্তরের এপ্রিলে গ্রেফতার হয়, তখন আমার এই দুলাভাই-ই তাকে মুক্ত করার ব্যাপারে ক্যান্টনমেন্টে দৌড়াদৌড়ি করেছেন। সে সময় মঞ্জুকে দুজন পাকিস্তানি অফিসার এসে বারবার জেরা করত এবং বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করেছিল। এদের ধারণা ছিল, মঞ্জু ছাত্রলীগের বড় নেতা এবং শেখ কামালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সেজন্য তাকে জেরা করলে অনেক গোপন তথ্য পাওয়া যাবে।

আমাদের বিয়েতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সবকিছুতেই শেখ কামাল হই-হুল্লোড় করে বেড়িয়েছেন। মজার মজার বুদ্ধি এঁটে কত ধরনের যে কান্ড করেছেন শেখ কামাল! একটি মজার ঘটনা মনে পড়ছে। তখন তো আর পানি ওঠানোর জন্য পাম্প ছিল না, আমাদের নিচের রিজার্ভ ওয়াটার ট্যাংকিতে কামাল দুষ্টুমি করে রং মিশিয়ে দিলেন। পরদিন আমরা কেউ আর গোসল করতে পারলাম না। আমাদের গেন্ডারিয়ার বাড়িতে হলুদের তত্ত্ব নেওয়া দলের সঙ্গে শেখ হাসিনাও ছিলেন। ছাত্রলীগের দুরন্ত কর্মী হিসেবে আর মানিক মিয়ার ছেলে হওয়ার কারণে মঞ্জুকে মুজিব কাকা আর ফজিলাতুন নেছা কাকিমা অসম্ভব ভালোবাসতেন। মানিক মিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এমনই বন্ধুত্ব ছিল যে, এরা ছিলেন অভিন্ন পরিবারের মতো। এজন্য শেখ হাসিনা আমাকে বলেন যে, তুমি তো আমাদের বাড়ির প্রথম বউ।

১৯৭০ সালের কথা। ডাকসুর নির্বাচন হচ্ছিল। আমি টিভি দেখছিলাম। হঠাত্ দূর থেকে দেখি একজন লম্বা গড়নের লোক লুঙ্গি পরে হেঁটে হেঁটে আমাদের বাড়িতে ঢুকলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখি, মুজিব কাকা! ওনার বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। উনি এসে বললেন, মঞ্জু কই? আমি লাফ দিয়ে উঠে মঞ্জুকে ডাকতে গেলাম। এদিকে মঞ্জু কোন ফাঁকে বেরিয়ে গেছে, আমাকে বলেও যায়নি। মঞ্জু নেই শুনে উনি আমার শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে তখনই বেরিয়ে গেলেন।

আমার বিয়ের পরের বছর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের তিন-চার দিন পরে শেখ কামাল আমাদের বাড়িতে এসে দুই দিন ছিলেন। যাওয়ার সময় কামাল আমাকে একটা ছোট্ট পিস্তল দিয়ে গেলেন। পিস্তলটি ছিল খুব সুন্দর দেখতে। সাদা আইভরির মতো কারুকাজ করা, হ্যান্ডেলটা একটু সোনালি রঙের। কামাল বললেন, ‘ভাবি, এটা রেখে দেন।’ আমি এটা আমার ঘরের বেডসাইডের কার্পেটটা উঠিয়ে এর পাশের সাইড টেবিলের নিচের দিকে রেখে দিলাম। তারপর তো এপ্রিলের প্রথম দিকে কামাল সীমান্ত টপকে চলে গেলেন। তখন সোবহানবাগ মসজিদের নিচে অ্যাম্বাসেডর নামে একটি (বাকি অংশ ৬ পাতায়)

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্যারালাইসিস *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎসনড়ৎড়ঁমস জড়ুমফ
উঢ়ঢ়পৎ উধৎসু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

তালেবানের দখলে আফগানিস্তান

(প্রথম পাতার পর)

হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা চলছে। এসবের আগে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তালেবানরা।

২০ বছর আগে তালেবানের 'শত্রু'রা আফগানিস্তান যেভাবে তাদের দখলে নিয়েছিল, ২০ বছর পর এসে অনেকটা সেভাবেই একের পর এক আফগানিস্তানের একেকটি অঞ্চল পুনরায় দখলে নিয়ে শেষে গোটা দেশই দখলে নিয়ে নিয়েছে তালেবানরা। হলিউড মুভির মতো এর নাম দেয়া যায় 'দ্য রিটার্ন অফ দ্য তালেবান' বা 'তালেবানের ফিরে আসা'। বাস্তবতা যে অনেক সময় সিনেমাকেও হার মানায়, তাইতো দেখা গেল।

আজ থেকে বিশ বছর আগে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে বিমান দিয়ে হামলা চালানো হয়, যে ঘটনায় নিহত হন প্রায় তিন হাজার মানুষ। দেশটির রাজধানী ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে অবস্থিত প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর পেন্টাগন ভবনেও বিমান হামলা চালানো হয়। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ এবং অভিনব ওই হামলায় সারা দুনিয়া তাজ্জব বনে যায়।

জানা যায়, ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন উগ্র মতাদর্শের ইসলামপন্থি সংগঠন আল-কায়েদা আফগানিস্তান থেকে ওই হামলার পরিকল্পনা করেছিল। মুসলিম বিশ্বে সংঘাত সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলোকে দায়ী করে আল-কায়েদা হামলার দায় স্বীকারও করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ একে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে উল্লেখ করেন। ওই হামলার এক মাসেরও কম সময় পর প্রেসিডেন্ট বুশ আল-কায়েদাকে নিশ্চিহ্ন করতে এবং ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে বের করতে যুক্তরাজ্য সহ অন্য মিত্রদের নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করেন। কারণ, ওসামা বিন লাদেন তখন আফগানিস্তানে তালেবানের আশ্রয়ে ছিলেন। আফগানিস্তানের তালেবান সরকার লাদেনকে 'হস্তান্তরে' অস্বীকৃতি জানালে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালায়। তখন বিভিন্ন জরিপে অংশগ্রহণ করা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাও যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে 'সঠিক' বলে মত দেন। ওই যুদ্ধের নাম দেয়া হয় 'ওয়ার অন টেরর' বা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। কিন্তু যুদ্ধের পক্ষে ধীরে ধীরে জনসমর্থন কমতে থাকলেও যুদ্ধ থেমে থাকেনি।

১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্ববাসীর আলোচনায় ওঠে আসা সংগঠন তালেবান মাত্র দুই বছরের মধ্যে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটির অধিকাংশ এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এরপর দেশটিতে কড়া শরিয়া আইন চালু করা হয়। পশ্চিমারা তখন থেকেই এগুলোকে 'মানবাধিকারের লঙ্ঘন' বলে তালেবানের ব্যাপক সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিল। মূলত, আফগানিস্তানে এক দশকব্যাপী সোভিয়েত দখলদারিত্বের অবসানের পর সেখানে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেই যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল তালেবানরা। সব সময়ই তালেবানের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম এবং নেতৃত্ব ছিল গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা।

যাই হোক, ওই বছর অর্থাৎ ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানে সামরিক হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সামরিক বাহিনী। আগেই বলা হয়েছে, তখন রাষ্ট্রক্ষমতায় তালেবান। তালেবানদের উপর স্থল, আকাশপথে হামলা চালিয়ে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে ন্যাটো।

কিন্তু, খুব দ্রুত আফগানিস্তানের ক্ষমতা থেকে তালেবানকে অপসারণ করা হলেও দেশটিতে থেকে যায় বিদেশি সৈন্যরা। যুক্তরাষ্ট্রের মদতে ২০০৪ সালে সেখানে এক নতুন আফগান সরকার দায়িত্ব নেয়। হামিদ কারজাই প্রথমে অন্তবর্তী সরকারের প্রধান হলেও পরে (২০১০ সালে) 'নির্বাচিত' প্রেসিডেন্ট হন। ওদিকে আফগানিস্তানের পাশাপাশি তালেবানদের ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানেও বিমান হামলা চালানো হয়। ২০১১ সালে লাদেনকে পাকিস্তানে অভিযান চালিয়ে হত্যা করা হয়। ২০১৩ সালে আফগান সরকার জানায়, পাকিস্তানের করাচিতে শারীরিকভাবে অসুস্থ তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমর মারা গেছেন। অবশ্য পাকিস্তান মোল্লা ওমর তাদের দেশে থাকার কথা অস্বীকার করেছিল।

বিচ্ছিন্নভাবে তালেবানরা আত্মঘাতী থেকে শুরু করে সব রকমের হামলা চালাতেই থাকে। ন্যাটোও ছেড়ে কথা বলেনি। চলতে থাকে হামলা, পাল্টা হামলা ও রক্তপাত। দুই পক্ষেরই বহু সেনা হতাহতের বাইরে অনেক বেসামরিক নারী-পুরুষ, শিশুর করুণ মৃত্যু হয়। ২০১৪ সালে, ন্যাটো আফগানিস্তানে তাদের সরাসরি লড়াইয়ের সমাপ্তি টানে। যুক্তরাষ্ট্রও তাদের হাজার হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করা শুরু করে। অবশিষ্ট সেনাদের মূলত আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা দেয়ার কাজে লাগানো হয়।

এদিকে, তালেবানের সহিংস হামলা অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যেই তারা পালিয়ে গিয়ে নতুন করে সংগঠিত হয়েছিল। ন্যাটোর সরাসরি লড়াইয়ের অবসানের সুযোগে তারা একের পর এক হামলা চালাতে থেকে। আইএস জঙ্গিরাও আফগানিস্তানে হামলা চালাতে শুরু করে বলে মনে করা হয়।

ওদিকে, আফগানিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সেখান থেকে যেনো আর কোনো সন্ত্রাসবাদী হুমকি তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার করে যুক্তরাষ্ট্র। তবু, বিক্ষিপ্তভাবে হামলা চালাতেই থাকে তালেবানরা। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো বাহিনীর উপর্যুপরি হামলার মুখে তারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান নেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে ডনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন তালেবানদের সঙ্গে কাতারের সহযোগিতায় আলোচনা শুরু করে। ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী, কাতারের রাজধানী দোহায় আফগানিস্তানে 'শান্তি ফিরিয়ে আনতে' চুক্তিতে সই করে যুক্তরাষ্ট্র এবং তালেবান। তালেবান ওই চুক্তি মেনে চললে যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো ১৪ মাসের মধ্যে সব সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হয়।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হয়ে সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। তিনি ওয়ান-ইলেভেনের ২০ বছর পূর্তি অর্থাৎ ২০২১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের আগেই ন্যাটোভুক্ত সব সৈন্যকে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে বলেন, 'নাইন-ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলায় জড়িতদের ও ওসামা বিন লাদেনের বিচারের মধ্য দিয়ে' যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। 'আফগানিস্তানকে গড়ার জন্য' আমরা সেখানে যাইনি। নিজেদের ভবিষ্যৎ এবং দেশ কীভাবে চলবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব আফগান জনগণের। ৩১ আগস্টের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে চূড়ান্ত ধাপে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। সে অনুযায়ী চলতি বছরের মে মাস থেকেই আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নিতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো। এখন নামমাত্র কিছু বিদেশি সেনা রয়েছে দেশটিতে।

এদিকে, সেনা সরিয়ে নেয়ার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে একের পর এক হামলা চালায় তালেবানরা। এ বছরের শুরু থেকেই তালেবানরা দেশব্যাপী তাদের অবস্থান অনেক শক্ত করে বিভিন্ন এলাকা নিজেদের দখলে নেয়। মূলত, গত বছর ফেব্রুয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার পর তালেবানরা এলাকা দখলের লড়াই জোরদার করে। আর তখন থেকেই তালেবানের সামনে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর দুর্বলতা নগ্ন হতে শুরু করে। বলা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে যত অর্থ ব্যয় করেছে তার শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি খরচ করেছে আফগান সেনা এবং নিরাপত্তা বাহিনী গঠনে। কিন্তু বিদেশি সেনারা চলে যাওয়ার পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকে আফগান সরকারি বাহিনী। বন্যার পানির মতো নতুন নতুন এলাকায় ঢুকে পড়ে তালেবানরা। একের পর এক এলাকা আর শহর দখল করে শেষে চতুর্দিক থেকে এসে রাজধানী দখলে নেয় তালেবানরা। পতন হয় সরকারের। এর মধ্য দিয়ে, ফাঁস হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য সময়ের অনেক আগেই আফগান সরকারের পতন হলো।

তালেবান মুখপাত্রের কণ্ঠে

(প্রথম পাতার পর)

পাশ্চাত্যের সুর? মুখপাত্র বলেন, আফগান নারীদের কাজে ও শিক্ষায় পুরুষদের সমানাধিকার দেয়া হবে। শুধু হিজাব পরাটা তাদের জন্য হবে বাধ্যতামূলক। এ কোন তালেবান? ১৯৯৬ থেকে ২০০১ - তাদের শাসনকালেই না আইন করা হয়েছিল মেয়েরা চাকরিতে যেতে পারবে না! ডাক্তারি ছাড়া কোনো উচ্চশিক্ষাই তারা নিতে পারবে না। এমনকি মেয়েদের চিকিৎসা করার পথেও তালেবানরা কিছু বিধি-নিষেধ জারি করেছিল। তারা জাতিসংঘের চার্টার অমান্য করে এক লক্ষ ষাট হাজার আফগানকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। দেওবন্দী মৌলবাদের অনুসারী হয়ে শরিয়া প্রবর্তন করেছিল আফগানিস্তানে। একচক্ষু শাসক মোল্লা মোহাম্মদ ওমর অত্যাচারের রথ চালিয়ে দিয়েছিলেন আফগান জনগণের ওপর।

অথচ তারা নাকি তালেব অর্থাৎ শিক্ষার্থী। দক্ষিণ এবং পূর্বের পশতুনদের নিয়ে গড়া তালেবানদের আত্মপ্রকাশ ১৯৯৪ সালে। আফগানদের মনের ক্ষোভের আগুনে বাতাস দেয় তালেবানরা। মোলা ওমরের নেতৃত্বে সরকার গড়ে তালেবান, পরাস্ত করে রুশ সেনাদের। তাদের কঠোর মৌলবাদে অতিষ্ঠ আফগানরা আমেরিকান সেনার সাহায্যতায় আফগানিস্তান পুনরুদ্ধার করে। আফগানিস্তানে যতোদিন আমেরিকান সেনা ও ন্যাটোবাহিনী ছিল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি তালেবানরা। আমেরিকা তাদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার পর এই বছর থেকেই তালেবানরা আবার সঙ্গবদ্ধ হয়। বাগরাম বিমানঘাটি তারা রোববার দুপুরে দখল করার পরই আফগান প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ছাড়া অন্য কোনো দেশ তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। এবার কি হবে? পাকিস্তান তাদের স্ট্র্যাটেজিক কারণে তালেবানের সমর্থক। কিন্তু মুখে তারা নিরপেক্ষ থাকার কথা বলে। এবার কি হয় সেটা কিছুক্ষণের মধ্যে বোঝা যাবে। পশতুনরা পাহাড়ি যোদ্ধার জাত। আবেগ অথবা কোমল অনুভূতি তাদের অজানা। রাতারাতি তারা কি বদলে যাবে? কোটি টাকা, ডলার কিংবা ইউরোর প্রশ্ন।

আশরাফ গনিকে আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলে উল্লেখ করেছেন দেশটির শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ। একই সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তিনি গনিকে দায়ী করেন।

তালেবান যোদ্ধার কাবুলে ঢোকার কয়েক ঘণ্টা পর নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় আবদুল্লাহ এ কথা বলেন।

আব্দুল্লাহ বলেন, 'আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট দেশের জনগণকে এই অবস্থায় রেখে দেশ ছেড়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ'র কাছে তাঁকে জবাব দিতে হবে। জনগণও এর জবাব দেবে।' সরকারের সঙ্গে গত কয়েক মাসের শান্তি আলোচনায় গানির পদত্যাগ ছিল তালেবানের অন্যতম দাবি। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গনি দেশে ছেড়েছেন। তবে কোথায় যাচ্ছেন, তা জানাননি। আর দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি দেশ ছেড়ে তাজিকিস্তান যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে রাজধানী কাবুল ছেড়েছেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সিআইএর ভূমিকা

(প্রথম পাতার পর)

গোপনে। আলোচনা করেছিলেন, নিজেদের একটি ছোট্ট গ্রুপের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়ে। সিআইএ প্রকাশিত দলিলে এসব তথ্য উঠে এসেছে। এ ছাড়া আমেরিকান সাংবাদিক লরেন্স লিফৎসুলজ, লেখক স্ট্যানলি উলপার্ট, ভারতীয় লেখক বিক্রমাদিত্য, ব্রিটিশ সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের লেখায় ও সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের দীর্ঘ অধ্যায়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর পরোক্ষ ভূমিকার প্রামাণিক চিত্র উঠে এসেছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সে সময়ের সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘ পরিসরে গবেষণা করেছেন অকাল প্রয়াত সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান। তার লেখা মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড গ্রন্থে এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে মার্কিন অবস্থানের সুস্পষ্ট দালিলিক প্রমাণ সন্নিবেশিত রয়েছে। ঐতিহাসিক দলিলগুলো প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড দীর্ঘমেয়াদি দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফল। প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি সৈয়দ ফারুক রহমান সুস্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন, তৎকালীন উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে এই হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ ঘাতকদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হলেও নেপথ্যের নায়করা এখনও আইনের বিচারে অধরাই রয়েছেন।

ষড়যন্ত্রের শুরু উনসত্তর থেকেই: দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড গ্রন্থে গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ প্রকাশিত অনেক দলিল সংযোজন ও বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র কনস্যুলেট থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো বার্তায় বলা হয়, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৬৯, শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ডেপুটি চিফ অব মিশন সিডনি সোবার এবং কনসাল ইনচার্জ সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিব তার বিরুদ্ধে হত্যা ষড়যন্ত্রের তথ্য দেন। মুজিব বলেন, ২০ ডিসেম্বর তিনি বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম জানতে পারেন, কিন্তু তখন গুরুত্ব দিতে চাননি। কিন্তু ২২ ডিসেম্বরে তিনি এ বিষয়ে যাচাইকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়েছেন। তার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই, যে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে।

এই বার্তায় আরও বলা হয়, শেখ মুজিব বিশ্বাস করেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যকার পাঞ্জাবিদের একটি ক্ষুদ্র চক্র রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের ধারণা তারা মানতে পারছে না। দুই আততায়ীর মধ্যে একজন ইতোমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে এসে পৌঁছেছেন। মুজিবের কাছে যখন জানতে চাওয়া হয়, বিষয়টি সামরিক আইন প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিনা, তখন তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত হন। তার কারণ হয়তো এটাই যে, এ বিষয়ে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষকে জানানোর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

এই বার্তার শেষে তৎকালীন ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র কনস্যুলেটের পলিটিক্যাল অফিসার এন্ড্রু আই কিলগোর নিজের মন্তব্যে লেখেন, মুজিবকে হত্যার ষড়যন্ত্র সত্য-মিথ্যা যাই হোক, মনে করিয়ে দেওয়ার পক্ষে এটা একটা সময়োপযোগী বিষয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কল্পনাতীত রকম শূন্যের কোঠায়। আসন্ন অবাধ রাজনৈতিক কার্যক্রমকালে, বিশেষ করে শেখ মুজিবকে হাজার হাজার, এমনকি লাখো লোকও ঘিরে থাকবে। এ রকম ভিড়ের মধ্যে একজন আততায়ী তার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তার ফল হয়ে উঠতে পারে বিয়োগান্ত। ষড়যন্ত্র অব্যাহত স্বাধীন দেশেও: স্বাধীন বাংলাদেশেও বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। আমেরিকা গোয়েন্দা সংস্থার দলিল থেকেও এমন চিত্র উঠে এসেছে।

২০০৫ সালের ৩০ জুন সিআইএ'র প্রকাশিত দলিলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের বিভিন্ন সময় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের যাতায়াতের কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। ঢাকার দূতাবাস কর্মকর্তা নিউবেরি কর্তৃক পাঠানো এক বার্তায় (ডকুমেন্ট নং-কনফেডেনশিয়াল, ঢাকা-৩১৫৬) বলা হয়, ১৯৭২ সালের শুরুতেই শেখ মুজিব সরকারের অগোচরে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ঢাকার দূতাবাসে গিয়েছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আলোচনা করতে। ১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই আবারও দূতাবাসে যান আরেকজন মেজর। তিনি ফারুকের ভায়রা ভাই মেজর আবদুর রশিদ। তিনি তখন জানিয়েছিলেন, ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ক্রয় নিয়ে কথা বলতে তাকে পাঠানো হয়েছে। এরপর সিক্রেট ঢাকা, ডকুমেন্ট নং-২১৫৮তে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালের ১৩ মে সৈয়দ ফারুক রহমান ও উচ্চতম পর্যায়ের বাংলাদেশ সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা চেয়েছেন। ভারতীয় লেখক বিক্রমাদিত্যের কনফিডেনশিয়াল ডায়েরি গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব ফরেন অ্যাফেয়ার্সের রিপোর্টের উদ্দৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাংলাদেশকে ঘিরে নতুন মিশন শুরু হয় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের, যার মূল লক্ষ্য ছিল সিআইএর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সরিয়ে দিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশকে গভীর রাজনৈতিক সংকটে ফেলা। এ জন্য তারা পাকিস্তান ফেরত পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্য এবং সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সখ্য বাড়াতে থাকেন। এ সময় পাকিস্তান ফেরত ১১৩ জন পুলিশ সদস্যকে নিয়ে গিয়ে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ একাডেমিতে স্পেশাল অপারেশন ফোর্সেস (ওপিএস) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ৪০ জন বঙ্গবন্ধু হত্যার সময় বাংলাদেশের ইন্টেলিজেন্সে ছিলেন এবং তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই সিআইএর সম্পর্ক ছিল। পরে তাদের সবাই জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যান।

বিক্রমাদিত্যের গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু হত্যার সময় দুই সিআইএ এজেন্ট জর্জ গ্রিফিন এবং হ্যারল্ড স্যান্ডারস উপস্থিত ছিলেন ঢাকায়। তাদের মধ্যে গ্রিফিন ছিলেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের ডান হাত হিসেবে পরিচিত হ্যারল্ড সান্ডারসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর স্যান্ডারস ছিলেন ১৯৭১ সালে নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিসিঞ্জারের পরামর্শদাতা এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের একজন ডেপুটি। ১৯৭৫ সালে কিসিঞ্জার সেক্রেটারি অব স্টেট হওয়ার পর স্যান্ডারস প্রমোশন পেয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে তার সহকারী হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সময় স্যান্ডারস ছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স। তার সঙ্গে তখন আরও কাজ করতেন জর্জ গ্রিফিন। যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার কনস্যুলেটে সিআইএর এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। কলকাতায় তার সঙ্গে তখন সখ্য গড়ে ওঠে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের।

বিক্রমাদিত্য ছদ্মনাম ধারী স্পাই থ্রিলার লেখক মূলত ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে কর্মরত ছিলেন বলে জানা যায়। তার কনফিডেনশিয়াল ডায়েরি গ্রন্থে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বিবরণ দিয়ে লেখা হয়েছে, ১৪ আগস্ট দিবাগত রাতে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত বোস্টার নিজের বাসায় ছিলেন না। আর ভোর ৪ টায় দূতাবাসে নিজের অফিস কক্ষে গিয়েছিলেন ঢাকায় তৎকালীন সিআইএ মিশন প্রধান ফিলিপ চেরি। কাছাকাছি একটি ভবনে অবস্থান করছিলেন দুই আমলা মাহবুব আলম চাষী এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুর। বত্রিশ নম্বরে যখন গোলাগুলি চলছিল, তখন মাহবুব আলম চাষী ও তাহের উদ্দিন ঠাকুর দ্রুত বাংলাদেশ বেতারে চলে যান। সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। আর সিআইএ প্রধান বার্তা পাঠান ওয়াশিংটনে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভয়েস অব আমেরিকা ভোর সাড়ে ৫টার বুলেটিনে বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর প্রচার করে। অথচ বঙ্গবন্ধু সে সময় জীবিত ছিলেন! তখনকার প্রামাণিক দলিল অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু নিহত হন সকাল ৬টার কয়েক মিনিট আগে। এ থেকে এটা বোঝা যায়, ভোর সাড়ে ৪টায় দূতাবাসে আসা সিআইএ কর্মকর্তা ফিলিপ চেরি ৩২ নম্বরে গোলাগুলির শব্দ শুনেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খবর আগাম ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন! পরে ফিলিপ চেরি ভারতের সাংবাদিক পরেশ সাহাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি মুজিব হত্যার খবরটি যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন খবর পাঠান, বত্রিশ নম্বরে এবং আশপাশে তখনও অভ্যুত্থান চলছিল। তার এ বক্তব্য প্রমাণ করে তিনি আগে থেকেই পুরো পরিকল্পনা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতেন।

ভুট্টো-কিসিঞ্জার এবং ঢাকায় একটি বিশেষ বৈঠক: লেখক স্ট্যানলি উলপার্ট তার বিখ্যাত গ্রন্থ জুলফিকার ভুট্টো অব পাকিস্তান :হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৭৫ সালের জুনে পাকিস্তানের কাকুলে সামরিক একাডেমিতে দেওয়া বক্তব্যে ভুট্টো বলেছিলেন এ অঞ্চলে শিগগিরই কিছু পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। স্ট্যানলি উলপার্ট আরও লিখেছেন, বাংলাদেশে কয়েকটি মুজিববিরোধী রাজনৈতিক দলকে ভুট্টো নিয়মিত আর্থিক সহায়তা দিতেন, যা ছিল তার ইচ্ছামাফিক পরিবর্তনের জন্য বিনিয়োগ।

একই সময় ওয়াশিংটনে হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশে সিআইএর মিশন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হেনরি কিসিঞ্জারের স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট রজার মরিস লিখেছেন, কিসিঞ্জার শেখ মুজিবকে ঘৃণা করতেন। বৈদেশিক শত্রুর তালিকায় শেখ মুজিবকে রেখেছিলেন তিনি। একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মকে তিনি নিজের পরাজয় হিসেবে দেখতেন। এ জন্য তিনি শুরু থেকেই বাংলাদেশবিরোধী দৃঢ় অবস্থান নেন।

আমেরিকান সাংবাদিক লরেন্স লিফৎসুলজের দ্য আনফিনিশড রেভুলেশন গ্রন্থে তখনকার উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ আগে ঢাকায় সিআইএ প্রধান ফিলিচ চেরির বাসভবনে সন্ধ্যেক এক নৈশভোজে অংশ নেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেওয়া আরও অনেকেই ছিলেন। সেখানে ফিলিচ চেরির সঙ্গে জিয়াউর রহমানের প্রায় এক ঘণ্টা একান্ত বৈঠক হয় পৃথকভাবে। লিফৎসুলজ লিখেছেন, ১৯৭৭ সালে ইউরোপে তাকে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি খন্দকার আবদুর রশীদ জানিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের আগে জিয়াউর রহমানই তাদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে আছে, সেখান থেকে কোনো বাধা আসবে না। এ ব্যাপারে তিনি (জিয়াউর রহমান) নিশ্চিত।

ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিআইএ ওয়াশিংটন থেকে করাচি হয়ে ঢাকা পর্যন্ত শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য। যে নেটওয়ার্কে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ খুনিরাসহ বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক, উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান, উচ্চপদস্থ আমলা মাহবুব আলম চাষী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর সবাই সম্পৃক্ত ছিলেন।

হার্ট অ্যাটাকের আগে জানান

(প্রথম পাতার পর)

মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বুকের বাঁ দিকে হালকা ব্যথা, কাঁধ, ঘাড়, সারা শরীরে ব্যথা এবং অস্বস্তি-এমন উপসর্গ হতে হতেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে। এছাড়া যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা রক্তে শর্করা মাত্রা বেশি বা যাদের স্থূলতার সমস্যা রয়েছে, তাদের এমনিতেই হৃদরোগের আশঙ্কা তুলনামূলক বেশি থাকে।

হার্ট অ্যাটাক যে কোনো বয়সে, যে কোনো সময় হতে পারে। অনেকে মনে করেন ছেলেদের হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা বেশি। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঝুঁকি থাকে। তবে হৃদযন্ত্রে কোনো রকম জটিলতা তৈরি হলে, তা আগাম জানান দেয় শরীর। লক্ষণগুলো কেমন হতে পারে জেনে রাখুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট

শ্বাস-প্রশ্বাসে যদি কষ্ট হয়, তা হলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকে। শ্বাস নিতে কষ্ট হলে, দম আটকে আসলে অবিলম্বে চিক

২০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ কমেছে ১১ শতাংশ

(শেষের পাতার পর)

বিভক্ত হবার চিহ্ন রয়েছে। বারাক ওবামার রানিংমেট হিসেবে জো বাইডেন ২০০৮ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের চেয়ে যে পরিমাণের ভোট বেশি পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন, একই পরিমাণের ভোট পেয়ে গত নভেম্বরের নির্বাচনে তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ইলেক্টরাল কলেজের ভোটেও বেশি ব্যবধান ঘটাতে সক্ষম হননি জো বাইডেন। তেমন একটি পরিস্থিতির অবসানে জনসংখ্যাগত বৃদ্ধি-হ্রাসের সুফল সামনের নির্বাচনে ডেমক্র্যাটরা পেতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী, হিসপ্যানিক এবং এশিয়ানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বেড়ে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। গত দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২ কোটি ৩০ লাখ। এবারই প্রথম শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাস পেলো। ১৯৬০ সালের পর আর কখনো এমনটি দেখা যায়নি।

২০১০ সালের আদশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ৬৬% ছিল শ্বেতাঙ্গ। তারও ১০ বছর আগে ছিল ৬৯%। সর্বশেষ এই আদমশুমারিতে কমে ৫৮% হয়েছে। অর্থাৎ ২০ বছরের ব্যবধানে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের সংখ্যা কমেছে ১১%।

প্রসঙ্গত, সর্বশেষ ১৯৮৭ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এক বিশেষ ক্ষমতায় অবৈধ অভিবাসীদেরকে বৈধতার সুযোগ দেন। ২০০৮ সালে বিদায় নেয়ার সময় প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আরেক ঘোষণায় বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর যারা নানাবিধ ক্যাটাগরিতে গ্রীনকার্ড পাননি, তাদেরকে অভিবাসনের মর্যাদা দেয়ার বিশেষ এক বিধি চালু করে যান। এর আগে ও পরে ডেমোক্রেটরা হোয়াইট হাউজ এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকলেও অবৈধ অভিবাসীদের জন্যে সামগ্রিক অর্থে কোনো পদক্ষেপই নেননি। তা সত্ত্বেও নবাগত এবং অভিবাসী সমাজের পুরনো প্রায় সকলেই ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতি অনুরক্ত। ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্তির সময়েও ৯০% জনের বেশি নিজেকে ডেমোক্রেট হিসেবে পরিচিত করছেন।

ইউএস কংগ্রেসে প্রার্থী ডা. মুজিব

(শেষের পাতার পর)

সমাবেশে তিনি তার ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেন। শুক্রবার (১৩ আগষ্ট) রাতে জ্যাকসন হাইটসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে মাফ মিসবাহ বলেন, ড. হকের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করতে হবে নিজ ঘর থেকে। তাহলেই ভিনদেশি প্রতিবেশীরাও তার পক্ষে মাঠে নামতে উৎসাহিত হবেন। একেবারেই শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকা, সিংহভাগ ভোটার রিপাবলিকান। তেমন একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে লড়াইয়ে সর্বক্ষেত্রে সরব থাকতে হবে। ভোটারের মন জয় করতে পারলে নির্বাচনের ফলাফল নিজের পক্ষে আনা কঠিন হয় না।

মোহাম্মদ এন মজুমদার বলেন, 'বহুজাতিক এবং একেবারেই নতুন এ সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাউকে না কাউকে সাহস নিয়ে শুরু করতে হবে। সেই কাজটি ইদানিং আমরা শুরু করেছি। এখন মাঠে নেমেছেন ড. মজিবুল হক। এই অভিযাত্রায় সকলকে একিভূত হতে হবে। তাহলেই জয় ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব হবে'।

এন মজুমদার উল্লেখ করেন, নিউইয়র্ক সিটি কিংবা স্টেটের নির্বাচনে এক ডলারের চাঁদা পেলে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ৮ ডলারের অনুদান মেলে 'ম্যাচিং ফান্ড'র আওতায়। তবে কংগ্রেস অথবা সিনেটের নির্বাচনে তেমন সুযোগ নেই। এজন্যে ড. হককে নির্বাচনী তহবিল গড়তে হবে। তহবিল যত মজবুত হয় প্রচারণার সুযোগ বাড়ে এবং ভোট প্রার্থনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

মূলধারার রাজনীতির পথিকৃত এবং শ্রমিক নেতা মাফ মিসবাহ উদ্দিন সভাপতিত্ব করেন এই মতবিনিময় সমাবেশে। আমেরিকায় বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশিয়ান শ্রমিক-কর্মচারিগণকে এক ছাতার নিচে জড়ো করার অভিপ্রায়ে বেশ কয়েক বছর আগে মাফ মিসবাহ'র হাত ধরে গড়ে উঠেছে 'আসাল' (এলায়েন্স ফর সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার)। এই আসালেরও আজীবন সদস্য হচ্ছেন ড. মুজিবুল হক।

উল্লেখ্য, কংগ্রেসে অনেক ক্ষমতাবান পিটার কিং ছিলেন এই আসনের দীর্ঘ সময়ের কংগ্রেসম্যান। গত মেয়াদে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হননি। অর্থাৎ অবসরে গেছেন। তার ছেড়ে দেয়া আসনে আরেকজন রিপাবলিকান জয়ী হয়েছে। সেই নতুন কংগ্রেসম্যান এ্যান্ড্রু গারবারিনোকে হটানোর সংকল্প নিয়ে মাঠে নামলেন ডা. হক।

ডা. হক বলেন, এলাকাবাসীর নিরব একটি সমর্থনে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি মাঠে নামতে। তবে এজন্যে দরকার কমিউনিটির সর্বাত্মক সহায়তা। সরব হতে হবে সকলকে। কারণ, আমি কমিউনিটির পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর স্বার্থে ও কল্যাণে কাজ করতে চাই। মানুষের অধিকার আদায়ের মুখপাত্র হিসেবে অবতীর্ণ হতে চাই কংগ্রেসে। তাই সকলে যদি ঐক্যবদ্ধ হন, গণজোয়ার সৃষ্টিতে সক্ষম হন, তাহলে বিজয় কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

ডা. হকের পক্ষে কাজের অঙ্গিকার এবং সকলকে মাঠে নামার উদাত্ত আহবানে আরো বক্তব্য রাখেন ডা. মজিবর রহমান মজুমদার, সুলতানা খানম, সালেহ আহমেদ মানিক, ডা. আহমেদ, সাংবাদিক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সাংবাদিক মাঈনুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে এম-বিবিএস করার পর ১৯৮১ সালে যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজ অব সার্জন্স অব আয়ারল্যান্ড থেকে এফআরসিএস করেছেন ডা. হক। চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার পর দেশে ফিরে নিজ এলাকার চিকিৎসা-সেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে ফেনীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীদের সেবা প্রদানে মনোনিবেশ করেছিলেন। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সেই কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালনকালেই যুক্তরাষ্ট্রে সপরিবারে এসেও প্রিয় মাতৃভূমির কথা ভুলেননি। ২০০৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত 'ম্যান-হাটান স্কুল অব কম্প্যুটার টেকনোলজি'র মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র ফ্যাকাল্টির দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিউইয়র্কে প্রথম নারী

(শেষের পাতার পর)

আগামী ২৪ আগস্ট। সেই সাথে তিনি হবেন ৫৪ হাজার ৫৫৬ বর্গমাইলে ২ কোটি মানুষের বসতিওয়ালা স্টেট নিউইয়র্কের ৫৭তম গভর্ণর।

মহামারি করোনা পরিস্থিতি বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ গর্ভনরের মধ্যে সেরা একজন হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই গর্ভনরের যৌন কেলেংকারিতে পতনে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার ঝড় বইছে। গত বছরের শেষার্ধে তার বিরুদ্ধে ডজনখানেক নারী কর্তৃক যৌন হামলার অভিযোগ উঠলেও তিনি তা অস্বীকার করে আসছিলেন।

এরপর এসব অভিযোগের তদন্ত চালান স্টেটের এটর্নী জেনারেল (ডেমক্র্যাট) লেটিশা জেমস। তিনি প্রায় ২০০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর গত সপ্তাহে ক্যুমোর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এরপরই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও নিউইয়র্কের এই গর্ভনরকে পদত্যাগের আহবান জানিয়েছেন।

ডেমক্র্যাটিক পার্টির সর্বস্তরের নীতি-নির্দ্ধারকরাও একই আহবান জানাচ্ছিলেন। এমনি অবস্থায় মঙ্গলবার (১০ আগষ্ট) তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানান। সেটি কার্যকর হবে ২৪ আগস্ট। স্টেট গর্ভনর ক্যুমো বলেছেন, অযাচিতভাবে কাউকে তিনি স্পর্শ করেননি। তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ভিকটিম।

এদিকে, লে. গর্ভনর ক্যাথি গণমাধ্যমে বলেছেন, তিনি প্রশাসন পরিচালনায় সক্ষম। নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণ এবং এই স্টেটের উন্নয়নে চলমান সকল কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। গভর্ণর ক্যুমোর পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে গত ৭ বছর যাবত ক্যুমোর রানিংমেট হিসেবে দায়িত্ব পালনকারি ক্যাথি বলেছেন, এটি খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছে নিউইয়র্কের অধিবাসীদের বৃহত্তর স্বার্থে।

উল্লেখ্য, ক্যুমো পদত্যাগ না করলে সামনের সপ্তাহেই তাকে ইমপিচের হুমকি দিয়েছেন ডেমক্র্যাট শাসিত স্টেট পার্লামেন্ট। ৬২ বছর বয়সি ক্যাথি এর আগে বাফেলো এলাকার কংগ্রেসওম্যান ছিলেন। সেটি টানা ৪০ বছর ছিল রিপাবলিকানদের। তিনি উদ্ধার করেছেন ডেমক্র্যাট হিসেবে।

অন্যদিকে, এ্যান্ড্রু ক্যুমো ছিলেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় গর্ভনর মারিয়ো ক্যুমোর ছেলে। ২০১০ সাল পর্যন্ত এ্যান্ড্রু ক্যুমো ছিলেন এই স্টেটের এটর্নী জেনারেল। পরের বছর স্টেট গর্ভনর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থাৎ টানা প্রায় তিন টার্ম তিনি গর্ভনরের দায়িত্ব পালন করলেন। ২০২৩ সালে গর্ভনরের মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিল। এখন সেটি সম্পন্ন করবেন ক্যাথি হোচুল। বর্তমানে এই স্টেটের এটর্নী জেনারেল হিসেবেও রয়েছেন একজন নারী লেটিশা জেমস।

রাশেদ, নূর যুক্তরাষ্ট্র ও

(শেষের পাতার পর)

জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। অথচ ওই দেশে আশ্রয় পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত ঘাতকদের দুজন। ওই দেশগুলো অপরাধের দায়মুক্তির বিরুদ্ধে। এর পরও ওই দেশগুলো অপরাধের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ওই ঘাতকদের বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে না। এর ফলে বিদেশে কার্যত দায়মুক্তি নিয়ে বিচার এড়িয়ে চলছে ঘাতকরা। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে বঙ্গবন্ধু হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ১২ ঘাতকের মধ্যে পাঁচজনের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি। তারা সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বজলুল হুদা, মহিউদ্দিন আহম্মেদ ও এ কে এম মহিউদ্দিন আহম্মেদ। বাকি ঘাতকরা বিচার এড়াতে বিদেশে পালিয়ে আছে। গত বছরের ৭ এপ্রিল ঢাকায় আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে ঘাতক আব্দুল মাজেদ। এরপর ১২ এপ্রিল তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ভারতের গণমাধ্যম গত বছর এপ্রিল মাসে বঙ্গবন্ধুর আরেক খুনি রিসালদার মোসলেম উদ্দিন গ্রেপ্তার হওয়ার খবর দিলেও পরে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আর জানা যায়নি। ফেব্রারি মোসলেম উদ্দিন আহমেদ এর আগে দীর্ঘদিন জার্মানিতে পালিয়ে আছে–এমন সন্দেহ করা হচ্ছিল। এ বিষয়ে জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেও বাংলাদেশ সরকার নিশ্চিত তথ্য পায়নি। কথিত আছে, ২০০১ সালের ২ জুন খুনি আবদুল আজিজ জিম্বাবুয়েতে মারা গেছে। তবে তার মৃত্যু নিয়েও আছে অস্পষ্টতা।

অপর চার ঘাতকের অন্যতম এম এ রাশেদ চৌধুরী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে। তাকে ফেরত পাঠাতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে অনুরোধ জানিয়ে আসছে। রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার ১৫ বছর পর ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার আশ্রয় পাওয়া সংক্রান্ত মামলা আবারও সচল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওই উদ্যোগের কী ফল এসেছে বা কত দূর এগিয়েছে, তা আর জানা যায়নি। বাংলাদেশ আশা করছে, যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় আসায় এ মামলার প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে।

কানাডায় আছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত ঘাতক নূর চৌধুরী। কানাডার উচ্চ আদালত ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওই দেশটিতে নূর চৌধুরীর অবস্থান সংক্রান্ত গোপনীয়তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের 'জু-ডিশিয়াল রিভিউয়ের' আবেদন মঞ্জুর করেন। এর পরও নূর চৌধুরীকে ফেরানোর বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। তা ছাড়া কানাডার মৃত্যুদণ্ডবিরোধী অবস্থান আছে। মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এমন কোনো ব্যক্তিকে কানাডা অন্য দেশে পাঠায় না। এটিও ঘাতক নূর চৌধুরীকে ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

সরকারের কাছে তথ্য ছিল, ঘাতক শরিফুল হক ডালিম কেনিয়া ও জিম্বাবুয়েতে ব্যবসা করছে। খন্দকার আব্দুর রশিদকে পাকিস্তানে দেখা গেছে–এমন তথ্যও ছিল। এর ভিত্তিতে কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে তথ্য চেয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান এর কোনো জবাব দেয়নি। অভিযোগ আছে, পলাতক ওই ঘাতক পাকিস্তানি পাসপোর্ট ব্যবহার করছে। ১৯৭৫ সালে ওই ঘাতক চক্রকে বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য পাকিস্তান সহযোগিতা করেছিল।

ঐতিহাসিক দলিল থেকেও জানা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পরিকল্পনার বিষয়েও আগে থেকে জানত কিছু দেশ। আমেরিকান সাংবাদিক লেখক বি জেড খসরুর ইংরেজিতে লেখা 'বাংলাদেশ মিলিটারি ক্যু সিআইএ লিংক' গ্রন্থে উলেখ আছে, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে টালমাটাল পরিস্থিতির সময় বঙ্গবন্ধুর খুনি এবং তাঁর নিজের জন্য আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যও কামনা করেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় পুরনো সম্পর্কের দাবি নিয়ে তিনি নিজের এবং খুনি ফারুক ও রশিদের জন্যও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইতিবাচক বার্তাও মিলেছিল। বাস্তবতা হলো, সেই যুক্তরাষ্ট্রে এখন রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে ঘাতক রাশেদ চৌধুরী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা যেসব দেশে আছে বলে আমরা জানি, তাদের আমরা বলেছি, আপনারা খুনিদের আশ্রয় দেবেন না। তারা যে অপরাধ বাংলাদেশে করেছে তা তাদের আশ্রয়দাতা দেশেও করতে পারে।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা বলছি, আইনের শাসন বাস্তবায়নে আদালতের রায় কার্যকর করা প্রয়োজন।'

আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার অঙ্গীকার করেছেন।

বিয়ানীবাজার সমিতির সদস্য তালিকা

(শেষের পাতার পর)

সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংশ্লিস্ট সূত্র জানায়, গত ২৫ জুলাই ছিলো সমিতির সদস্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ। পরবর্তীতে সদস্যদের তালিকা সমিতির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। আগামী ২০ আগষ্টের মধ্যে সদস্যদের নাম সংশোধন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর সদস্য তালিকা আর কোন ধরনের সংশোধন করা যাবে না এবং এনিয়ে কোন ধরণের অভিযোগ গৃহীত হবে না বলে সংগঠনের সভাপতি মকবুল রহিম চনুই ও সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান রুহেল জানান।

ভাত খাওয়ার পর যা ভুলেও করবেন না

(শেষের পাতার পর)

কথা, মাছে-ভাতে যে বাঙালীর নিত্য বসবাস। সকাল বা রাতে না হলেও দুপুরে প্রায় সবাই ভাত খেয়ে থাকেন। যে বেলাতেই ভাত খেয়ে থাকেন না কেন, ভাত খাওয়ার পর কিছু বিষয় এড়িয়ে চলবেন, না হলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। জেনে নিন ক্ষতিকর সে বিষয়গুলো কী কী। ভাত খাওয়ার পর যা ভুলেও করবেন না-

ধূমপান সব সময়ই বিষপান

ধুমপান, সব সময়ই শরীরের জন্য বিপদজনক। ভাত খাওয়ার পর ধূমপানের অভ্যাসটা আরো ভয়াবহ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে ভাত খাওয়ার ঠিক পর পর ধূমপান করলে অন্যান্য সময়ের থেকে দশ গুণ বেশি ক্ষতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যখন তখন ফল খাওয়া নয়

ভাত খাওয়ার পর পরই অনেকে ভুল করে ডেজার্ট হিসাবে এক বাটি মিষ্টি জাতীয় ফল খাওয়ার চেষ্টা করেন। হয়তো ভাবেন, এতে বেশি পুষ্টি পাবেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়। ভাত খাওয়ার পর যে কোনো ফল খাওয়াই ভীষণ ভুলের। অধিকাংশ ডায়েটিশিয়ান থেকে চিকিৎসক সবাই ভাত খাওয়ার অন্তত ঘণ্টাখানেক পরে ফল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই শরীর ঠিক রাখতে ভাত খাওয়ার পর ফল খাবেন না।

চা পান

বাঙালী ভাত খেতে যেমন পছন্দ করে তেমনি যখন-তখন চা পানেও তাদের আছে বিশেষ সুখ্যাতি। ভাত খাওয়ার পর অনেকের চা পানের অভ্যাস রয়েছে। মনে রাখবেন চায়ের ট্যানিক অ্যাসিড খাদ্যের প্রোটিনকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে তোলে। তাই ভাত খাওয়ার কিছু সময় পর চা পানের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

খাওয়ার পর ঘুম নয়

দুপুর বা রাতে খাওয়ার পর সাথে সাথে বিছানায় গা এলিয়ে দেবেন না। অনেকেই আছেন যাদের ভাত খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস রয়েছে। এর ফলে শরীরে মেদ জমে। তাই খাওয়ার অন্তত ৩০-৪০ মিনিট পর্যন্ড় ঘুম থেকে বিরত থাকুন।খাওয়া পর অন্ড়ত ১৫ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করুন। এবং ঘণ্টা খানেক পর ঘুমাতে যান। এই সময়টাতে বই পড়া বা টিভি দেখতে পারেন।

গোসল করবেন না

গোসল করলে প্রশান্তি লাগে। সে যে বেলাতেই হোক না কেন। গরমের সময়টাতে তো আরো আরাম লাগে গোসল করলে। কিন্তু ভাত খাওয়ার পর গোসল করার অভ্যাস থাকলে, আজ থেকেই তা বাদ দিন। মনে রাখা জরুরি ভাত খাওয়ার পর আমাদের শরীরের মেটাবলিজম বেড়ে যায়। যা খাবার হজম করতে সহায়ক। খাওয়া শেষে গোসল করলে শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে পড়ে যায়, ফলে কমে যায় মেটাবলিজমও। এতে বিপাক প্রক্রিয়ায় গন্ডগোল হতে পারে। তাই ভাত খাওয়ার পর গোসল করা থেকে বিরত থাকুন।

আমরা কোথায় আছি?

(১৯ পাতার পর)

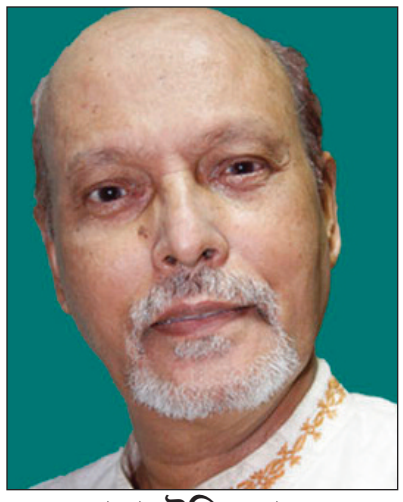
রাখার জন্য, প্রয়োজনীয় মালামাল তথা কাঁচামালের অব্যাহতভাবে জোগান দেয়া। শুধু শিল্পেই নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও তা ভিন্ন দ্যোতনা নিয়ে বিরাজ করে। কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, বিপণনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি যোগ্য দক্ষ লোকবলের ঘাটতি দেখা দেয় আর সে শূন্যতা পূরণে যোগ্য কর্মনিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত সৎ ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করা হয় তবে মরুপথে নদী যেভাবে হারিয়ে যায়, এমন পরিস্থিতিতে সব সচল প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যেও সেটিই ঘটবে। যেসব প্রতিষ্ঠান উচ্চমান ধরে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে তারা কখনোই এমন শূন্যতা সৃষ্টি হতে দেয় না। শূন্যস্থান পূরণের জন্য নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ দেয় এবং এই নীতি অনুসৃত হয়। সব সফল প্রতিষ্ঠানে এ ক্ষেত্রে বন্ধুস্বজনের প্রতি অনুরাগ অনুকম্পার কোনো প্রশ্রয় দেয় না। এভাবে আসলে যোগ্য সক্ষম ব্যক্তি তৈরি হয়। যারা সব প্রতিকূলতা মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করে, একান্ত বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে মানুষের জন্ম হয় না। পৃথিবীর সফল দীপ্যমান ব্যক্তি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের এন্টারপ্রেইনিউর বা কোনো রাষ্ট্রের কর্ণধার হন। তাকে অবশ্যই অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের সমস্যার গভীরে পৌঁছার দক্ষতা থাকতে হবে। নতুন চিন্তা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা অনুশীলন, মানুষের মন-মানস মূল্যবোধ বোঝার অধিকারী হতে হবে।

কোনো দেশেই নেতা রেডি ও 'রেডিমেড' হয় না। নানা ঘাত-প্রতিঘাত উৎরে এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পরিপক্ব হয়েই নেতা হওয়া যায়। বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশেই নেতা হওয়া ও নেতৃত্ব দেয়ার একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা ও মানুষের আস্থা সমর্থনই তার উপরে ওঠার সিঁড়িটাকে কাছে নিয়ে আসে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, আমেরিকার হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস ও সিনেটই নেতা হওয়ার সূতিকাগার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলের মনোনয়ন পান কোনো দক্ষ যোগ্য সিনেটর অথবা কোনো রাজ্যের গভর্নর আর ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন সংসদীয় দলের নেতা যিনি বুদ্ধিদীপ্ত তুখোড় পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে খ্যাতির অধিকারী। উভয় দেশেই যোগ্যতা যাচাই হয় নানা বিষয়কে সম্মুখে রেখে। আজকের বিশ্বে উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে দলের সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের বাইরেও নানা বিষয়ে জ্ঞান ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হয়। সেসব দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সর্বক্ষেত্রেই ছাত্রদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে অনন্য ভূমিকা রাখছে। রাজনীতি দর্শন বিজ্ঞান প্রযুক্তি চিকিৎসাসহ হেন বিষয় নেই যা নিয়ে সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চমানে দীক্ষা নেয়ার সুযোগের কোনো কমতি আছে। তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নত দেশগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সামান্য বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে সচেতন পাঠকের এমন প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, আসলে বাংলাদেশকে প্রকৃতপক্ষে কোন বলয়ের দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হবে? মুশকিল হলো যেসব ক্রাইটেরিয়া বা ইন্ডিকেটরের ভিত্তিতে কোনো দেশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলে চিহ্নিত করা হয়, তা নিয়ে কিছু কথা তো বলা হয়েছে। সে ভিত্তিতে যদি বাংলাদেশকে মূল্যায়ন করা হয়, তবে তৃতীয় বিশ্বের যে 'শর্টকামিং'গুলোর কথা বলা হয়েছে, সেসব বিষয়ের কিছু কিছু বাংলাদেশে বিরাজ করছে। সেটি তো উপেক্ষা করা যায় না। তৃতীয় ও উন্নত বিশ্বের ভালোমন্দের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতেই পাঠক স্বাধীনভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নিজ সিদ্ধান্ত স্থির করে নিতে পারেন যে, আমাদের অবস্থান আসলে কোথায়? যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি ব্যক্তির মুক্ত স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়, সে আলোকে তো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে কেউ।

যাক, আমরা এই মুহূর্তে এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। সরকারি মহল থেকে সম্প্রতি বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ দরিদ্র দেশগুলোর অবস্থান থেকে উপরে উঠে এসেছে।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের আর যেসব দুর্বলতা রয়েছে, আমরা কি সেসব বৈশিষ্ট থেকে বেরুতে পেরেছি? তা ছাড়া দু'বছর ধরে কোভিডের মারাত্মক ছোবল দেশ ও জনগণকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। ফলে অসংখ্য মানুষ হতদরিদ্র হয়ে পড়েছে। অগণিত নারী পুরুষ বেকার জীবনযাপন করছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনমান কল্পনাতীতভাবে নিচে নেমে গেছে। এসব বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের অবস্থান এখন কোথায় তা নির্ণয় করা কঠিন। আর এসব নির্ণয়ের দায়িত্ব দেশের বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের। নানা গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে তথ্য-উপাত্ত পেশ করে তারা সঠিক মূল্যায়ন পেশ করতে পারেন। আমরা যেসব কথা বলে এসেছি, তা দেশের মানুষের বাস্তব জীবনের অবস্থা থেকে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমাদের সাজে না। কেউ কেউ আবার এতে রাজনীতির ঘ্রাণ পেতে পারেন।

আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা সঙ্কট নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হিসাবে যা মনে করেন, সেটিই হলো প্রকৃত সত্য। তবে আমরা হতাশ নই। দুর্বল অক্ষম মানুষই হতাশ হয়। দেশের সম্মুখের সব কিছু স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, কোটি কোটি মানুষ কোভিডের টিকা দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এতে আমরা সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তের আলোক শিখা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ভরসা এবং ধৈর্য রয়েছে। সেটি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে মনে করি। আমাদের রাষ্ট্রীয় ভিশন প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে এসেছে যে, আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছি। সে পথে এগিয়ে যাওয়ার অভিযাত্রা হয়তো আমরা শিগগিরই শুরু করতে পারব। তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছার এবং দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হবার কিছু শর্ত আছে। আজকের এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও সে সম্পর্কে ভাবনা শুরু করতে হবে। কথা শক্ত হলেও বলতে হচ্ছে– আমাদের সর্ব পর্যায়ে অনেকেই নিখুঁত নই, আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে যা ইতোমধ্যে বোঝা হয়ে গেছে। হয় পরিশুদ্ধ হওয়া, না হয় সরে যাওয়া সময়ের দাবি। যারা সমাজ রাষ্ট্রে স্মরণীয় বরণীয় তারা স্ব অবস্থানে পৌঁছতে পেরেছিলেন বা পেরেছেন এভাবে আত্মসমালোচনা নিয়ে। দুর্বলতাগুলোর সন্ধান; তা থেকে পরিশুদ্ধ ও মুক্ত হবার চেষ্টা অহর্নিশ জারি রাখা জরুরি। গণতন্ত্র মানবাধিকার মুক্ত মতপ্রকাশের অধিকার সুশাসন জবাবদিহিতার মতো বিষয়গুলো পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। বিশেষ

আমরা কোথায় আছি?



সালাহউদ্দিন বাবর

তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর যত সমস্যা তার তালিকা দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক, সেখানকার আর্থসামাজিক অবস্থার কারণেই। সেসব দেশ বা অঞ্চলের সমস্যা বিচিত্র প্রকৃতির। বাইরের জগৎ থেকে এসব জনপদের খোঁজখবর পাওয়া দুষ্কর। এসব দেশের তথ্যের অবাধ প্রবাহ নেই বললেই চলে। যতটুকু রয়েছে তাও সরকারি নিয়ন্ত্রণে, কর্তৃপক্ষের ভাষ্যই কেবল তাতে থাকে। আজকাল তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে তথ্য তত্ত্ব পৌঁছে যায় মুহূর্তেই। সে অঞ্চলে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত এবং তাতে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। তা ছাড়া তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা রাখঢাক লুকোচুরি সেন্সরশিপ। তাই বেশির ভাগ দেশেরই সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত হওয়া কঠিন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম, বিশ্ব সংস্থার পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে তাদের অনুসন্ধানভিত্তিক কিছু তথ্য প্রকাশ পায়। সেখানে স্বল্প পরিসরে যে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় তা থেকেই মূলত দেশগুলো সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। যতটুকু খবর জানা যায় তা থেকেই সে দেশগুলো সমস্যার সাগরে আকণ্ঠ ডুবে আছে সেটি উপলব্ধি করা সহজ। এসব সমস্যা এত গভীর ব্যাপক এবং বিস্তৃত যে, তার কোনটির ওপর কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া সঙ্গত হবে তা-ও নির্ণয় করা কঠিন। যতটুকু জানা গেছে, তার আলোকে এর ক্রমবিন্যাস করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তভাবে কেবল সমস্যাগুলোর শিরোনামই উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা, এতগুলো দেশের দুঃখ বেদনার পাঁচালি জানা যেমন সম্ভব নয়, তা থেকে কিছু কথা বলা হলেও সেটি হয়ে উঠবে বিরাট ভলিউমের এক শোকগাথা। এখন যেসব সমস্যা মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে শত দুর্ভোগ, দুর্দশায় ফেলে রেখেছে তার কয়েকটি শুধু উল্লেখ করছি। তবে এটাও সত্য, সব কিছুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাও যাবে না। সমস্যাগুলো হচ্ছে– সম্পদের কৃচ্ছ্র বা স্বল্পতা, তা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা বা উদ্যোগ নেই বললেই চলে, তার পরও যতটুকু সম্পদ রয়েছে তাও বিলিবণ্টনে আছে বৈষম্য, স্বজনপ্রীতি। বর্তমানে বিশ্বে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম উপাত্ত হচ্ছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অথচ এ ক্ষেত্রে রয়েছে যত অজ্ঞতা। নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক চাহিদা, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান আর ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ– সেটি নেই বললেই চলে। রুজি রোজগারের জন্য শ্রম বিক্রির নেই তেমন সংস্থান। সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে চলে যত প্রহসন; মানুষের মুক্ত স্বাধীন চিন্তার পথে আছে ভয়-ভীতি ও প্রতিবন্ধকতা। গণতন্ত্রকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে গহিন কোনো অরণ্যে। এত সব দুর্ভোগের পরও ঋণভারে জর্জরিত দেশের সাধারণ ব্যয় নির্বাহের জন্য সমস্যার ভারে ন্যুয়ে পড়া মানুষের ওপর রয়েছে উচ্চ হারে কর। ভঙ্গুর অর্থনীতির যত অভিশাপ, অদক্ষ অক্ষম প্রশাসন যারা সমস্যার কোনো সুরাহা করতে না পারলেও তাদের হম্বিতম্বি আর দুঃশাসনের কারণে জনজীবন দুর্বিষহ। এমন যাতনার প্রতিকার চাওয়ারও কোনো পথ সেখানে নেই। তাই একেই নিয়তি জ্ঞান করে বংশপরম্পরায় চলছে জীবন। এমন সব সমস্যার যাতনা থেকে দেশের মানুষ আর দেশকে উতরে নেয়া মানুষকে আশাবাদী করার সক্ষম দূরদৃষ্টির অধিকারী নেতার অভাবই প্রকৃতপক্ষের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বলতে গেলে, প্রধান সমস্যা। যারা এখন এসব দেশের কর্তৃত্ব করছেন তারা পরিবর্তন আনতে পারেননি। সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব বস্তুত যেকোনো দেশে সম্পদ আর আশীর্বাদস্বরূপ। এমন নেতৃত্ব তৈরির যত পদ্ধতি প্রক্রিয়া উন্নত দেশগুলোতে বিদ্যমান, তার কল্পনা করাও সেখানে সম্ভব নয়। শুধু তৃতীয় বিশ্বই নয়, এই বলয় থেকে কোনোক্রমে বেরিয়ে আসার পথে যারা রয়েছে সেখানেও এই ক্রাইসিস বিদ্যমান।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাভাবনার আর সঙ্কট উত্তরণের বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণে অক্ষম নেতৃত্ব ও তার যে প্রশাসন তাদের পক্ষে সমস্যার অতল গহ্বর থেকে দেশকে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। যদি তেমন নেতা থাকতেন তবে হয়তো উন্মুক্ত হতে পারত, খুলত নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। কিন্তু বিপদ হচ্ছে, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি থাকলে এমন পরিস্থিতিতে কখনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের বেরিয়ে আসার ঘটনা লক্ষ করা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেখানে ব্যক্তিতন্ত্রেরই উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা ষোলোআনা। এমন হলে বরং সাধারণের দুর্ভোগ নির্যাতন বাড়ে বৈ কমে না। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ সুবিধাভোগী দুরাচারী গোষ্ঠীর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতা ও তার সহযোগীদের ভিত্তি হয়ে থাকে সর্বশ্রেণীর মানুষ। আর ব্যক্তিতন্ত্রে নেতার ক্ষমতার উৎস হয়ে থাকে সেই সুবিধাভোগী দুরাচারীরা। এরা ব্যক্তিতন্ত্রকে সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার বিনিময়েই ভোগ করে যত সুখ আনন্দ বিলাস ভূষণ। তার ফলে সাধারণের যত কষ্ট যাতনা সেই তিমিরেই থেকে যায়। এটাই হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য আর দেশের প্রতি নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নির্বাচিত নেতার দায়িত্ব সহজ তো নয়ই বরং নানা চ্যালেঞ্জও তাকে মোকাবেলা করতে হয়ে প্রতিনিয়ত। তাই তাকে অনন্য সব যোগ্যতা রপ্ত করতে হয়। তাকে বহু মত, বিচিত্র মন-মানসসম্পন্ন ব্যক্তির ভিন্ন মত পোষণ ও প্রকাশের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি দিতে হয়। শেষে সবাইকে ন্যূনতম ইস্যুতে এক কেন্দ্রে নিয়ে আসার দুরূহ কাজটি সহযোগীদের নিয়ে তাকেই করতে হয়। আর এমনও ঘটে যে, নেতার লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি নিয়ে সহযোগীদের মধ্যেও কখনো দ্বিমত, জিজ্ঞাসা জাগতে পারে। এমন ক্ষেত্রে বিষয়টি নেতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় বটে। কেননা, গণতান্ত্রিক প্রশাসনে সবার সম্মিলিত প্রয়াস/উদ্যোগ থাকতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে সহযোগীদের প্রশ্নের সদুত্তর ও ব্যাখ্যা দিতে হয়। যাতে প্রশ্ন উত্থাপনকারী সহযোগীরা কনভিন্সড হন তার বক্তব্য ব্যাখ্যায়। এমনটা কঠিন হলেও এখানেই গণতান্ত্রিক সমাজের শৈলী আর সৌন্দর্য। এ জন্য নেতাকে গণতান্ত্রিক চেতনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। নিজের ভিশন তথা জাতিকে উন্নয়নের সর্বোচ্চ সোপানে এগিয়ে নেয়ার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুক্ষণ মনমস্তিষ্কে ধারণ ও লালন করতে হয়। গণতন্ত্রের এমন উদাহরণ বস্তুত সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অধিক লক্ষ করা যায়। তাই এই শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবেই মনে করা হয়ে থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদ এতটাই সক্রিয় প্রাণবন্ত থাকে যে, এতে প্রশাসন তার দায়িত্ব পালন নিয়ে সদা সক্রিয় তৎপর এবং ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে থাকার চেষ্টা করে। অথচ ব্যক্তিতন্ত্রে এমন ধারণার কোনো অস্তিত্বই থাকে না, স্বীয় মত ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজ পথে চলতে চরম স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, কোনো পরামর্শও কানে তোলে না। এমন একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জনগণের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে; কিন্তু সে নেতার তাতে কিছুই যায় আসে না।

অপর দিকে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক বিষয় নিয়ে শেষ কথা বলার ক্ষেত্রে সামষ্টিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন অপরিহার্য। কোটি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অত্যাবশ্যক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতাকে ঘাটে ঘাটে তার দায়িত্ব পালন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব ব্যাখ্যা দিতে হয়। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রে বিরক্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ জবাবদিহিতার চেতনা ও মূল্যবোধকে ধারণ করতে হয়। এমন গণতান্ত্রিক চেতনাই দেশে সুশাসন, জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার পথকে উন্মুক্ত করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তিকে যথাযথ স্থানে বসিয়ে দায়িত্ব প্রদান। এখানে অনুরাগ-বিরাগের বা ব্যক্তিগত পছন্দের কোনো অবকাশ নেই। এভাবে দায়িত্বগ্রহণকারী সব ব্যক্তির দায়িত্ব পালন নিয়ে রুটিনমাফিক মূল্যায়ন করতে হয়। তার যোগ্যতা উৎকর্ষের জন্য পুরস্কার আর অযোগ্য অদক্ষদের তিরস্কারের রেওয়াজ যথাযথভাবে পালিত হলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায় এবং জবাবদিহিতার রীতি অনুসৃত হয়।

দেশের নেতাকে শুধু ঘর সামলালেই চলে না। বহির্বিশ্বে রয়েছে তার অনেক দায়িত্ব। ভিন্ন দেশের কাউন্টার পার্টের সাথে কথা বলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় নিয়তই তাকে করতে হয়। সে আলোচনায় কাউন্টার পার্টের মতো জ্ঞান ব্যুৎপত্তি এবং নানা বিষয়ে নিজের দেশের সমস্যা, সম্ভাবনা ও নীতি পথ যেমন তার নখদর্পণে রাখতে হয়, তেমনি বিশ্বের নানা ঘটনাপ্রবাহ, বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হয় তাকে। তার জানা ও বিচার-বিবেচনার পরিধির কোনো ঘাটতি থাকতে পারবে না। কেননা, তিনি শুধু ব্যক্তি বিশেষ নন; দেশের লাখো মানুষের প্রতিনিধি। তাই তার সাথে জাতির সম্মান মর্যাদার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজ বিশ্বের যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সেখানে নানা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অবশ্য তেমন মানের নেতৃত্বকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ বেছে নেয়। তার দায়িত্ব পালনের সক্ষমতার পরিচয় দিতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের পর নির্বাচনের সময়। নির্বাচনে সব কিছু চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে মানুষ। তার কাজ ও অবদান নিয়ে চলে গবেষণা আর মূল্যায়ন।

তবে এমন নেতৃত্ব ও তার সহযোগিতাকারীরা কোনো দেশেই প্রথম বা শেষ হতে পারে না। যদি তা হতো তবে সেসব দেশের অবস্থান স্বমহিমায় ধারাবাহিকভাবে সমুজ্জ্বল থাকতে পারত না। আমরা বস্তুত উন্নত ও গণতান্ত্রিক বিশ্বের কথাই বলছি। নেতৃত্বের এই ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গে একটু ভিন্ন ধরনের উদাহরণ পেশ করতে চাচ্ছি।

'ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ' এই পরিভাষা মূলত শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রেই বহুল প্রচলিত। এর সাধারণ অর্থ কোনো শিল্পের উৎপাদন কার্যক্রমকে সচল (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সংক্ষিপ্তভাবে কেবল সমস্যাগুলোর শিরোনামই উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা, এতগুলো দেশের দুঃখ বেদনার পাঁচালি জানা যেমন সম্ভব নয়, তা থেকে কিছু কথা বলা হলেও সেটি হয়ে উঠবে বিরাট ভলিউমের এক শোকগাথা। এখন যেসব সমস্যা মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে শত দুর্ভোগ, দুর্দশায় ফেলে রেখেছে তার কয়েকটি শুধু উল্লেখ করছি। তবে এটাও সত্য, সব কিছুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাও যাবে না।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

আমরা পুনরায় পেছনে ফিরে যেতে পারি না

রশীদ ঘানুসি

২৬ জুলাই সকালে আমি এবং আমার সহকর্মীরা (আমরা সবাই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য) দেখতে পেলাম তিউনিসের উপকণ্ঠে অবস্থিত পার্লামেন্ট ভবন সেনাসদস্যরা ট্যাংক দিয়ে ঘিরে রেখেছে এবং প্রেসিডেন্ট কায়েস সাঈদের নির্দেশে আমাদের পার্লামেন্টে প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে।

আগের রাতে এক টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট সাঈদ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের ঘোষণা দেন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয়টি হলো– নির্বাচিত পার্লামেন্টের কার্যক্রম স্থগিত করা। তিনি পার্লামেন্ট সদস্যদের তাদের পার্লামেন্টারি দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেন। প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত এবং বিচারবিভাগীয় ও নির্বাহী ক্ষমতা তার হাতে কেন্দ্রীভূত করে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করেন। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে দশকব্যাপী তিউনিসিয়ানরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য যে সংগ্রাম করে এসেছে তার ফলাফলকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন কায়েস সাঈদ। আমি মনে করি, তার এই পদক্ষেপ অগণতান্ত্রিক এবং তিউনিসিয়ার গণতন্ত্রের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী।

তার এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পার্লামেন্ট ভবনের সামনে অবস্থান গ্রহণ করি। কিন্তু পরে ওই অবস্থান কর্মসূচি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং অন্যদেরকে একইভাবে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানিয়েছি। কারণ যেকোনো সঙ্ঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তপাতের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আমি উদ্বিগ্ন।

প্রায় একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং আমরা এখনো একটি অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছি। পার্লামেন্টের বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে এই সঙ্কটের সমাধানের আশায় এই নিবন্ধ লিখছি।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের দক্ষতার ব্যাপারে তিউনিসিয়ার জনগণের অসন্তোষ বৈধ। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও মৃত্যু বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই সঙ্কট মোকাবেলায় ইতিবাচক ফলাফলের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা একটি কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক সঙ্কটেরও মোকাবেলা করছি। এক দশকের বহু আগে তিউনিসিয়ার ফল ও সবজি বিক্রেতা মুহাম্মদ বুআজিজি নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আত্মাহুতির মাধ্যমে আরব বসন্তের পক্ষে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার জীবনদানের মাধ্যমে আরব বসন্তের আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশটির পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে। স্বৈরশাসনামলে তিউনিসিয়া, অবাধ দুর্নীতি, ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন এবং অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল। এখনকার অসন্তোষ স্বাধীনতার জন্য নয় বরং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ব্যাপারে অসন্তুষ্টির কারণে।

বুআজিজি এবং সব ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হাজার হাজার তিউনিসিয়ান কিসের জন্য সংগ্রাম করেছিল আমাদের অবশ্যই তা কখনো ভুলে গেলে চলবে না। আইনের শাসন এবং ক্ষমতার বিভাজনকে নিশ্চিত করে আমরা একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে চাই। ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাই এবং সর্বোপরি, আমরা ব্যালট বাক্সের প্রতি সম্মান জানানোর ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিউনিসিয়ার ২০১৪ সালের সংবিধান আরব বিশ্বের মধ্যে অত্যন্ত প্রগতিশীল একটি সংবিধান হিসেবে প্রশংসিত। কিন্তু বর্তমানে এই সংবিধানকে কায়েস সাঈদ ছিন্নভিন্ন করে ফেলছেন।

জনাব সাঈদ বলেছেন, দেশে সামাজিক শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি এই কাজ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এই পদক্ষেপগুলো অস্থায়ী। পক্ষান্তরে, এসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটি একনায়কতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ অনুসরণ করা হয়েছে। তিনি সংবিধানের ৮০ নং ধারা বা বিধির উল্লেখ করে বলেছেন, 'আসন্ন বিপদের' মাধ্যমে দেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়ার বিরুদ্ধে তাকে অতিরিক্ত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের ৮০ ধারায় বলা হয়েছে, এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের আগে তাকে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং এই সময়ে প্রেসিডেন্টের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করার জন্য পার্লামেন্টকে অবশ্যই অধিবেশন অব্যাহত রাখতে হবে। পার্লামেন্ট স্থগিত করে তিনি, ওই ধারার অধীনে যে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ায় কথা বলা হয়েছে সেটিকে অসম্ভব করে তুলেছেন।

তিউনিসিয়ার জনগণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতার পৃথকীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রেসিডেন্টের তৎপরতার মাধ্যমে সেটিকে ছিন্ন করা হয়েছে।

কিছু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী পক্ষ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং ইসলামপন্থীদের মধ্যকার আদর্শিক মতপার্থক্যের ধুয়া তুলে এই অসাংবিধানিক ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। দু'পক্ষই যোগ্য নয়। আমরা আমাদের দল আন নাহদাকে একটি মুসলিম গণতান্ত্রিক পার্টি হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু এখানে যে টার্গেট করা হয়েছে সেটি সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলকে নয় বরং সেটি হলো– পুরোপুরিভাবে গণতন্ত্রকে।

সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর একটি হামলা। এ ধরনের তৎপরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে তীব্র নিন্দা জানাতে হবে। আরব বসন্তের মাধ্যমে তিউনিসিয়ায় একমাত্র গণতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং তা অব্যাহত ছিল– অনেক আরববাসীর জন্য গণতন্ত্রের ব্যাপারে এটা একটা আশার সঞ্চার করেছিল।

তিউনিসিয়ায় অনেক সমস্যা রয়েছে। আমরা গভীরভাবে গেড়ে বসা কাঠামোগত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলা করতে গিয়ে একটি নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিশাল কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা একটি নির্বাচনী আইনের সাথে লড়ে যাচ্ছিলাম। ওই আইনে একটি পার্লামেন্ট গঠিত হয়। এর ফলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার প্রয়োজন হয়। গণতন্ত্র বিনির্মাণ বা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়ন এবং করোনা মহামারী মোকাবেলার গতি ছিল ধীর। কিন্তু এসব সঙ্কটের কারণে সংবিধান ছিন্নভিন্ন করা এবং গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তোলার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এক ব্যক্তির শাসন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সমাধান নয়। একনায়কতন্ত্র অধিকতর দুর্নীতি, ব্যক্তি অধিকার খর্ব এবং অসাম্যের সৃষ্টি করে।

আন্তরিকভাবে আশা করি, জনাব সাঈদ তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন। এখন তিনি কিছু গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ওই সব পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিউনিসিয়ার পশ্চিমা ও আঞ্চলিক মিত্রদের অবশ্যই তাকে সমর্থন করা উচিত।

পার্লামেন্টকে অবশ্যই কাজ করতে দিতে হবে যাতে ভোটের মাধ্যমে একটি নতুন সরকার মহামারী এবং বেকারত্ব মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। আমি আশা করি, বর্তমান অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটি সর্বোত্তম পথ বের করার জন্য কায়েস সাঈদ জাতীয় সংলাপ শুরু করবেন।

গণতন্ত্রকে ছুড়ে ফেলার পরিবর্তে, আমাদের অবশ্যই আমরা যা অর্জন করেছি তা রক্ষা করতে হবে। আমরা আগে দেখেছি, এক ব্যক্তির হাতে কিভাবে সব ক্ষমতা একত্রিত বা কেন্দ্রীভূত করে আমাদের দেশকে হতাশাগ্রস্ত একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। তিউনিসিয়া অতীতে জাতীয় সংলাপ বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার সমাধান করেছে। আমরা সঙ্কট নিরসনে পুনরায় সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। হ

লেখক : ২০১৯ সালে তিউনিসিয়ার পার্লামেন্টের স্পিকার নির্বাচিত হন। তিনি আন নাহদা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা

সুনামগঞ্জ জিলা সমিতি ইউ,এস,এ ইনক
SUNAMGONJ ZILA SOMITY U.S.A INC.



বার্ষিক বনভোজন ২০২১

২২ অগাস্ট রবিবার ২০২১

স্থান
এস্টোরিয়া পার্ক
23 Ave, 19th ST, Queens, NY 11105

আকর্ষণীয় রাফেল ড্র

লটারী স্পন্সর

1st Prize: Gold Chain , Tarek Ambia
2nd Prize: 55" Tv , Hamza Qurishe
3rd Prize: Laptop, Rukon Hakim
4th Prize: Laptop, Zakir Choudhury, CPA
5th Prize: Printer, Likhan Bhuiyan
6Th Prize: Tower Fan, Ahad Ali CPA
7th Prize: Dinner Set, Khaled Miah, Universal Travels
8th Prize: Microwave, Foysal Ahmed
9th Prize: Rice cooker, Azadur rahman

বিশেষ অতিথি
দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন
সাবেক মেয়র সুনামগঞ্জ পৌরসভা,
সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান,
সুনামগঞ্জ সদর।

খেলাধুলা
রাফেল ড্র
আকর্ষণীয় পুরস্কার
সুস্বাদু খাবার

সুধী,

আগামী ২২ শে অগাস্ট, রবিবার ২০২১ সুনামগঞ্জ জিলা সমিতি ইউএসএ, ইনকের উদ্দ্যাগে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বনভোজনে সুনামগঞ্জবাসি সহ কমিউনিটির সকলে সাদরে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রনে

কাজিরুল ইসলাম শিপন
আহবায়ক
৩৪৭-৬৯১-৪০৭০

ছদরুন নূর
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৮২৫-১৯২৫

মান্না মুনতাসির
সদস্য সচিব
৯২৯-৩৩২-৯১২৫

সদস্য : হুমায়ুন কবির সুহেল, শামীম আহমেদ, জিয়াউল আহমেদ জামিল, ফয়সল আহমেদ।

এস এম জলিল
সভাপতি
৯২৯-২৭৮-৬৪৯৬

তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু
সাধারণ সম্পাদক
৮৬০-৭৯৬-৭৮৮৮

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও সহযোগিতায়

এম রহমান কামাল, মোহাম্মদ মনির উদ্দিন, মানিক আহমেদ, আবু সালেহ চৌধুরী, এডভোকেট রণেন্দ্র তালুকদার, ইমতিয়াজ আহমেদ বেলাল, আনোয়ার হোসাইন, লিখন ভূঁইয়া, স্বপ্না চৌধুরী, মো জোসেফ চৌধুরী, মোশাহুর হোসেন রুবেল, আব্দুল আজিজ, শাহীন কামালী, হোসাইন আহমেদ, মোহাম্মদ আলী রাজা, হাবিবুর রহমান, এম এ হাসনাত রুবেল, আবুল হোসাইন।















প্রচারে: হামজা কোরেশী, ৯১৭-২৫০-৯৭৫৫

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return



Emirates

ETIHAD

QATAR

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines

ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন





- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্ল্যাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN

PASSPORT PHOTOS

CONSTRUCTION
JOB PROPOSAL
WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

Khalil Biryani House

Khalil Biryani House





খলিলের খাবার দিয়ে আপনার অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক জমজমাট

HALAL

For Delivery
+1 646-763-5073

Khalil Halal Chinese
2062 McGraw Ave.
Bronx, NY 10462.
347 621 2884

Khalil Biryani House
1457 Unionpart Road
Bronx, NY 10462
718 409 6840

www.khalilsfood.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

Need Legal Counsel?
We are ready to help you

MAPQUEST US: 133-33 Brookville Blvd., Rosedale, NY 11422
PUBLIC TRANS: **E Train** to last stop in Queens, then Q5 Bus to Brookville Blvd and Merrick Blvd. Ask driver when to get off.
QUEENS: Cross Island Pkwy to Belt Pkwy to exit 24B-Merrick Blvd. turn left at light onto Merrick Blvd-Visitor Parking on RT.
BROOKLYN: Belt Pkwy East to exit 24A-130th Ave. turn LT onto Brookville Blvd, then at light trun RT onto Merrick Blvd, see above.
L.I.: Northern State West to cross Island Pkwy So. Then to Belt Pkwy to exit 24B-then follow Queens directions.
L.I.: Southern State Pkwy W to Belt Pkwy-exit 24B-follow Queens directions above.



FRANCISCO CASTILLO

Attorney at law

One Cross Island Plaza, Suite 116, Rosedale, New York-11422

Phone: 718-528-4424, Fax: 347-294-1055

E-mail: francisco@franciscocastillolaw.com



সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর অভিনন্দন

কুলাউড়ার সার্কেল, ওসি ও পরিদর্শক সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত

এস আর অনি চৌধুরী, কুলাউড়া থেকে: সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ সার্কেল, শ্রেষ্ঠ ওসি ও শ্রেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নির্বাচিত হয়েছেন কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাদেক কাওসার দস্তগীর, কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিনয় ভূষণ রায় ও কুলাউড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম।

গত ১০ আগষ্ট মঙ্গলবার ভার্চুয়াল মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় সিলেটের ডিআইজি মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ (পিপিএম) কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাদেক কাওসার দস্তগীর, কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিনয় ভূষণ রায় ও কুলাউড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলামকে সিলেট বিভাগের (রেঞ্জ) শ্রেষ্ঠ সার্কেল, ওসি ও পরিদর্শক (তদন্ত) ঘোষণা করেন।

জানা যায়, বিভিন্ন সময় অপরাধ দমন, মাদক নির্মূল, আসামি গ্রেপ্তারসহ কুলাউড়ার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার উপর ভিত্তি করে সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত করা হয় তাদেরকে।

ভার্চুয়াল মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় সিলেটের ডিআইজি মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ (পিপিএম) ছাড়াও অতিরিক্ত ডিআইজি মো. গিয়াস উদ্দিন আহমদ (পিপিএম)-সেবা ও অতিরিক্ত ডিআইজি বিপ্লব বিজয় তালুকদারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটের রেঞ্জ ডিআইজি মফিজ উদ্দিন আহম্মেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাদেক কাওসার দস্তগীর সময় কুলাউড়াকে বলেন, যতদিন কুলাউড়া সার্কেলে থাকবো তত দিন কুলা-উড়া-জুড়ী-বড়লেখা এ তিন থানা এলাকার মানুষকে ভালোবেসে তাদের জন্য কাজ করে যাবো। কুলাউড়া সার্কেলে যোগদান করার পর উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট থানার ওসি এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছেন, তাই এ অর্জন সকলের।

এ ব্যাপারে কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিনয় ভূষণ রায় সময় কুলাউড়াকে বলেন, আমার এ সাফল্যে কুলাউড়া থানায় কর্মরত সকল অফি-সার ও ফোর্সের সমন্বিত এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল। তাকে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করার জন্য তিনি সিলেটের রেঞ্জ ডিআইজি মফিজ উদ্দিন আহম্মেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কুলাউড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম সময় কুলাউড়াকে বলেন, এ অর্জন আমার ভবিষ্যতে ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

উল্লেখ্য, কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাদেক কাওসার দস্তগীর ও কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিনয় ভূষণ রায় মাদক ও সন্ত্রাস দমন, আইশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ব্যাপক সফলতা পাওয়ায় গত ৭ জুন ও ৫ আগস্ট মৌলভীবাজার জেলার শ্রেষ্ঠ সার্কেল ও ওসি হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়।

একইসাথে কুলাউড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ব্যাপক সফলতা পাওয়ায় গত ৫ আগস্ট জেলার শ্রেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নির্বাচিত হন।

অভিনন্দন: এদিকে কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাদেক কাওসার দস্তগীর, কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিনয় ভূষণ রায় ও কুলাউড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম যথাক্রমে সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ সার্কেল, শ্রেষ্ঠ ওসি ও শ্রেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নির্বাচিত হওয়ায় তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট রাজনীতিক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু।

চুল বেচে বছরে ভারতের আয় ৩ হাজার কোটি টাকা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ২০১৯-২০ অর্থ বছরে চুল রপ্তানি করে এই খাতে ভারতের আয় বেড়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশ। আয় হয়েছে ২৭৩৫ কোটি রুপিরও বেশি। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ তিন হাজার ১১৭ কোটি। ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এ খবর প্রকাশ করেছে আনন্দবাজার পত্রিকা।

রপ্তানির পরিমাণ ওজনের হিসাবে মাত্র ৩৯ শতাংশ বাড়লেও, করোনার কারণে বিশ্ব বাজারে চুলের জোগান কমায় বাজারে দাম বেড়েছে। আর তারই সুবিধা পেয়েছে ভারত। ভারত থেকে চুল আমদানিকারকদের শীর্ষে রয়েছে চীন। দেশটি যত চুল আমদানি করে তার ৬০ শতাংশ যায় ভারত থেকে।

ভারতে চুল সরবরাহের অন্যতম কেন্দ্র মন্দিরগুলো। এবার সবচেয়ে বেশি চুল সরবরাহ করেছে অন্ধ্রপ্রদেশের ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির। মেয়েদের চুলের দাম ছেলেদের থেকে বহুগুণ বেশি। এই চুলকে প্রক্রিয়াকরণের পরে তা দিয়ে যখন উইগ বা পরচুলা বানানো হয়।







সাহিত্য সাময়িকী

ঘড়ি ও রক্তখেকো গিরগিটি
খসরু পারভেজ

অবাধ্য ঘড়ির ভেতর কীভাবে বেঁচে আছি আমি
আমার সকাল-দুপুর-বিকেল কেড়ে নিয়ে চলে যায়
আমি কিছুই বলতে পারি না
রঙিন জামার পকেটে দুহাতে খুচরো পয়সা খুঁজে ফিরি

ইচ্ছে করেই পাঁচ মিনিট এগিয়ে রাখি ঘড়ির কাঁটা
প্রতি ঘন্টায় পাঁচ মিনিট এগিয়ে গেলে বছর জুড়ে
কত ঘন্টা কত মিনিট এগিয়ে থাকা যায়
যারা দূরপথের যাত্রী তারাই শুধু বোঝে
ঘুম থেকে খুব সকালে উঠেও আমি এগোতে পারি না
আমি শুধু পড়ে থাকি ঘড়ির পেছনে

ঘড়ির কাঁটা যখন টিকটিক করে সময়ের পদধ্বনি গোনে
তখন একটি রক্তখেকো গিরগিটি
আমার বুকের ভেতরে ঝাঁপিয়ে-লাফিয়ে বেড়ায়
ঘুমহীন চোখে বুক হাতড়ে চেষ্টা করেছি কতবার
একটিবারও ধরতে পারিনি তাকে

ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে একটা সময় আমি তো ঘুমিয়ে পড়ি
ঘড়ির কাঁটা ঘুমোয় না কখনো
আমারই গন্তব্যের দিকে আমাকে ফেলে এগিয়ে যায়
আমি থেকে যাই রক্তখেকো গিরগিটির সাথে।

তুমি জীবনে ভেজানো চোখ
ওয়াহিদ জালাল

তোমার শূন্যতা আমাকে খুব বেশী তাড়া করে
ঘরের দুয়ার খোলাই থাকে আজকাল
মনের উপর পড়ে থাকে ঝলসানো তোমার ছায়া
মানুষের চেহেরা যে এতো গাঢ় হয়ে
বসে থাকে বুকের উপর- আগে কখনো বুঝিনি।

তুমি আছো, আজও আমি বিশ্বাস করি
সমুদ্রের উপর বসে থাকা গাঢ় নীলের মতো,
তোমাকে আজকাল একটু ছোঁয়ে দেখবো বলে
মনের অজান্তে কতোবার মৃত্যুর শরীরে হাত
রাখি, আমার চিরঅভাবের মতো সেও
আমাকে আপন করে নিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বিবস্ত্র হয়ে যায় মনের আঙ্গিনা, অনুনয়ে
বলি, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আজ আমি অসহায়।
পিছলে পড়ে দুইটি চোখের জল, তোমার ফেলে
যাওয়া ছেড়া চুলগুলো হাতে তুলি, চোখের
জল মুছি স্মৃতির আঁচলে। কষ্ট তখন নামে
জীবনের চৌরাস্তায়, বদলে যায় শ্মশানের দিক।

ভিতরে হয় মসজিদ আলোকিত, চিতায় মগ্ন শ্মশান,
গির্জার ঘন্টাধ্বনি আর মোমের আলোয় ভাসে আজান।

আগুনের কান্না
মামুন অপু

ইটভাটা থেকে একটি দিন পুড়িয়ে নিলাম
আরো কিছু দিন অপেক্ষমান
পুড়তে পুড়তে কালো রাত্রির ছাই হবে এই হেমন্তে
চাঁদের পোড়া ক্ষত পৃথিবীকে দেখায় দুঃখ বোঝাতে
কতটুকু পোড়লে বাতাস বাঁশির করুণ সুর হয়
শুকনো আকাশে ভিজিয়ে সূর্যের জ্যোতি
মেঘ বোঝাতে চায় বিরহের অভিশাপ
চরম দরিদ্র ঋতুকে দুঃখ সমর্পণ করে
আবার দাঁড়াবে ভারি নিশ্বাস টেনে নেওয়া রুগ্ন বুকে
মুহূর্তের সংসারে দাঁড় টেনে নেয় বিভৎস মৃত্যু
বিমূর্ত হতাশার মুহুর্মুহু করতালিতে
উল্লাসে পুড়তে থাকে 'আমার ভেতর আমি'।

উপমা ছাড়া এই পৃথিবী নিঃসঙ্গ
শিউল মনজুর

খুঁজতে খুঁজতে ঘুরতে ঘুরতে উপমাদের
পাতাগৃহে পৌঁছে
ডাক দিতেই খুলে যায় পাখিগৃহের দরোজা
ভেজাচোখে ম্লান হাসি মুখে উপমার ছোটো
বোন অরণ্যতমা বলে;
সেতো নেই, পাতাকুড়ানি কিশোরীদের সাথে
পাতাকুড়াতে যেয়ে হারিয়ে গেছে গত মৌসুমে!
আবারো ঘুরতে ঘুরতে খুঁজতে খুঁজতে
চিত্রকল্পের খড়্গহে কড়া নাড়তেই
জানালা খুলে হৃদয়ভাঙা বুকে
ধানকুড়ানি মেয়ে বাসন্তী দিদি জানালো;
কে বা কারা তুলে নিয়ে গেছে গভীর রাতে চিত্রকল্পকে
গত বৈশাখে, আজ অব্দি আসেনি ফিরে!

ওরা হয়তো জানে না, উপমা ছাড়া এই পৃথিবী নিঃসঙ্গ
সমুদ্র বন্দরে আজ নোঙ্গর করেছে যুদ্ধ জাহাজ
ওরা হয়তো জানে না, চিত্রকল্প ছাড়া এই পৃথিবী বিষণ্ন
হারিয়ে গেছে জোনাকি গ্রামের ঝিলিমিলি কারুকাজ

সেই থেকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে
কখনো বা ছন্নদেশে খোঁজে ফিরছি উপমাকে ...
সেই থেকে দূরবীণে চোখ রেখে
বিকলাঙ্গ শহর পেরিয়ে খোঁজে ফিরছি চিত্রকল্পকে ...

তোমরা কি কেউ জানো, উপমা ও চিত্রকল্পের খবর?

আজ ও অতীত
বীরেন পাল

শ্রাবণের বৃষ্টিঝরা মাধুরী সন্ধ্যায়
সবুজ কাম্যক বনে গোলাপ ফুটিয়ে
আলোর স্ফুলিঙ্গ নিয়ে তুমি এলে অন্ধকার ঘরে

সহসাই
তোমার ঝংকৃত হাত স্পর্শ করে নির্ভার পাথর
নীলাভ অঙ্গ তুলে জ্বলে ওঠে ইলেক্ট্রণ কণা
প্রবাহিত হয়-
পুরনো শ্যাওলাধরা ক্ষয়িষ্ণু পাথরের
সমস্ত সত্তায়।

জানি, তোমার বুকেও জমা আছে নীল কিছু ভাষা
যা অস্থির অন্ধকারে, অন্তরালে, পসিনা ঝরায়,
আমারও ঝরেছিল একদিন
অতীতে কোনো এক চৈনিক রেস্তোরাঁয়।

ধর্মঘট
সাজ্জাদুর রহমান

কষ্টগুলো উধাও হয়ে যাবার পর
হারিকেন পার্টি শহরে নামলো খুঁজতে।
বায়ান্ন বাজার তন্ন তন্ন করে
ঘোল ঢেলে দিলো বিবর্তন স্ট্রীটে
একবারের জন্যও ধর্মঘট তুললোনা
সবচেয়ে স্থূলকায় দুঃখটি !

কিছু লোক গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে
সমস্বরে আওয়াজ তুললো
'হাতিশাল থেকে হাতি ছুটে শহর তোলপাড়
করছে। আপনারা ঘরের বাইরে আসবেন না।'
কেউ একজন গোড়ালির তল
উঁচু করে বললো-'কেনো ! কেনো' !
তারও নাকি কষ্টের খুব বেশি প্রয়োজন
কোনো এক বিস্ময় নিয়ে ঘুমিয়েছিলো পৃথিবী
সেও জেগে উঠলো ধুলোর কঙ্কাল হয়ে !

জীবন থেকে সুখ চলে গেলে কিছুই হয়না
রে পাগল কষ্ট চলে গেলে
ঋতুকালীন ক্ষণ, গণনায় থাকে উন্মাদ!

কুলপত্র জলে
কামরুজ্জামান

আমার ওফাত, ইন্তেকালে সম্ভাষণ জানাচ্ছি বন্ধুগণ
বাড়তি কিছু কুরসি পাতা হয়েছে দহলিজে অন্দরে
অন্তিম যাত্রা সাজানো গোছানো হচ্ছে বিবিধ প্রসাধনে
অসামান্য এক কবিতার শুভ্র নান্দনিক আয়োজন।
কোনো অশুচি অপবিত্রতা থাকবেনা এই বিন্যাসে
দূর দূরান্ত থেকে যারা নিকট আত্মীয় বন্ধু স্বজন
এই শুভক্ষণে শেষ শোভা যাত্রা প্রাক্কালে দুঃখ নয়...

ভালোবাসায় মুখরিত গুঞ্জরণে শুধু প্রেমই প্রয়োজন
তাঁরই প্রবল ইচ্ছায় চলেছি একমাত্র আলোরই দিকে
আমার যা ছিলো স্পর্শ সম্পর্ক সম্পদ মায়া-
অজস্র বন্ধন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা জায়া
ছিন্ন হলো জাগতিক সব যত সশব্দ বিচরণ।

এক অণু কণা বায়ু খাদ্য আলো জল-
আর অবশিষ্ট নেই যখন এই প্রাণ প্রদীপ সমীপে
বহুবর্ণ দীপ শিখা নিভে গ্যাছে জানি তখনই
কবোষ্ণ কুলপত্র জলে অন্তিম স্নান সমাপনে
নতুন কাপড় সুগন্ধি সুরভি ছড়াবে আতর লোবানে
যাত্রা শুরু হবে এখনই রোদ বৃষ্টি কিংবা ঝড়ে...

সংসার মোহ চরাচরে যা ছিলো ভুল, অন্য আচরণ
ক্ষমার মহিমা যাচি বন্ধু প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন।

সুদীর্ঘ চুম্বন
মাহফুজুর রহমান সৌরভ

বিনিদ্র মৌনতায় ছুঁয়ে যাই দেহের শিল্পনগরী
ষোলকলায় পরিপূর্ণ হোক অগোছালো বর্ণমালার কৃষ্ণপক্ষ রাত
নির্জন কোরাস খুলে অক্ষরগুলো বেরিয়ে যাক সূর্যের পাঠশালায়
যতিচিহ্নহীন ঘোরলাগা বিনিদ্র রজনী কাটুক
উত্তরাধুনিক বিশ্বায়ন ভোর।

অন্তিম রাত ছুঁয়ে যাই পৃথিবী অনুবাদে
আলোরেখার শরীরে শরীরে...
আয়ুরেখার সনদ নিয়ে
স্বপ্নগুলো দীর্ঘজীবী হোক আলোর মিছিলে
কয়েক কিসিম রাতের সুদীর্ঘ চুম্বনে
অপেক্ষামান যাবতীয় সকল আয়োজন
ফুটে উঠুক ভোরের আলপথ ধরে ধ্রুপদী সুবর্ণরেখা।

একা
আদিল মাহমুদ

আমার কোন নিঃসঙ্গতার ভয় নেই-
আমি জন্ম থেকে একা।
দাঁড়িয়ে থাকা গাছ
নির্জন নিস্তব্ধ মৌন পাহাড়
সমুদ্রের জনশূন্য নিঃশব্দ দ্বীপ
ও নিজের ছায়ার মত একা!
একদিন সবকিছু থেমে যাবে
আমি মরেও যাবো একা।
আমার কোন নিঃসঙ্গতার ভয় নেই-
হে জীবন, তুমি জানো না।

৩৫তম ফোবানা সম্মেলন ২০২১

Federation of Bangladeshi Associations in North America Inc.

35th FOBANA CONVENTION

2021, WASHINGTON, D.C.

3,4,5 September, 2021

HILTON CRYSTAL CITY ARLINGTON, VA

FOBANA

HOST COMMITTEE



Sharafat Hussain
Convener
Washington DC Convention 2021
Ph: 703-332-5189



Kabirul Islam
Member Secretary
Washington DC Convention 2021
Ph: 301-915-5534

STEERING COMMITTEE



Mohammad Hossain Khan
Chairman
Ph: 516-343-9456



Kazi Sakawat Hossain Azam
Executive Secretary
Ph: 917-783-8138



Special Celebrations

50 Years Golden Jubilee of Bangladesh

University of Dhaka 100



INTERNATIONAL PERFORMERS

TICKET

$30, $50, $100

VIP/VVIP

Call For

HOTEL & STALL

703-332-5189

301-915-5534

INVITED GUESTS:

- GOVERNOR, SENATOR, CONGRESSMAN STATE SENATOR, DELEGATE STATE & COUNTY ELECTED OFFICIAL
- INTELLECTUALS FROM BANGLADESH-US DISTINGUISHED SCHOLARS.
- MEDIA EDITORS & JOURNALIST



NORTH AMERICA PERFORMERS

Media Partners

ATN BANGLA ntv

Grand Sponsor



Platinum Sponsor



Our Media Friends

mytv | বাংলাদেশী | নবযুগ | KHABOR.COM | USA NEWS ONLINE.COM | PBC24.COM

Mainstream Presentation will Lead by ASAAL

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR ASAAL

V4GB will be Part or Our Event

VOICE FOR GLOBAL BANGLADESHIS V4GB



FASHION SHOW PERFORMERS

LIVE EVENT



Mainstream Presenter (MC)

Keep Your Eye On

FOR FOBANA 2021 INFO

Web: fobanaconvention.org

HOST ORGANIZATION

স্বদেশ SHADESH

Special Guest:
Eric Gonzalez
Brooklyn District Attorney

স্পন্সর

NY INSURANCE
MHC MARKS HOME CARE
Maimonides Medical Center
CM HASAN, MD
কর্ণফুলী ট্রাভেলস্
PEOPLE TECH
এটর্নী মঈন চৌধুরী
এটর্নী শেখ সেলিম
SASCO Tools & Rental
Hamza Auto Repair
Perry D Silver
Royal Community care
Naz Pharmacy
Island Sheet Metal
AAA Income Tax
True Care HOME HEALTH CARE ASSISTANCE
Dr. Chowdhury Hasan MD
TDS INSURANCE Life | Health | General Insurance
Akash Home Care
Radhuni Restaurant
Madhuban Restaurant
Desh Bangla Pharmacy
Abdullah Sweets & Restaurant
Janata PHARMACY
YORK HOLDING REALTY Licensed Real Estate Broker
Image Pharmacy
Liberty Renovation & Construction
H. Bruce Fischer Esq. P.C.

৬ষ্ঠ বারের মত যৌথভাবে
বাংলাদেশী-আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি (বাফ্স)
ও ৬৬ প্রিসেন্ট কমিউনিটি কাউন্সিল এর আয়োজনে

পথ মেলা ২০২১

Media Partner

ntv ATN BANGLA TiME television বাংলা পত্রিকা

তারিখ: ২২ আগষ্ট, রবিবার
স্থান: চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড, ব্রুকলীন

FOR STALL
917-854-4144
917-783-8138

মেলায় থাকছে: উত্তর আমেরিকায় ও বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পীদের পরিবেশনায় সারিগান ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের সমাহার



সবাই স্বপরিবারে আমন্ত্রিত

BANGLA CDPAP Services
BARI HOME CARE
Immigrant Elder Home Care LLC.

নিবেদক

কাজী আজম
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮
সভাপতি

শাহ নেওয়াজ
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮
আহবায়ক

মাকসুদুল হক চৌধুরী
৯১৭-৮৫৪-৪১৪৪
সাধারণ সম্পাদক

এস এম ফেরদৌস
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

রফিকুল মাওলা
৬৪৬-৬৪৩-৯৯৮৩
সদস্য সচিব

সার্বিক সহযোগিতায়: ফিরোজ আহমদ, জাহাঙ্গীর আলম, গোলাম মাহমুদ, আবুল কাশেম, তারেকচৌধুরী দীপু, আহসান উল্লাহ বাচ্চু, বখতিয়ার উদ্দিন, বদিউল আলম, মাহবুবুর রহমান, আব্দুস সালাম লাবু, আহসান উল্লাহ মামুন, মোহাম্মদ কামাল, মোঃ মুরছালীন, রিয়াজ চৌধুরী, ওমর ফারুক, আহসান হাবীব, গোলাম হায়দার মুকুট, মোহাম্মদ হায়দার, নুর মোহাম্মদ, জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী, ছালে মানিক, ছালেহ আহমেদ রুমেল, বাদল মির্জা, শাহ জাহান সাজু, শফিক ভূইয়া, আব্দুল রশিদ বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, খালেক আকন্দ, কাউছার চৌধুরী, আসিফুর রহমান, মোঃ আবু তালেব চৌধুরী চাম্পু, সেলিম চৌধুরী, আবু তাহের, রফিক উদিন, মোতাহের হোসেন, মোহাম্মদ রাজু, নিজামুল করিম শামীম, ইয়াছিন আল ফরাদ।

শাহাদাত হোসেন রাজু কর্তৃক প্রচারিত

‘বিরক্ত হয়ে শিশুটিকে খাটে আছড়ে মারি’

ওয়েছ খছরু, সিলেট থেকে: ‘বিছানায় কান্না করছিল শিশু নাবিল আহমদ। কান্না শুনে আসি। এসে তাকে কোলে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বিছানায় আছড়ে মারি। এতে সে অজ্ঞান হয়ে যায়।’ সিলেটের ছোটমনি নিবাসের শিশু নাবিল আহমদ হত্যার ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করেন ঘাতক আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা। শানবার (১৪ আগষ্ট) বিকালে সিলেটের আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় সুলতানা। এর আগে শুক্রবার (১৩ আগষ্ট) রাতে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সে একইভাবে শিশু হত্যার দায় স্বীকার করেছে। সিলেট মেট্রোপলিটন আদালত-২ এর বিচারক সাইফুর রহমানের আদালতে এ স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়। সিলেটের বাগবাড়ীস্থ ছোটোমনি নিবাসের আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা।

ওই নিবাসের ২ মাস ১১ দিন বয়সী শিশু নাবিল আহমদকে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ তাকে আটক করে। এর আগে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে পুলিশ খুনের ঘটনার সত্যতা পায়। থানায় নিয়ে এলেও আয়া সুলতানা প্রথমে পুলিশকে বিভ্রান্ত করে। পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর পর সে ওই ফুটেজে থাকা আয়া হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে।

কোতোয়ালি থানা পুলিশ জানিয়েছে, আয়া সুলতানাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসার পর শুক্রবার মামলা দায়েরের আহ্বান জানিয়ে সমাজসেবা কর্মকর্তাদের লিখিতভাবে জানানো হয়। কিন্তু সমাজসেবার কোনো কর্মকর্তাই এসে থানায় মামলা দায়ের করেননি। পরে শুক্রবার রাতে কোতোয়ালি থানা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর এসআই মাহবুব হোসেন মন্ডল বাদী হয়ে আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকাকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ জানায়, শিশু নাবিল হত্যা মামলার আসামি সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকাকে আসামি দেখিয়ে শনিবার সিলেটের আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় আদালতের কাছে সুলতানা জবানবন্দিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছে। জবানবন্দি গ্রহণ শেষে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।



গত ১২ জুন গোয়াইনঘাটের সমাজসেবা কর্মকর্তা পিতৃ-মাতৃহীন শিশু নাবিল আহমদকে সিলেটের ছোটোমনি নিবাসে পাঠিয়েছিলেন। ২২ জুলাই রাত ১১টার দিকে ছোটমনি নিবাসে শিশু নাবিল কান্নাকাটি করছিল। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দায়িত্বে থাকা আয়া সুলতানা। এ সময় সে বিরক্ত হয়ে নাবিলকে বিছানা থেকে তুলে ছুড়ে ফেলে। খাটের স্টিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় শিশুটি। এতে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপর তার মুখে বালিশচাপা দিয়ে হত্যা করে আয়া সুলতানা। ঘটনা আড়াল করতে পরদিন অসুস্থতায় নাবিলের মৃত্যু হয়েছে জানিয়ে কোতোয়ালি থানায় অপমৃত্যুর মামলা করে কর্তৃপক্ষ। ওইদিনই ময়নাতদন্তের পর শিশুটির লাশ দাফন করা হয়।

কিন্তু শিশুটির মৃত্যু নিয়ে পুলিশের সন্দেহ হয়। পরে অপমৃত্যুর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিলেটের কোতোয়ালি থানার সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুব হোসেন মন্ডল সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করলে ওই শিশুকে হত্যার দৃশ্য দেখতে পান। পরে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার আজবাহার আলী শেখের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সুলতানাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আটকের পর আয়া সুলতানা ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করে। পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর পর সে ওই ফুটেজে থাকা মহিলা নিজে বলে জানায়। এরপর পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধীরে ধীরে মুখ খোলে সুলতানা। জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশকে জানিয়েছে, ‘ঘটনার আগে কান্না করছিল শিশুটি। কান্না শুনেই তিনি তার কাছে যান। এবং তাকে কোলে তুলে খাটের ওপর আছড়ে মারেন। এরপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে অসুস্থ হয়েছে জানিয়েছে ঊর্ধ্বতনদের জানানো হয়। পরদিন হাসপাতালে নেয়া হলে শিশু নাবিল আহমদ মারা যায়। সিলেটের কোতোয়ালি থানার ওসি (তদন্ত) মো. ইয়াসিন আহমদ জানিয়েছেন, আয়া সুলতানা জবানবন্দিতে সে শিশুটিকে আছড়ে মারার কথা স্বীকার করেছে। এ কারণে তাকে শনিবার আদালতে তোলা হলে সে নিজের ইচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। ঘটনার দিন শিশু নাবিলসহ কয়েকটি শিশু কান্নাকাটি করায় সে বিরক্ত হয়ে এ কাজ করেছে বলে জানায়। তিনি জানান, মামলার তদন্তকাজ শেষ করে দ্রুত আদালতে চার্জশিট প্রদান করা হবে।

হত্যাকান্ডের স্থান পরিদর্শন: সিলেট নগরীর বাগবাড়ীস্থ ছোটমনি নিবাস কেন্দ্রের আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকার হাতে খুন হওয়া ২ মাসের শিশু নাবিল হত্যাকান্ডের স্থান পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ। শনিবার বেলা ১টায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত বাগবাড়ীস্থ ছোটমনি নিবাস কেন্দ্রে যান তিনি। এ সময় তিনি উপ-পরিচালক নিবাস চন্দ্র তাদের ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত করেন। এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ জানান, পূণ্যভূমি সিলেটে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আগস্ট মাস হচ্ছে শোকের মাস, এই মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আর এই শোকের মাসে পরিবার পরিজন ছাড়া এতিম শিশুদের দেখাশোনার জন্য সিলেটে সরকারি প্রতিষ্ঠান ছোটমনি নিবাসে এ ধরনের একটি জঘন্য হত্যাকান্ড কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

ছোটমনি নিবাস পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাবেক কাউন্সিলর জগদীশ চন্দ্র দাস, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এডিশনাল পিপি এডভোকেট সৈয়দ শামীম, ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মখলিছুর রহমান কামরান, ১০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর তারেক উদ্দিন তাজ প্রমুখ।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্‌স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place	70-17 37th Avenue
(Across the Fulton St.)	(Betw. 70 & 71st Street)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)	East Side of BQ Express Way
Brooklyn, NY 11216	Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100	Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112	Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Hosting

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: **www.sonaliexchange.com**

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



এক গানেই দরিদ্র সহদেব গোটা ভারত

(শেষের পাতার পর)

ইউটিউব, ফেসবুক কিংবা ইনস্টাপাড়ার ট্রেন্ডিং লিস্টে এক নম্বরে রয়েছে ওই গানটি। এই গানটি নাকি ২০ কোটির ওপরে মানুষ দেখেছেন, ভারতের একটি গণমাধ্যম এমনটাই জানাচ্ছিল। কিন্তু যাচাই করে দেখা গেল, বাদশার মুক্তি পাওয়া গানটি ইতিমধ্যে ছয় কোটির মতো মানুষ দেখেছেন। এ ছাড়া ইউটিউবে আনুমানিক আরো ১০ কোটির মতো এই গানের নানা ভার্সন দেখেছেন। আরো নানা মাধ্যমে হিসাব করলে হয়তো ২০ কোটি পেরিয়ে যাচ্ছে। এই সংখ্যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। অথচ বিস্ময়কর হলেও সত্য, সহদেবের বয়স মাত্র ১২।

গোটা ভারত এখন 'বাচপান কা পেয়ার' গানে মেতেছে। শুধু তাই নয়, রানু মন্ডলও চেষ্টা করেছেন এই গান কণ্ঠে তোলার। না, লাভ হয়নি সেভাবে।

'অনেকে গানটি রিপিট মোডে রেখেছেন। মিউজিক ভিডিওটিতে এই মুহূর্তে লাইকের সংখ্যা প্রায় ৪ মিলিয়ন। আট থেকে আশির মুখে মুখে ফিরছে, 'জানে মেরি জানেশন...'। বাদশার চ্যানেলে ৫৮ মিলিয়ন। মূলত সংগীতশিল্পী বাদশা সহদেবকে নিয়ে নতুন গান বানানোর পর এই ঝড় ওঠে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় বচপন কা পেয়ার গেয়ে ট্রেন্ডে গা ভাসানোর সময়ই বাদশা জানিয়েছিলেন, সহদেবের সঙ্গে এই গানের ডুয়েট গাইতে চান। সেই কথাই রেখেছেন তিনি। সহদেব দির্দো, বাদশা ছাড়াও আস্থা গিল ও রিকোর সঙ্গে রীতিমতো মিউজিক ভিডিও আকারে কার্যত নতুন মোড়কে পেশ করা হয়েছে ইন্টারনেটে জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গানটিকে।

কিন্তু কে এই সহদেব? কিভাবে এত আলোচনায়? দুই বছর আগে ২০১৯ সালে একদিন স্কুলের এক স্যার সহদেবকে বলেন, রাজস্থানের লোকসংগীত বাচপান কা পেয়ার গানটা গাইতে। সহদেব স্কুল ইউনিফর্ম পরেই গানটা গায়। আর সেই শিক্ষক সহদেবের গানটি রেকর্ডিং করেন। পরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা শেয়ারও করেন। কিন্তু গত দুই বছর এই ভিডিওটা ভাইরাল হয়নি। কিন্তু বাদশা এই গানটি মিক্স করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করতেই চারদিকে খোঁজ পড়ে যায় গানের গলা যার, সেই শিশু শিল্পী কে? যার পর খোঁজ মেলে ভারতের ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার ছিন্দগড় ব্লকের বাসিন্দা সহদেবের।

ইন্ডিয়ান আইডলে সহদেবকে নিয়ে যাওয়া হয় অতিথি করে, এমনকি ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলও টুইট করেন 'বাচপন কা পেয়ার!' যার পরে তিনি দেখাও করেন সহদেবের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সহদেব তার ভাইরাল গানটি আরো একবার গায়ও। সম্প্রতি একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা খুদে সহদেবকে একটি গাড়ি ও আর্থিক পুরস্কারও দিয়েছে। তবে তার পরেই এসেছে নতুন আরো একটি মোড়ক।

বলিউডের অন্য তারকারাও বচপন কা পেয়ার থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারছেন না। জনপ্রিয় কমেডিয়ান ভারতী সিং ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বাচপান কা পেয়ার। টেলিভিশন শো অনুপমার অভিনেত্রী রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর নিজের ভার্সনে বচপন কা পেয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। আর সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে তো গানটি নিয়ে মিমের ছড়াছড়ি। কেউ বচপন কা পেয়ার লিখে জিলিপির ছবি দিচ্ছেন। কেউ বা বচপন কা পেয়ার বলে ছোটবেলায় খাওয়ার চকোলেট ক্যান্ডির ছবি পোস্ট করছেন। সব মিলিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া এখন মেতে রয়েছে বচপন কা পেয়ার নিয়ে। অবশ্যই ছত্তিশগড়ের ছোট্ট সহদেবের জন্য।

এবার বাদশার সঙ্গে 'বচপন কা পেয়ার'-এর ডুয়েট গাইলেন সহদেব। আর বলাই বাহুল্য, নেটিজেনরা নতুন করে ফের মজেছেন যে গানে। কোটি কোটি মানুষ দেখছে, শুনছে আর মজেছে গানে।

আর এই গানটিকেও রানু মন্ডল নতুন করে বেছে নিলেও বা রানু মন্ডলকে দিয়ে গাইয়ে ইন্টারনেটে ছাড়লেও সাড়া মেলেনি তেমন।

চলো যাই যাই.....

সুইজারল্যাণ্ড (৬দিন)
মিশর (৬দিন), প্যারিস (৬ দিন)
পানামা (৫দিন), স্পেন (৬ দিন)

আমরা নায়াগ্রা ফলসে গ্রুপ ট্যুর করি।
ডিজনীল্যাণ্ড, মায়ামি বীচ, কী ওয়েষ্ট, লাস ভেগাস,
গ্রাণ্ড ক্যানিয়নসহ যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি ষ্টেটের সকল
পর্যটন কেন্দ্রে আমাদের গন্তব্য।

পিকনিকের জন্য বাস ভাড়া দিই



যোগাযোগ
বাংলা ট্যুর
ফোন: 347 280 7269
ই মেইল: banglatourus@gmail.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএলসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ চর্মরোগ ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, শ্বাইরোমেন্ট্রি, স্পেশ্যালি, টিবি টেষ্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেন 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস

170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস

40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ৎরধ ঋড়ঢ়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝাবরহধু ঝাংবেবহ,
অংড়ৎরধ, ঘঢ
ঘ ংধবরহ ঢ়ড় ৩০ অব. ঝাধারড়হ
এবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

Sultan's Dine
সুলতান ডাইন سلطان داين

বাংলা পত্রিকা 25% off
SULTAN 001
অফারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন

যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান,
ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম

অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও
শেফ-এর তত্বাবধানে পরিচালিত

সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ট্রেডিশন বোরহানি।

শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।

● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।

সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।

Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চালকর, টিটি কুকুরী ও রাজা মোরগ, বন্যি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ.

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
জোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহুর বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99
অনুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র প্রার্থী এরিক অ্যাডামসকে অ্যাসাল'র এনডোর্সমেন্ট

২ নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী করার দৃঢ় প্রত্যয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটিক মেয়র প্রার্থী এরিক লেরয় অ্যাডামসকে এনডোর্স করেছে অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল। গত ৮ আগস্ট রোববার কুইন্সে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় এক ফান্ডরেজিং সমাবেশে এ এনডোর্সমেন্ট করা হয়। আগামী ২ নভেম্বর নিউইয়র্ক সিটি মেয়র পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে সাউথ এশিয়ান-আমেরিকানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠন অ্যাসাল'র প্রতিষ্ঠাতা এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন বলেন, আগামী ২ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে এই এনডোর্সমেন্ট দক্ষিণ এশিয়ান তৃণমূল ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর একটি জোরালো প্রচেষ্টা নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, আমরা এমন একজন মেয়র প্রার্থীকে খুঁজছিলাম যিনি আমাদের দক্ষিণ এশীয়দের সমস্যাগুলো জানেন, বুঝতে পারেন, এবং ক্রমবর্ধমান কমিউনিটি হিসেবে আমাদের ব্যথা অনুভব করেন। আর তিনি হচ্ছেন ডেমোক্র্যাটিক মেয়র প্রার্থী এরিক লেরয় অ্যাডামস।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন বলেন, যুবক বয়সে অ্যাডামস পুলিশ কর্তৃক মারধরের শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পুলিশ বিভাগে যোগদান করে একজন অফিসার থেকে ক্যাপ্টেন হন। পরে শুধুমাত্র নিউইয়র্ক স্টেটের একজন সিনেটর হওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সিনেটর হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৩ সালে তিনি ব্রুকলীনের বরো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আর গত ২২ জুনের নির্বাচনে নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের জন্য ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। মাফ মিসবাহ উদ্দিন বলেন, অ্যাসাল নিউইয়র্ক সিটির ৫ টি বরোতে ৬ চ্যাপ্টারের কর্মীবাহিনী এরিক অ্যাডামসকে বিজয়ী করতে ডোর নকিং, ফোন ব্যাংকিং সহ সর্বাত্মকপ্রচেষ্টা চালাবে।



অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অ্যাসালের লাইফ মেম্বার অধ্যাপক ড. মহসিন পাটোয়ারী, ইঞ্জিনিয়ার কুমার কাঁচারলা, ডা. মুজিবুল হক, গিয়াস আহমেদ, হারজিৎ মিনহাস, কাজী ফরিদ আহমেদ, একেএম আমরান, জসিম ভূইয়া, রেজিনাল্ড রাজাকারুনা, মোহাম্মদ মজুমদার, ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার, কাজী মনির, ফখরুল আলম, শাহ নেওয়াজ, আজিজ আহমেদ, মিজানুর রহমান, জাকির হোসেন, মোহাম্মদ কে চৌধুরী, জেড মাতালন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মাফ মিসবাহ উদ্দিন আরো বলেন, আমাদের সমর্থন মানে ২ নভেম্বরে বিজয়ী হওয়া। কিন্তু মেয়র হিসেবে আমরা আশা করি তার কাজে আমাদের কমিউনিটির প্রত্যাশা প্রতিফলিত হবে। আমরা একটি নতুন কমিউনিটি, আমাদের সমস্যা অনেক কিন্তু সমাধান কম। আমাদের সেসব সমস্যা সমাধানে অবশ্যই মেয়রকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের এখন ১২ টি স্কুলে হালাল খাবারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের হালাল খাবারের প্রয়োজন নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরোর ১,২০০ স্কুলে। তিনি বলেন, আমরা দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটি এ শহরে মর্যাদা ও গর্বের সাথে বসবাসের জন্য আপনার সাহায্য চাইছি। বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, এরিক অ্যাডামস মেয়র নির্বাচিত হলে আমাদের দক্ষিণ এশীয়দের জন্য সবচেয়ে সহায়ক মেয়র হবেন। যেভাবে সমাজে ঘৃণা অপরাধের মাত্রা বেড়ে চলেছে, তার জন্য আমাদের মেয়র হিসেবে এরিক লেরয় অ্যাডামসের বড়ই প্রয়োজন, যিনি আমাদের কমিউনিটির প্রতিটি সমস্যার কথা জানেন।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন মেয়র পদে এরিক লেরয় অ্যাডামসকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে আরো বলেন, এরিক অ্যাডামসের সাথে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশী সহ দক্ষিণ এশিয়ানদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। তিনি নির্বাচিত হলে বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ানদের কল্যাণে অনেক কিছুই করতে পারবেন। আমরা জানি গত ২২ জুনের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারীর তুলনায় ২ নভেম্বরের নির্বাচন কঠিনতর হবে। রিপাবলিকান পার্টি গত ২৮ বছরের মধ্যে ২০ বছরই নিউইয়র্ক সিটি শাসন করেছে। বড় জয় পেতে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে জেতার জন্য অ্যাসালের লাইফ মেম্বার, চ্যাপ্টার লিডার, ডেডিকেটেড মেম্বার, স্বেচ্ছাসেবক সহ সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।





বেলমন্ট পার্কে বাকা'র বর্ণাঢ্য বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়শনের বার্ষিক বনভোজন গত পহেলা অগাস্ট লং আইল্যান্ডের নয়নাভিরাম বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, কানেকটিকাট, পেনসেলভেনিয়া থেকে আগত বিপুল সংখ্যক অথিতিদের সরব উপস্থিতি, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, অকৃত্রিম বিনোদন এবং সুস্বাদু খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে বনভোজন স্থল পরিণত হয়েছিল এক প্রাণচঞ্চল মিলন মেলায়।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীর সঞ্চালনায় বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু। এসময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি ও বনভোজন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক লোকমান হোসেন লুকু।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সংগঠনের অর্থ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেলের তত্ত্বাবধানে এবং প্রচার সম্পাদক ও বনভোজন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব সোহেল আহমদ, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও বনভোজন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ এ রনির পরিচালনায় শুরু হq খেলাধুলা পর্ব। শিশু কিশোর, পুরুষ মহিলাদের স্বস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার মাধ্যমে এ পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবারের মাধ্যমে আপ্যয়ন পর্ব। এ পর্বের তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম আহবায়ক ও বনভোজন প্রস্তুতি কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহ কামাল উদ্দিন এবং প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম।



আপ্যয়ন পর্বের পর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীর স্ত্রী সালমা চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় বনভোজনে আগত বিভিন্ন দম্পতিদের অংগ্রহণে টিপ পড়ানো পর্ব। আকর্ষণীয় এ পর্ব ছিল খুবই উপভোগ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

শেষ পর্বে ছিল র ্যাফেল ড্র এবং পুরস্কার বিতরণী। এ পর্বের শুরুতে আগত অথিতিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন জামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেন, কাওছারুজ্জা মান কয়েছ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবু সাঈদ আহমেদ, জাহাঙ্গীর আহমদ, হৃদয়ে বাংলাদেশের সভাপতি সাইদুর রহমান লিঙ্কন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, বিশ্বনাথ সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি সেবুল খান মাহবুব, বৃহত্তর জৈন্তা ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা রশিদ আহমদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট ও ব্যবসায়ী জে মোল্লা সানি, বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সদস্য মাহবুবুর জুয়েল, কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউজার্সীর সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোদাব্বির চৌধুরী সোলেমান, সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দিপু, ওসমানীনগর এসোসিয়েশন অব ইউএসএর সভাপতি বশির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএর সহ সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, শ্রীমঙ্গল সমিতির সভাপতি মামুনুর রসীদ চৌধুরী শিপু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জাবেদ আহমেদ, পুলিশ অফিসার বদরুল ইসলাম প্রমুখ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি মোহাম্মদ সাদি মিন্টু, আহমদ ফয়ছল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির শামীম, মাকসুদা আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মুমিত তানিম, সাহিত্য সম্পাদক কবি হাবিব ফয়েজি, স্কুল শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সালমা সুমি, ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন সম্পাদক হেলাল আহমদ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে আহবাব চৌধুরী খোকন অতিথিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভবিষ্যতে এ রকম আয়োজনে সবার অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা কামনা করে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্কে প্রদর্শিত হলো মাওলানা ইসমাইলের ক্যালিগ্রাফি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বছরখানেক আগে বিয়ে করেছেন ইসমাইল হোসাইন ও ফাহিমা। রাজধানীর ধানমন্ডি'র ১৯ নম্বরে ছোট সংসার পেতেছেন তারা। তবে ছোট বাসার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আঁকাআঁকির বিভিন্ন আকৃতির ফ্রেম ও রংতুলি। আছে রঙের ছোপ ছোপ দাগও। এসব প্রস্তুত করা হয়েছে আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি আঁকার জন্য। এর মধ্যে কোনোটি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রস্তুত, আবার কোনোটিতে মাত্র শুরু করা হয়েছে আঁকার কাজ। ইসমাইল জানালেন, তার নেশা ও পেশা ক্যালিগ্রাফি বা অক্ষর শিল্প।

ইসমাইল হোসাইন রাজধানীর ফরিদাবাদ মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) শেষ করেছেন। শৈশব থেকেই আঁকাআঁকি ভীষণ পছন্দ তার। ১২ বছর বয়সে যখন মাদরাসায় হিফজ পড়েন, তখন থেকেই অবসর সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যাংকের ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতেন। তাতে যে আরবি ক্যালিগ্রাফি থাকতো সেগুলো দেখে নিজে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করতেন। এভাবেই ক্যালিগ্রাফিকে নিজের সাথে জড়িয়ে নেন তিনি।

আরবির প্রতি ছোট বয়স থেকেই ভিন্নরকম আগ্রহ ছিল তার। পেন্সিলে মাদরাসার নাম, বইয়ের নাম ও সহপাঠীদের নাম লিখতেন। ২০১৪ সালের শেষ দিকে আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন হাউস 'গালা'তে যাতায়াতের সূত্রে পরিচয় হয় দেশের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার মাহবুব মুর্শিদের সাথে। সুযোগ পেলেই তার ক্যালিগ্রাফি আঁকা দেখার জন্য ছুটে যেতেন ইসমাইল। এরপর ২০১৯ সালে পড়াশোনা শেষে ভর্তি হয়ে যান মাহবুব মুর্শিদের কোর্সে।

মাহবুব মুর্শিদের কোর্সই তাকে পুরোপুরি ক্যালিগ্রাফির পথে নিয়ে আসে বলে জানান ইসমাইল। এখন তার আঁকা ক্যালিগ্রাফি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হচ্ছে। ইসমাইল জানান, এগুলো প্রত্যাশিত দামে কিনেও নিচ্ছেন অনেকে।

নিউইয়র্ক ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী ২০২১ সালে মাওলানা ইসমাইলের আঁকা ক্যালিগ্রাফি জায়গা করে নিয়েছে। এ ছাড়াও ২০১৮ সালে টুকি-টাকি আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট এক্সিবিশন, ২০১৯ সালে টুকি-টাকি আর্ট ও ক্রাফট প্রদর্শনী, ২০২০ সালে ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ডে অফ আর্ট ক্যালিগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী ২০২০ এবং ঢাকা ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে ইসমাইলের আঁকা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। এমনকি ২০২০-২১ বঙ্গবন্ধু ইয়্যুথ আর্ট কম্পিটিশনে টপ টেনে জায়গা পান তিনি।



ইসমাইল বলেন, ক্যালিগ্রাফিতে আমার সবচেয়ে বড় অর্জন মানুষের ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা। কেউ আমার কাজ দেখে বা চিনে এ কারণে নয়, সবাই আমার কাজ দেখে আমাকে ভালোবাসছে এতেই আমার তৃপ্তি।

ক্যালিগ্রাফি একটা সম্ভাবনাময় শিল্প উল্লেখ করে ইসমাইল বলেন, আমাদের দেশে আরবি ক্যালিগ্রাফি অন্যান্য দেশের মতো এখনো সেভাবে তার নিজস্ব অবস্থান তৈরি করতে না পারলেও ধীরে ধীরে এই শিল্পের কদর বাড়ছে। মাহবুব মুর্শিদের চেষ্টায় এখন তা অনেকদূর এগিয়ে গেছে বলেও দাবি তার।

এই শিল্পকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের পাশাপাশি সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন তিনি। ইসমাইল বলেন, পেশা হিসেবে আমরা যারা ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিংকে বেছে নিয়েছি, একমাত্র তারাই জানি এ কাজে আমাদের দেশে মাহবুব মুর্শিদের অবদান কত বেশি। তাকে সরকারিভাবে যথার্থ মূল্যায়ন করা উচিত।









আনন্দঘন পরিবেশে টাঙ্গাইল সোসাইটির বনভোজন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র বনভোজন আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ১৮ বছর ধরে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত টাঙ্গাইলবাসীদের বনভোজন অনুষ্ঠিত হলেও মহমারী করোনার কারণে গত বছর বনভোজন আয়োজিত না হলেও এবছর সীমিত আকারে এবারের বনভোজন আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

প্রকৃতিক সৌন্দর্য আর সী বীচে ঘেরা সানকিন মেডো ষ্টেট পার্কের ইষ্ট অর্কিড প্যাভেলিয়নে গত ০১ আগষ্ট রোববার আয়োজিত বনভোজনে তিন শতাধিক টাঙ্গাইলবাসী সপরিবারে অংশ নেন বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য জেলাবাসীও এই বনভোজনে অংশ নেন। এবারের বনভোজনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান থেকে আগত টাঙ্গাইলেল একটি পরিবারও অংশ নেন বলে সংশ্লিষ্টরা বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান। দিনব্যাপী আয়োজিত বনভোজনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো আড্ডা, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন খেলাধুলা, পুরুষদের ফুটবল আর মহিলাদের মিউজিক্যাল পিলো আর সাগর রেষ্টুরেন্টের মুরোচক দেশীয় খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজ। আরো ছিলো যেমন খুশি তেমন সাজো সহ আকর্ষনীয় র‍্যাফল ড্র ও সঙ্গীতানুষ্ঠান।

বনভোজন স্থলে সকালের নাস্তা শেষে একদিকে চলে আড্ডা, অন্যদিকে চলে বিভিন্ন ক্রিড়া প্রতিযোগিতা। প্যাভেলিয়ন সংলগ্ন সবুজ চত্তরে আয়োজিত নানান খেলাধুলার প্রতিযোগিতাগুলো ছিলো আকর্ষনীয়। তবে পুরুষদের ফুটবল খেলা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় খেলাটি ১-১ গোলে ড্র হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে টাইব্রেকারে খেলার ফলাফর নির্ধারিত হয়। এতে গ্রীন দল ৩-২ গোলে হলুদ দলকে পরাজিত করে। এই মাঝে কেউ কেউ বনভোজন স্থলের অদূরেই বীচ ঘুরে বেড়ান। সন্ধ্যায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী বীচ ভ্রমণ করে।

দুপুরের খাবার গ্রহণের পর শুরু হয় সঙ্গীত আর র‍্যাফল ড্র আর মহিলাদের মিউজিক্যাল পিলো। সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নেন মহিলাদের মিউজিক্যাল পিলো-তে। এছাড়াও যেমন খুশী তেমন সাজোতে নতুন প্রজন্মের সাজে ফুটে উঠে একাত্তুরের মুক্তিযোদ্ধা, বাংলার নারী প্রভৃতি। সঙ্গীতানুষ্ঠানে জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন ঢাকা ও রাজশাহী বেতারের শিল্পী বেলাল ও প্রবাসী শিল্পী নূরুজ্জামান লাল্টু। র‍্যাফল ড্র'র বিশেষ আকর্ষন প্রথম পুরষ্কার স্বর্ণের হার ছাড়াও ছিলো নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক এয়ার টিকেট ও এলএডিডি টিভি সহ ১০টি আকর্ষনীয় পুরষ্কার।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পযায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন টাঙ্গাইল সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি যথাক্রমে দেওয়ান আমিনুর রহমান, শামসুজ্জামান খান, খন্দকার মাহবুব হোসেন ও মিজানুর রহমান খান আপেল, সাবেক আহ্বায়ক আশরাফুল আলম জঙ্গী প্রমুখ সহ আমন্ত্রিত অতিথি নিউইয়র্কের মাইকেল গেসি ল ফার্মের মোহাম্মদ জামান ও মোহাম্মদ জিয়া।



বনভোজন অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট বক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাওসার মন্টু, সঙ্গীত শিল্পী স্বপ্না কাউসার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে শেখ কামাল এর ৭২তম জন্মবার্ষিকী পালন



নিউইয়র্ক: যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল গত ৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শহীদ শেখ কামাল এর ৭২তম জন্মবার্ষিকী পালন করে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামাল এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা এবং কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্যসহ সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে শহীদ শেখ কামাল এর উপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনসাল জেনারেল শোকাবাহ আগস্ট-এ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শেখ কামাল এর জীবন সম্বন্ধে আলোচনাকালে কনসাল জেনারেল বলেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে তিনি ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় উৎসাহিত করার মাধ্যমে যুবসমাজকে সঠিকপথে পরিচালনার জন্য তিনি অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। কনসাল জেনারেল আরো বলেন, বহুগুণের অধিকারী শেখ কামালের কর্মময় জীবন ও আদর্শ সবসময় আমাদের কাছে বিশেষ করে যুবসমাজের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। শহীদ শেখ কামালকে একজন পরিপূর্ণ আলোকিত মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল শেখ কামালের কর্মময় জীবন ও বাংলাদেশের ক্রীড়া, শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করার জন্য সকলকে আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের আলবেনীতে বসবাসরত শহীদ শেখ কামাল এর স্ত্রী শহিদ সুলতানা কামালের বড় বোন মিসেস খালেদা রহমান অনলাইনে যোগ দেন এবং মর্মস্পর্শী স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কনসাল জেনারেল খালেদা রহমানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিউইয়র্কে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস এর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে এই দিনটি পালন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্কে ভাওয়াইয়া উৎসব ১০ অক্টোবর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আবাহমান বাংলার সঙ্গীত ধারায় লোক গান একটি অন্যন্য সঙ্গীত ধারা। প্রেম বিরহ আনন্দ বেদনার প্রতিধ্বনি এ গানে বিরাজমান। যুগ যুগ ধরে সঙ্গীত প্রেমীদের চিত্তে লোক গান আজো অম্লান। আর সেই গান প্রবাস বুকে আয়োজনে আয়োজকবৃন্দের ভূমিকা প্রশংসীত। বিগত ২০ বৎসর ধরে আন্তর্জাতিক লোক সঙ্গীত সম্মেলন কমিটি নর্থ আমেরিকায় লোক গানের উৎসব প্রাবসীদের উপহার দিয়ে আসছে। তাদের এবারের আয়োজন ভাওয়াইয়া উৎসব এবং পথ মেলা ২০২১।



আগামী ১০ অক্টোবর কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে আয়োজনের প্রস্তুত এগিয়ে চলেছে। কাব্য জলসা, পুথি পাঠের আসর, সেমিনার, সুভেনিয়র, লোক নৃত্য, ভাওয়াইয়া গানে নতুন প্রজন্মদের অংশগ্রহণ বিরাজমান। যা প্রবাসে একটি আলোকিত উৎসব হিসেবে পরিগণিত হবে। উৎসবটি সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। উৎসবে সহযোগী সংগঠন হিসেবে নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাব বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উৎসব আয়োজনের সফলতার লক্ষে গত ১০ আগষ্ট মঙ্গলবার পালকি পার্টি সেন্টারে সম্মেলন কমিটির প্রস্তুতি সভা নব নির্বাচিত আহবায়ক কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

জাবি এলামনাই অব আমেরিকা'র বৃষ্টিস্নাত চড়ুইভাতি অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র বার্ষিক বনভোজন চড়ুইভাতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্ক শহরের অদুরে লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে এই চড়ুইভাতির আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই বৃষ্টির পূর্বাভাস সকলকে চিন্তায় ফেলে দিলেও কাউকে দমাতে পারেনি।

বৃষ্টি চুড়ুইভাতি-কে কঠিন করে তুলেছিল কিন্তু নিবৃত্ত করতে পারেনি জাবিয়ানদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার কারণে। একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা। বৃষ্টিস্নাত পিকনিক হয়তো জীবনে আরেকটি বার নাও আসতে পারে তাই চেষ্টায় কোন ঘাটতি ছিল না। লক্ষণীয় বিষয় খাবারের মান খুব ভালো ছিল। যার কৃতিত্ব ৩২ ব্যাচের পাপ্পু এবং ৩৪ ব্যাচের জহিরের। তাদেরকে সহযোগীতা করেছেন ৩২ ব্যাচের সিব্বির আহমেদ উৎপল। বাচ্চাদের ও বড়দের ইভেন্টগুলো ছিল ব্যতিক্রমী। প্রথম ব্যাচের একরামুল করিম এবং সিরাজুল ইসলাম থেকে শুরু করে ৩৮ ব্যাচের রুমানাসহ প্রায় ৫০ জন জাবিয়ান ও তাদের পরিবারসহ শতাধিক উপস্থিতি এই আয়োজনকে সাফল্য মন্ডিত করেছে।

আয়োজন সফল করতে পিকনিক কমিটি অক্লান্ত শ্রম দিয়েছে। বিশেষ করে বলতে হয় রাবেয়া ও ফয়সালের দম্পতির কথা; সকালের নাস্তার দায়িত্বে ছিল বলেই তারা সবার আগে নাস্তা সমেত ভেনুতে গিয়ে উপস্থিত। এবং সারাদিন বৃষ্টিত ভিজে আয়োজনকে সফল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

শমিত মন্ডল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সব কিছুর সমন্বয় সাধন করেছেন। দুপুরের খাবারের দায়িত্ব পাপ্পু সুচারুভাবে পালন করেছে জহিরের সহযোগীতায় সভাপতি মেহের কবীর এবং সাধারণ সম্পাদক লিটু আনামের পক্ষ থেকে আস্ত খাসি বিবিকিউ দুপুরের খাবারে নতুন মাত্রা যোগ করে। শামীম, নবনী ও শাহরিয়ার ইভেন্ট গুলোতে নতুনত্ব এনেছে যা প্রণিধান যোগ্য। নাসিবের ব্যান্ড দলের পরিবেশনা সকলকে আনন্দ দিয়েছে। প্রতিবারের মতো নবনীর আম ভর্তা ছিল অত্যন্ত মজাদায়ক। সাঝবেলায় রাশা-শ্যামলী দম্পতির চা ছিল ক্লান্তি দুর করার মহৌষধ। দিন শেষে প্রানবন্ত লটারী এই আয়োজনকে পূর্ণতা প্রদান ও সমাপ্তি ঘোষনা করে। প্রশান্ত মল্লিক অয়ন বার্বিকিউয়ে নিউ সেনসেশন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।











জমজমাট আয়োজনে 'কুইন বীস'র সামার গেট-টুগেদার

আশরাফুল আলম মিহির: নিউইর্য়কের কুইন্সের আগ্রা প্যালেস ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হলে স্যোশাল মিডিয়া- ফেসবুকের 'কুইন বীস' নামক গ্রুপের সদস্যদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সামার গেট-টুগেদার। গত ১৩ আগষ্ট শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিউইর্য়ক ছাড়াও আশেপাশের ষ্টেট থেকে আগত সব সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। এটা ছিলো তাদের প্রথম আয়োজন।

আনিকা ও ন্যান্সির উপস্থাপনায় আয়োজনের প্রথমেই 'কুইন বীস' এর সব এডমিন- রুমা আহমেদ, নীহা বেবু, তানসুরা হাসি, জুই আহসান ও আনিকা তাসনিমকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এডমিনরা সবাই একসাথে কেক কাটার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এডমিনদের পক্ষ থেকে আনিকা তাসনিম জানান, কোভিডের কারণে দীর্ঘদিন অনেকের সাথে দেখা না হওয়ায় এবং ঈদে সবার সাথে মিলিত হতে না পারার কারনে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা সবাই একত্রিত হয়েছেন।

র‍্যাম্প শো এর মাধ্যমে প্রতিটি সদস্য নিজেদের উপস্থিতি জানান দেন। এরপর আয়োজনে অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমদাদ সুপার মার্কেটে এন্ড কনস্ট্রাকশন এর এমদাদ ও নীহা লাবন্য, একাউন্টিং ক্রীনড ইনক্ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জহিরুল আলম, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট আমিরুল ইসলাম এবং নুসরাত ডিজেয়ার এনপি কালেকশন এর নুসরাত আয়েশা। তারা সবাই সুন্দর এই আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। এই জাতীয় প্রোগ্রাম আরো বেশী বেশী করার আহবান জানানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে কুইন বীস-এর যেকোন কার্যক্রমে পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন নিমা, নিকি, সারাহ্, সুরভী ও দীনা আদনান। সুন্দর নৃত্য পরিবেশনের জন্য নিমা ও দীনা আদনান পুরস্কৃত হন। আগত অতিথিদের মধ্যে সুন্দর সাজ সজ্জার জন্য তানজীন সুহানাকে পুরস্কৃত করা হয়। ফ্যাশন শো ও টিকটক প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হন- মোহনা সাইদ ও জান্নাত রাশেদ। এছাড়াও র‍্যাফেল ড্র পর্বে বিজয়ীরা হলেন: ১ম পুরস্কার- তানসুরা হাসি, ২য় পুরস্কার- শাম্মী হোসাইন, ৩য় পুরস্কার- নূরুল আজিম, ৪র্থ পুরস্কার- নুসরাত আয়েশা, ৫ম পুরস্কার- মো: লিটন, ৬ষ্ঠ পুরস্কার- লিয়ানা সজীব এবং ৭ম পুরস্কার- দোলন সোনিয়া।

ডিনারের পর, সাংস্কৃতিক পর্বে নিউইয়র্কের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ ২০১১ চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণা তিথির গান পরিবেশন করেন, আর বুষ্ট মিউজিক এন্টারটেইনমেন্ট এর শুভর, ডিজে পরিবেশনার সাথে সাথে সবাই আসন ছেড়ে নাচতে শুরু করেন। একের পর এক চমৎকার পরিবেশনায় অনুষ্ঠানকে আরো জমিয়ে তুলেন।

সকল সদস্যদের স্বত:ফূর্ত অংশগ্রহনে এই আয়োজন স্বার্থক হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা, তারা উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন ভবিষ্যতে আরো অনেক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা তাদের আছে, সবাইকে পাশে থেকে সহযোগীতার অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ১২ পর্যন্ত চলে।

এই আয়োজনের সহযোগিতায় ছিলেন- এমদাদ সুপার মার্কেটে এন্ড কনস্ট্রাকশনের এমদাদ ও নীহা লাবন্য, একাউন্টিং ক্রীনড ইনক্ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জহিরুল আলম, গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের শাহ-নেওয়াজ, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট আমিরুল ইসলাম, নুসরাত ডিজেয়ার এনপি কালেকশনের নুসরাত আয়েশা, স্টাইল উইদ ইনকের সুমারা রুমি, এরিস বুটিকের ফাহমিদা আফরোজ, দোয়া জুয়েলস-এর দীনা আদনান, জেরিন ক্লোজেট ইনক এর ফারজানা কবির, উমা বুটিকের রুকসার জামান, ড্রেসলীর রাজিয়া হ্যাপি, ড্রেসি ডেল এর ইভানা আহমেদ, আরজে দেশী কালেকশন এর মাহমুদা ইয়াসমিন জলি, মৌ জুয়েলারী, ওয়াও ডিজাইনার স্টুডিও এর সাদিয়া লিয়া, সুলতান ক্লোজেট ইউএসএ এর পারভীন সুলতানা, অনলাইন দেশী ক্লথস-এর পপি, হ্যান্ডিপিকড বাই হাকিমুন ইউএসএ এর হাকিমুন নাহার, রুকসানাস্ হালাল ডিলাইটস্ এর রুকসানা চৌধুরী, ডেকোর এর ফিরোজ আখতার এবং এলিগেন্ট কালেকশন বাই নীহা ইউএসএ এর নীহা বেবু।

উল্লেখ্য, গত ২০১৯ সালের ৮ নভেম্বর এই পেইজ স্যোশাল মিডিয়ার ফেসবুকে আত্মপ্রকাশ করে।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates · السعودية SAUDIA · الإتحاد ETIHAD AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Board certified in Internal Medicine
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Cardiology
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"



যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO

Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

মেসির বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সির মালিক

(শেষের পাতার পর)॥

নম্বরটাও যুক্ত হয়ে গিয়েছিল লিওনেল মেসির। 'এলএমটেন' একটি ব্র্যান্ড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেসব এখন অতীত। লিওনেল মেসি এখন পিএসজির। সেখানে তার জার্সি নম্বর ৩০। বন্ধু নেইমার নিজের ১০ নম্বর জার্সিটা দিতে চাইলেও মেসি নেননি। পিএসজির ১০ নম্বর নেইমারেরই আছে। কিন্তু বার্সার ১০ নম্বর জার্সির কী হবে?

মেসিভক্তদের দাবি, প্রিয় তারকার জার্সিটা বার্সা যেন অবসরে পাঠিয়ে দেয়। যেমন কিংবদন্তি দিয়াগো ম্যারাডোনার ১০ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠিয়েছিল ইতালির ক্লাব নাপোলি। কিন্তু লিগের নিয়মের কারণে আবারও সেটা ফেরত আনা হয়। বার্সাও তাই মেসির জার্সিটা অবসরে পাঠাতে পারছে না। এখন প্রশ্ন উঠেছে, বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সি তাহলে কার গায়ে চাপতে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের জবাবে রোববার বিকাল থেকে নাম শোনা যাচ্ছে ব্রাজিলিয়ান তারকা ফিলিপে কুতিনহোর। এই নম্বরটা পাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল তরুণ ফরোয়ার্ড রেই মানাজের। কিন্তু রোববার নিবন্ধন শেষে বার্সা টুইট করে জানায় যে, মানাজকে ১৪ নম্বর জার্সি দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে, ১০ নম্বর কি কুতিনহো পাচ্ছেন? কারণ গত মৌসুমে কুতিনহোর জার্সি নম্বর ছিল ১৪! বর্তমানে ইনজুরিতে মাঠের বাইরে থাকা কুতিনহো লিভারপুলে ১০ নম্বর জার্সি পরতেন। মেসি চলে যাওয়ায় এখন বার্সায় প্লেমেকার হিসেবে তার পারফর্ম করার সুযোগ আরো বেড়ে গেছে। তাই স্প্যানিশ ফুটবল পত্রিকা 'মার্কা' বলছে, কুতিনহোই ১০ নম্বর জার্সি পেতে যাচ্ছেন। যদিও ৩১ আগস্ট পর্যন্ড় জার্সি অদল-বদল হওয়ার সুযোগ আছে। সে ক্ষেত্রে কুতিনহো ১৪ নম্বর জার্সিও ফেরত পেতে পারেন।

রক্তসঞ্চালনে নামাজের

(শেষের পাতার পর)

করা। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের বহু গবেষণায় প্রমাণিত যে মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে নামাজ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সুস্থ থাকতে শরীরবিদরা যেসব অনুশীলন দিয়ে থাকে তার সঙ্গে নামাজের ধারণাগত মিল পাওয়া যায়। নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিজদা। সিজদা অবস্থায় হৃদয়ের ডান কোষ থেকে ফুসফুসে আর বাম কোষ থেকে মস্তিষ্কে এবং হৃৎপিন্ডের পেশিতে 'অরটার'-এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে রক্ত সঞ্চালন হয়। সিজদার সময় হৃদয় তার নিয়মিত কার্যক্রমে কিছুটা স্বস্তি পায়, যেভাবে মানুষ ওপর থেকে নিচে নেমে স্বস্তি পায়। সিজদা ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় হৃদয় এমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। কেননা হৃদয়ের নিচু স্তরের অঙ্গগুলো যথা- কিডনি, ডিম্বাশয়, অন্ডকোষ, লিভার, অন্ত্রসহ অন্যান্য অঙ্গ সিজদা অবস্থায় হৃদয়ের ওপরে চলে যায়।

এ অবস্থায় ওই সব অঙ্গে থাকা দূষিত রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে হৃদয়ের ডান কোষে চলে যায়। সিজদা অবস্থায় একটি ভ্যাকুয়াম বায়ূ চাপ হয়, যা দ্বারা পা ও শরীরের সব নিচের অঙ্গ থেকে রক্ত হৃদয়ের দিকে যাওয়া শুরু করে। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক অবস্থায় পা ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ডে রক্ত ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই একবাক্যে বলা যায়, নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সিজদা ও কুয়ুদ (বসা) হৃৎপিন্ড থেকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ডে রক্ত প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভেরিকোস ভেইনের ফলে হাত ও পায়ের শিরাগুলো গিঁট পাকানোর মতো হয়ে ফুলে ওঠে। এই ফুলে ওঠা শিরা ত্বকের ঠিক নিচেই দেখা যায়। এ অবস্থায় শিরাগুলো গাঢ় বেগুনি বা নীলাভ রঙের হয়ে ওঠে। এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ওপরের দিকে না উঠে ধমনিতে রক্তের দীর্ঘক্ষণ অবস্থান। ফলে অরটারের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহের যে ভারসাম্য তা নষ্ট হয়ে যায়। দুই সিজদার মধ্যবর্তী ও তাশাহুদে বসার সময় হাঁটু বাঁকানোর ফলে পা ও উরু মিলে যাওয়ায় পায়ের পেশি শক্ত হয়ে চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপের ফলে পায়ে জমে থাকা রক্ত হৃৎপিন্ডে ওঠে যায়। মানুষের হাঁটা, দৌড়ানো ও শারীরিক ব্যায়ামের সময় মাংসপেশিগুলোর নড়াচড়ার চাপে রক্ত ওপরের দিকে সঞ্চারিত হয় এবং হৃৎপিন্ডকে নতুন করে গতিময় করে। তাই এই অঙ্গগুলোকে সেকেন্ডারি এক্সটারনাল হার্ট বলা হয়। তবে শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে তৈরি চাপ দুই সিজদার মধ্যবর্তী ও তাশাহুদে বসার ফলে তৈরি চাপের মতো তীব্র নয়- তাও মেডিক্যাল সায়েন্সে প্রমাণিত। এই হিসেবে নামাজের সময় বসাকেও সেকেন্ডারি এক্সটারনাল হার্ট বলতে পারি আমরা। নামাজের সব অবস্থা যথা- দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা ও বসা রক্ত চলাচলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রুকু ও সিজদা হৃৎপিন্ড থেকে খাদ্য ও বায়ুসমৃদ্ধ রক্ত শরীরের সব অংশে পৌঁছাতে এবং হৃদয় ও ফুসফুসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাধ্যমে সব অঙ্গ থেকে দূষিত রক্ত ফেরাতে সাহায্য করে।

সিজদার সময় মুসলিদের অবস্থার মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বুকের কষ্ট, হতাশা ও চাপ দূর করার জন্য বসার মতো। কেননা এই 'সিজদা' অবস্থায় মস্তিষ্ক এবং ফুসফুসে অক্সিজেনে মিশ্রিত রক্তের তুলনামূলক তীব্র প্রবাহের ফলে তাদের পরিশ্রান্ত হৃদয়ের চাপ কমাতে সাহায্য করে। ফলে কিছুক্ষণ পর প্রফুল্ল অবস্থায় তাদের মাঠে সক্রিয় হতে দেখা যায়। এ অবস্থায় অল্পক্ষণ থাকার ফলে তাদের হৃদয় সতেজ ও চাপমুক্ত হয়, শরীর শীতল ও ভারমুক্ত হয়। নিরপেক্ষ আধুনিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করবে যে রক্ত সঞ্চালনে, হৃদযন্ত্রের প্রচন্ড চাপ কমাতে, মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সতেজ রাখতে নামাজ অকল্পনীয় ভূমিকা রাখে।

'ইজাজুল কোরআন ওয়াস-সুন্নাহ'-ওয়েব পেইজ অবলম্বনে।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration



আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।

নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সেড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

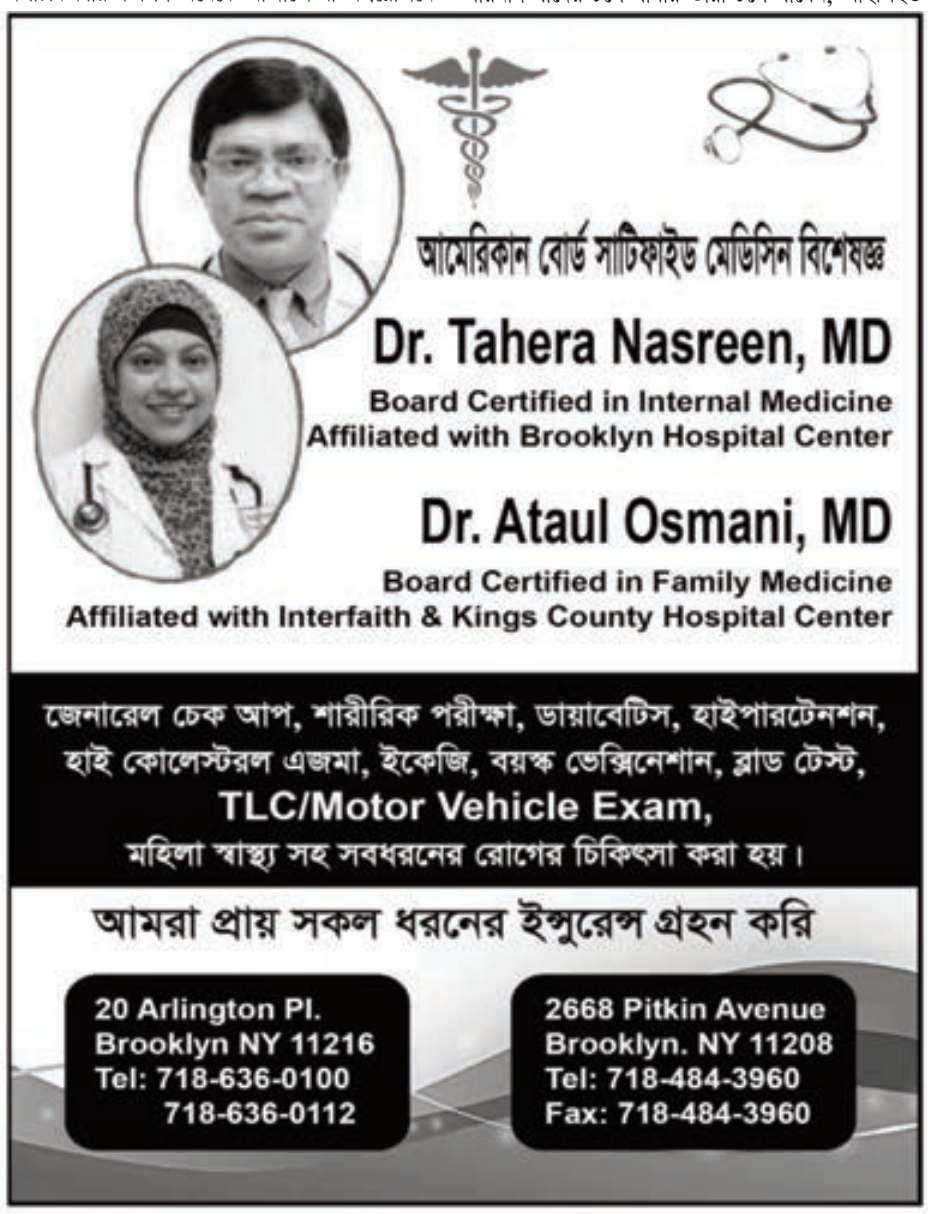
গুডবাই লকডাউন!

(শেষের পাতার পর)

দিনের পর দিন এক ঘরে এক বাসায় গাদাগাদি করে বসবাস করায় করোনা একজন থেকে পরিবারের সবার মধ্যে ছড়িয়েছে। সংক্রমণের যে উদ্বেগজনক হার তার জন্য তথাকথিত লকডাউন অনেকাংশে দায়ী বলে আমি মনে করি। দুই সপ্তাহ ধরে মৃত্যুর নুতন নতুন রেকর্ড তৈরী হচ্ছে। সরকারি হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যার ব্যাপারে তথ্যাভিজ্ঞরা বরাবরই বলে আসছেন এই হিসাবই একমাত্র হিসাব নয়, এর বাইরেও যারা পরীক্ষা করান নাই, হাসপাতালে যান নাই বা উপসর্গ নিয়ে মৃ তুবরন করেছেন তাদের সংখ্যাও প্রায় সমান। মফস্বল বা গ্রাম এলাকায় প্রায় বাড়ীতে সংক্রমণ। আমি কিছু খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি কোথাও কোথাও গণহারে। অনেকে এই সংক্রমণকে করোনা মানতে নারাজ। তাদের কাছে এটা সর্দি-জ্বর। অনেকে প্রাথমিক চিকিৎসায় ভাল হয়ে যাচ্ছেন। যাদের ইমিউন শক্তিশালী বা দেহে এন্টিবডি তৈরী হয়ে আছে তারা খুব একটা মালুম করতে পারছেন না। সামাল দিতে পারছেন না বেশী বয়স্ক এবং আগে থেকেই নানা জটীল রোগে যারা ভুগছেন।

আমাদের দেশে অধিকাংশ জটীল রোগ ডাক্তারদের ভুল, অতি বা অপচিকিৎসার ফসল। অনেকে আন্দাজে বা অপ্রয়োজনে গাদাগাদা অষুধ খাইয়ে কিডনীর বারোটা বাজিয়ে দেন, কেউ শুধু টাকার জন্য হার্টে কাঁচি চালিয়ে যন্ত্রটাকে পঙ্গু বানিয়ে দেন। এইসব রোগীরা শেষ ভরষা হিসেবে বিদেশী ডাক্তারদের দ্বারস্ড় হন। যাদের টাকা আছে তারা ব্যাংকক সিঙ্গাপুরে, যাদের সে সামর্থ্য নাই অল্প খরচে ভারতে গিয়ে ডাক্তার দেখান। বিশেষ ব্যবস্থায় অতি জরুরী অল্প কিছু ছাড়া গত দেড় বছর এইসব রোগীরা ভারতে যেতে পারেন নাই। অনেকের সার্জারির শিডিউল ছিল, 'এই ভিসা খুলবে' আশায় দিন গুনেছেন। যারা ভারতীয় মেডিসিন খেয়ে এসেছেন অনেক আগেই স্টক শেষ। এখন অনলাইনে এ্যাডভাইস নিয়ে স্থানীয় বাজার থেকে কিনে খাচ্ছেন। অনেকের স্যুট করছে কারও কারও করছে না। দেশেও অনেকে করোনার কারনে সময়মত নির্দ্ধারিত সার্জারিগুলো করান নেই। এই ধরনের রোগীদের অবস্থা এমনিতেই সংকটজনক, করোনায় আক্রান্ত হলে এরা আর সামাল দিতে পারছেন না। ফুসফুস ২০ পার্সেন্ট ড্যামেজ হলেই কিডনী নন ফাংশনিং হয়ে যাচ্ছে, লাঞ্চে পানি এসে হার্ট এ্যাটাকের কারন ঘটাচ্ছে। এই মৃ ত্যুগুলো অনিবার্য। এটা শুধু আমাদের দেশে না ইওরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশগুলোয়ও ঘটছে। বেশী বয়স্ক এবং জটীল রোগীরা সার্ভাইভ করতে পারছেন না। আমাদের এখানে আরও কিছুদিন এই অবস্থা বিরাজ করবে বলে আমার ধারনা। যাদের চলে যাবার তারা চলে যাবেন, আইসিইউ লাইফ সাপোর্ট খুব কমই কাজে আসবে। এটাই রূঢ় বাস্তব। বিশেষজ্ঞদের কারও কারও ধারনা আমরা পিক অতিক্রম করছি। জনসমাগম এড়িয়ে চলা, মাস্ক পরিধান করা এবং ব্যপকহারে যদি টীকাদান কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়া যায় সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি আশা করা যায়। ইতিমধ্যেই সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ ৩২ থেকে ২৩/২৪এ নেমে এসেছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ। আর কোন নতুন ভ্যারিয়েন্ট না এলে সেই সাথে প্রতিরোধ প্রতিষেধকের এই ধারাটা ধরে রাখা গেলে বলা যাবে আমরা সেফ। এর মধ্যে এন্টিবডি তৈরী হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে আজ থেকে খুলে যাচ্ছে সব কিছু। উঠে যাচ্ছে লকডাউন। আজ হোক কাল হোক খুলে দিতেই হতো। অনির্দিস্টকাল ধরে একটা জনগোষ্ঠী কাজকর্ম ফেলে ঘরে বসে থাকতে পারে না। কেউ কেউ বলছেন মৃত্যুর সর্বোচ্চ রেকর্ডের দিনই লকডাউন তুলে নেয়া হলো। উপায় কি! ১ জুলাই থেকে মাঝে আটদিন বিরতি বাদে আবার টানা লক-ডাউন চলে। মৃত্যু বা সংক্রমণের হারের কোন রকমফের কি হয়েছে তাতে! যদি দেখা যেতো লকডাউনে মৃত্যু শ'য়ের নীচে নেমে এসেছে, বা জানা যেতো লকডাউনেই করোনা পরাভূত হবে তাহলে নাহয় মানুষ আরও কিছুদিন দূর্ভোগ সইতো। কিন্তু যে লকডাউন মানুষের দু:খ কষ্ট বাড়ানো ছাড়া আর কোন কাজে লাগলো না তা টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না- এটা এখন লকডাউনের কট্টর সমর্থকরাও স্বীকার করছেন। এখন করোনাও থাকবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনও চলবে। রাস্তায় বের হলে গাড়ীচাপা পড়তে হতে পারে এই ভয়ে যেমন কেউ ঘরে বসে থাকে না, লঞ্চে চাপলে ডুবে মরার আশংকা বা উড়োজাহাজে উঠলে ক্রাশ করতে পারে এটা মাথায় এনে যেমন কেউ জার্ণি করে না, তেমনি করোনার ভয়কে জয় করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেলে এক সময় দেখা যাবে আর পাঁচটা রোগের মত করোনাও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো সেই সাথে সবাইকে টীকাদান কর্মসূচীর মধ্যে আনা গেলে করোনা এক সময় সাধারন ফ্লু ভাইরাসের মতই একটা ভাইরাস হয়ে থাকবে। ফ্লু শটের মত বছরে একটা টীকাতেই কাজ হয়ে যাবে। আমি দেখছি ইউরোপ আমেরিকা বা উন্নত দেশগুলো এখন এই পলিসিই গ্রহন করেছে।

লকডাউন উঠে গেলেও করোনা পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক তা কিন্তু নয়। তবে আশার কথা মানুষের সাহস বেড়েছে। এক সময় মৃত্যু পাঁচ থেকে দশে উঠলেই আমরা আর্তনাদ করে উঠতাম ভয়ে ঘরে সেঁধিয়ে দরজায় খিল দিতাম, এখন ২৬৪জনের মৃতুসংবাদটা ভাল করে পড়েও দেখি না। মানুষ মেতে আছে খেলা টিকটক পরিমনি নিয়ে। ভাল কথা। একই সাথে যদি মাস্ক ব্যবহার ব্যক্তিস্বরত্ব বা সচেতনতা বাড়ে, বেশী-রভাগ মানুষকে টীকা দিয়ে দেয়া যায়- করোনাকে জয় করা সময়ের ব্যপার মাত্র। (ঈষত সম্পাদিত)



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact # **934-234-7361**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

এলমহার্স্টে একটি মেডিক্যাল অফিসের রিসেপশনিষ্ট হিসেবে পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৪৯-৪৭৭২
আ-১৬/২৩

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউস্থ একটি ফ্রাইড চিকেন এন্ড পিজা স্টোরের ফ্রন্ট ও ব্যাক পজিশনে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১
আ-১৬/২৩/৩০

তান্দুরী শেফ আবশ্যক

আলবেনীতে একটি বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে একজন তান্দুরী শেফ আবশ্যক। থাকা ফ্রি বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মি. রহমান (৫১৮-৫০৬-৯৮৮২)
আ-১৬/২৩

সেমিবেসমেন্টভাড়া

১৯০ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউ, ইসাইবনে মরিয়ম মসজিদের পাশে ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সাথে কিচেন এবং বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬২৪-৩১৩৫

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ে থেকে দুই ব্লক দূরে একটি এপার্টমেন্টের এক বেডরুম একজন কর্মজীবির পুরুষের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার (গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটি অন্তর্ভুক্ত নয়)। বাসায় গেষ্ট নেওয়া যাবে না। যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩১-১৩ ২১স্ট্রীট ঠিকানার তিন বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, একটি ফুল বাথ-এর এপার্টমেন্টে বাসা (থার্ড ফ্লোর) ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৪১-১৭৭৯
আ-০২

আবশ্যক

নিউইয়র্কের বেসাইড এলাকায় সেভেন ইলেভেন/গ্যাস ষ্টেশন-এ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৫৯৮৯
আ-০২

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ ও ৩২ এভিনিউর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪
জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩
জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অঅর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭
জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের বেলরোজে অত্যন্ত ভালো ও নিরিবিলি পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ২৪৬ স্ট্রীট ও ৮৫ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসার আপডেটেড বেসমেন্ট শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। সহজলভ্য পাবলিক ট্রান্সপোরটেশন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৩-৯০০২ অথবা ৯১৭-৬০০-৪০৭৪
জুন-২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম,ডাইনিং, কিচেন ও ২ বাথরুম সহ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারনেট ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-১৪/২১

বাড়ী বিক্রি

কুইন্স ভিলেজের ৮৯-৫৩ ২০৮ স্ট্রীটে ২২০০ স্কয়ার ফিট সেমি ডিটাচ ৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ইট এন্ড কিচেন, ফুললী ফার্নিসড বাড়ী মালিক কর্তৃক বিক্রি হবে। মূল্য: ৬৯৫,০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩২-৫৭৪২ (তাহসিন) অথবা ৩৪৭-৯১২-৩১৯৫ (ইসরাত) জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুন-১৪/২১

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ ষ্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রেসমেডোর ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারনেট ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ওজোনপার্কে পিটকিন এভিনিউ ও ৮৩ স্ট্রীটের কাছে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-০৭/১৪

আবশ্যক

নর্থ ব্রঙ্কসের একটি কন্সট্রাকশন কোম্পানীতে কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা কর্মী আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪১৬-৫৯৩৯
আ-০২/০৯

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩১-১৩ ২১ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের এপার্টমেন্ট (দ্বিতীয় তলা) ভাড়া হবে। 'ওয়ান এন্ড হাফ' বার্থ রুম, লিভিং রুম ডাইনিং রুম এবং কিচেন এক সাথে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯১-৩৩৭২
আ-০২/০৯

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ম্যানেজার, ওয়েটার/ওয়েট্রেস পদ সমূহে লোক নিয়োগ করা হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৪-৮৩৯৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেন স্টারলিং সংলগ্ন ১৩-৪২ Pugsley এভিনিউ সেমিবেসমেন্টে ১ রুম ভাড়া দেয়া হবে। **৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় কাপড়ের দোকানে কাজ করার জন্য সেলাই জানা লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ **৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

১৯০ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউ, ইসাইবনে মরিয়ম মসজিদের পাশে ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সাথে কিচেন এবং বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬২৪-৩১৩৫

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।

যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭

জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

তালেবানের আহ্বানে কিছু

(প্রথম পাতার পর)

এ তথ্য দেন তিনি।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, 'সমগ্র পৃথিবী এখন সাইবার ওয়ার্ল্ডে বন্দি। জঙ্গিরাও একই কায়দায় আফগানিস্তানে যুদ্ধে যেতে আহ্বান জানিয়েছে। আর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিছু মানুষ হিজরতে (ঘর ছেড়ে) বেরিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু গ্রেফতার হয়েছে ভারতে, আর কিছু পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছে।'

চলতি মাসে উলেখযোগ্য সংখ্যক জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, গত বৃহস্পতিবার অনলাইনে বোমা তৈরির লিডিং পর্যায়ের জঙ্গি সংগঠনের এক জনকে গ্রেফতার করেছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। সে বোমা বিশেষজ্ঞ ও অনলাইনে বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ দিত। জঙ্গিদের প্রধান টার্গেট হলো আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ জন্য ১৫ আগস্টকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

তিনি বলেন, '১৫ আগস্ট অনুষ্ঠানস্থল না হলেও দুই কিলোমিটারের মধ্যেও যদি জঙ্গিরা কোনো ঘটনা ঘটাতে পারে, তাহলে তারা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। আমরা মনে করি না এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটবে। তবে কোনো ধরনের আশঙ্কা আমরা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না, শঙ্কা রয়েছে। আমরা যেকোনো ধরনের ঘটনা এড়াতে সর্বোচ্চ মেধা দিয়ে চেষ্টা করছি।'

জুলাই বিশ্বের ইতিহাসের উষ্ণতম মাস

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের ওসানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ)।

ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে হয়েছে, শুধু ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরিমাপ করে জুলাইকে উষ্ণতম মাসের তালিকার শীর্ষে রাখা হয়নি। এর সঙ্গে আমলে নেওয়া হয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও। বিংশ শতাব্দীতে ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত জুলাইয়ের তাপমাত্রা ওই গড় তাপমাত্রার চেয়ে শূন্য দশমিক ৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

প্রায় ১৪২ বছর ধরে এই তাপমাত্রা রেকর্ড শুরু হয়। এর আগে ২০১৬ সালের জুলাইয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। ২০১৯ ও ২০২০ সালের তাপমাত্রা ২০১৬ সালের তাপমাত্রার সমান ছিল। গত জুলাইয়ের তাপমাত্রা ২০১৬ সালের চেয়ে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ বেশি। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘদিনের প্রভাব এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এ ছাড়া এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এনওএএ। এনওএএর প্রশাসক রিক স্পিনর্যাড এক বিবৃতিতে বলেন, 'তাপমাত্রার এই রেকর্ডে বোঝা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বে গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।' এনওএএর তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রপৃষ্ঠে যৌথভাবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২০১২ সালে। কিন্তু গেল জুলাইয়ে ওই রেকর্ডের চেয়ে ১ দশমিক ৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। এ ছাড়া জুলাই ছিল এশিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণতম মাস। আর ২০১৮ সালের পর ইউরোপের দ্বিতীয় উষ্ণতম মাস ছিল এটি। এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ওপর 'নজিরবিহীন' প্রভাব ফেলছে বলে গত সপ্তাহেই এক প্রতিবেদনে উলেখ করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৭০ সালের পর থেকে বিগত ৫০ বছরে যেকোনো সময়ের তুলনায় তাপমাত্রা দ্রুত বেড়েছে। গত ২ হাজার বছরে এত দ্রুত তাপমাত্রা বাড়েনি।

পরীমণিকে মুক্তি না দিলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

(প্রথম পাতার পর)

প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী। এছাড়া জাসদ, চলচ্চিত্র, সংস্কৃতি অঙ্গনসহ সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষুব্ধ নাগরিকজনের আহ্বায়ক ও শ্রাবণ প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী রবিন আহসান রণ'র সঞ্চলনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন উন্নয়নকর্মী মুশফিকা লাইজু, নির্মাতা রাশিদ পলাশ, নির্মাতা সংগীতা ঘোষ, প্রকাশক দেলোওয়ার হোসেন, যুব ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মাসুম, গণজাগরণ মঞ্চের উদ্যোক্তা আকরামুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড আবুল হোসাইন, ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, সামান্য মাদক মামলায় একজন মানুষকে জামিন না দিয়ে দুবার রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। যা অযৌক্তিক। আমরা অতীতে দেখেছি মাদক মামলায় অনেকে জামিনে বেরিয়েছে, তাহলে তাকে কেন বারবার জামিন নামঞ্জুর করে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে। তিনি একজন শিল্পী, তার হেনস্তা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা সরকার বিরোধী কোনো কথা বলছি না। আমরা সরকারকে অনুরোধ করি, আমাদের পরীমণিকে ফিরিয়ে দিন। আমরা তাকে আবারও শুটিং সেটে দেখতে চাই। পরীমণিকে দ্রুত মুক্তি না দিলে সাংস্কৃতিক সমাজকে নিয়ে বড় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। শুধু পরীমণি নয়, আমরা সবাই নারী সমাজের পাশে দাঁড়াবো।

এছাড়া ৭ দিনের মধ্যে পরীমণিকে মুক্তি না দেওয়া হলে আগামী ২১ আগস্ট রাজধানীর শাহবাগে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা

চিত্রনায়িকা পরীমণিকে কারাবিধি অনুযায়ী ডিভিশন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। শুক্রবার (১৩ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ধীমান চন্দ্র মন্ডলের আদালত আসামিপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। বর্তমানে পরীমণি কাশিমপুর কারাগারে রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৪ আগস্ট বিকেল ৪টার পর বনানীর ১২ নম্বর রোডের পরীমণির বাসায় অভিযান পরিচালনা করে র‍্যাব। এ সময় মাদকদ্রব্যসহ তাকে আটক করা হয়। এরপর ৫ আগস্ট চার দিন এবং ১০ আগস্ট পরীমণির দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

সরকারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্র চলছে:

(প্রথম পাতার পর)

করতে ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের সোচ্চার থাকতে হবে।

সিলেট নগরের ধোপাদিঘীর পার এলাকায় একটি হোটেল শনিবার সিলেট জেলা ও মহানগর ছাত্রলীগের আয়োজনে বিনামূল্যে বঙ্গমাতা অক্সিজেন সেবা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন।

এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, একটি গোষ্ঠি দেশেবিদেশে সরকার ও বাংলাদেশের নামে মিথ্য ও গুজব সৃষ্টি করে প্রচারণা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও সচেতন থাকার বিকল্প নেই মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, করোনার টিকার বিষয়ে আগামী ১৬ আগস্ট চীনের সঙ্গে চুক্তি হবে। চুক্তির দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর দেশেই করোনার টিকা তৈরির কথা রয়েছে। সরকার করোনার সংক্রমণ রোধে টিকা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সচেতন না হলে করোনা সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে না। এ জন্য সকলকে মাস্ক পরতে হবে ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে।

এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন জানান, করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০টি আইসিইউ শয্যা সংযুক্ত করা হবে।

এ আয়োজনে আরও বক্তব্য দেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজাদুর রহমান, সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মঈন উদ্দিন, জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমদ প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকীতে

(প্রথম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রীকে এক বার্তায় এই সমবেদনা জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে ইমরান খান লিখেছেন, 'আপনার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকীতে আপনার ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

সর্বশক্তিমান আলাহ তাঁর (বঙ্গবন্ধু) ও আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জান্নাতবাসী করুন। আমিন!'

আবারও বিয়ে করলেন প্রয়াত নায়ক সালমান শাহর স্ত্রী সামিরা (ছবি আছে ছবি নং-১৫)

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ঢাকাই চলচ্চিত্রের অমর নায়ক সালমান শাহ ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সামিরাকে। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর অকাল মৃত্যু ঘটে এই নায়কের। এরপর সালমান শাহ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোশতাক ওয়াইজকে বিয়ে করেন সামিরা। এবার তৃতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন সামিরা। খবরটি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন তার সাবেক স্বামী মোশতাক।

মোশতাক বলেন,সামিরা আবারও বিয়ে করেছেন। সামিরার সঙ্গে আমি সবসময় ছিলাম, ভবিষ্যতেও বন্ধু হয়ে থাকবো।'

সামিরার নতুন স্বামী সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক ইশতিয়াক আহমেদ। গত ১৫ জুলাই সামিরা ও ইশতিয়াকের দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

এর আগে গত ২১ মার্চ মোশতাককে ডিভোর্স নোটিশ পাঠান সামিরা। সেটা দুজনের সম্মতিতেই কার্যকর হয়েছে ২১ জুন। এমনটাই জানান মোশতাক।

নিজের নতুন জীবনে প্রবেশের কথা নিশ্চিত করেছেন সামিরাও। সামিরা জানান, বর্তমানে তিনি ইশতিয়াকের বাসায়ই থাকছেন। সামিরার আগের সংসারের তিন সন্তান তার সঙ্গেই রয়েছে বলে জানান তিনি। তারা প্রতি শুক্রবার বাবার বাসায় যায়।

আফগানিস্তানে যেভাবে

(৫ পাতার পর)

ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক ক্রেগ হুইটলক।

"আফগানিস্তান পেপার্স: এ সিক্রেট হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার, এ্যাট ওয়ার উইথ দ্য ট্রুথ" শিরোনামের ওই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তিনি দেখিয়েছিলেন যে আমেরিকান কর্মকর্তারা মুখে যতই বলুন না কেন যে তারা আফগানিস্তানের পরিস্থিতির অগ্রগতি ঘটাচ্ছেন- তা আসলে সঠিক ছিল না। ওই কর্মকর্তারাও জানতেন যে কোন অগ্রগতি হচ্ছে না।

ক্রেগ হুইটলক লিখেছিলেন, একের পর এক যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এটা স্বীকার করে নিয়েছিল যে তালেবানকে হারানো সহজ হবে না, আফগান রাষ্ট্রটি দুর্বল এবং দুর্নীতিতে ভরা, তাই কোন সমন্বিত নীতি ছাড়া এগিয়ে যাওয়াটাও "পরাজয় স্বীকার করে নেয়ার চাইতে ভাল।"

হুইটলক ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বহু অপ্রকাশিত দলিলপত্র ও সাক্ষাৎকার থেকে এটা বোঝা যায় যে তিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামা ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনগুলো দুই দশক ধরে এ সত্যকে লুকিয়ে রেখেছিল।

"যে যুদ্ধের প্রতি এক সময়ে আমেরিকানদের বিপুল সমর্থন ছিল- সে যুদ্ধে তারা ধীরে ধীরে হেরে যাচ্ছিলেন" হুইটলক বলেন, এটা স্বীকার না করে বরং সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা তাদের ভুলগুলো লুকানোর বিকল্পটিই বেছে নেন, এবং যুদ্ধটিকে হাতছাড়া হয়ে যেতে দেন।

ক্রেগ হুইটলক তার রিপোর্টে বলেন, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ প্রাথমিক সতর্কবাণী ধামাচাপা দিয়ে আফগান যুদ্ধকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। আফগানিস্তানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে সৈন্যসংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছিলেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ওবামা। তার সময় এক পর্যায়ে আমেরিকান সৈন্যসংখ্যা ১১০,০০০ তে উঠেছিল। এর ফলে ২০০৯ সাল নাগাদ তালেবানকে অনেকটা পেছনে ঠেলে দেয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তাও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি।

বছরের পর বছর ধরে তালেবান আক্রমণ চলতেই থাকে। সবচেয়ে রক্তাক্ত বছর ছিল ২০১৪ সাল।

সেই বছরই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উপস্থিতিতে কাবুলে আমেরিকান ও নেটো বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানানো হয়- আফগানিস্তানে তাদের 'কমব্যাট মিশন' বা প্রত্যক্ষ সামরিক তৎপরতা শেষ হচ্ছে এবং আফগান সেনাবাহিনী ও পুলিশই তাদের দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব হাতে নিচ্ছে। আমেরিকা ও নেটো বাহিনী শুধু প্রশিক্ষক ও পরামর্শক হিসেবে থাকবে।

কিন্তু আসলে যুদ্ধের আদৌ কোন সমাপ্তি হয়নি। বরং এ সময় তালেবান কিছু ভূখন্ড পুনর্দখল করে।

হুইটলকের কথায়, বারাক ওবামা আফগানিস্তানে আমেরিকান যুদ্ধ শেষ হবার একটি 'বিভ্রম' তৈরি করেছিলেন।

এর পরের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জোর গলায় বিদেশে আমেরিকান বাহিনীর ব্যয়বহুল সামরিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ার অবসানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনিও আফগানিস্তানে আমেরিকান বিমান হামলা বাড়িয়ে দেন- যাতে এক জরিপ অনুযায়ী বেসামরিক আফগানদের মৃত্যুর পরিমাণ প্রায় ৩৩০ শতাংশ বেড়ে যায়।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা আফগানিস্তান থেকে সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনার কথা বললেও শেষ পর্যন্ত তা করেননি।

আমেরিকা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবশ্য ক্ষমতাসীন হবার পর ঘোষণা করেন তিনি ২০২১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সব আমেরিকান সৈন্য দেশে ফিরিয়ে আনবেন। মাত্র কিছু দিন আগেই মি. বাইডেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- এর ফলে তালেবান আবার আফগানিস্তান পুনর্দখল করবে কিনা। তিনি জবাব দেন, তা হবে না- কারণ আফগান সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৩ লক্ষ যা তালেবানের চাইতে অনেক বেশি, এবং রাজনৈতিক সমাধান নিয়েও আশাবাদ প্রকাশ করেন তিনি।

বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে আফগান সেনাবাহিনী এবং পুলিশ কতটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে- তার খবর প্রতিদিনই এমনকি পশ্চিমা মিডিয়াতেও বেরুচ্ছে।

শত শত সৈনিক লড়াই না করেই তালেবানের হাতে অস্ত্র, যানবাহন, রসদ তুলে দিয়ে ইউনিফর্ম খুলে চলে যাচ্ছে। অনেক সৈন্য তাজিকিস্তান পালিয়ে গেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, অনেক ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক মিলিশিয়াদের সহযোগিতা ছাড়া আফগান সরকারি বাহিনী তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকতে পারছিল না।

দোহায় ২০১৩ সালে তালেবানের অফিস খোলার মধ্যে দিয়ে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হলেও বছরের পর বছর এতে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হবার পর সৈন্য প্রত্যাহারের প্রয়াসে বড় ঘটনা ঘটে ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী দোহায় যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবানের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে। এর শর্ত ছিল- যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করবে এবং তালেবানও আর আমেরিকান বাহিনীর ওপর কোন হামলা চালাবে না।

চুক্তির আরও শর্তের মধ্যে ছিল তালেবান আর আল-কায়েদা কিংবা অন্য কোন জঙ্গী সংগঠনকে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আশ্রয় দেবে না এবং আফগান শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাবে। এরপর তালেবান বিদেশি সৈন্যদের ওপর আক্রমণ বন্ধ করলেও আফগান সরকারি বাহিনী, সরকারি স্থাপনা ও দফতরে হামলা, এবং বিভিন্ন লোককে টার্গেট করে হত্যা বন্ধ করেনি তালেবান। বরং তা আরো তীব্র হতে থাকে, আফগানিস্তানের বিভিন্ন অংশে তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকাও বড় হতে থাকে।

আসাদুল্লাহ কুন্দুজে রাস্তায় খাবার বিক্রি করতেন। পরিবার নিয়ে পালিয়ে এসেছেন কাবুলে কুন্দুজের আসাদুল্লাহর মত বহু আফগান যুদ্ধের কারণে পরিবার নিয়ে পালিয়ে এসেছেন কাবুলে এর মধ্যেই আমেরিকানদের চাপে আফগান সরকার প্রায় ৫ হাজার তালেবান বন্দী মুক্তি দেয়, আর ২০২০-এর সেপ্টেম্বরে শুরু হয়, আফগান সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে তালেবানের রাজনৈতিক সমাধানের আলোচনা- যাতে এখন পর্যন্ত কোন ঐকমত্য হয়নি।

এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনে ট্রাম্পকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট হন জো বাইডেন- আর এ বছর মার্চ থেকে ক্রমে বিদেশি সৈন্যদের প্রত্যাহার শুরু হয়। তবে সবচেয়ে বড় ঘটনা- ২ জুলাই রাতে বাগরাম ঘাঁটি খালি করে দিয়ে আমেরিকান সৈন্যদের বিদায়।

তারপরই তালেবান শুরু করে তাদের ঝটিকা অভিযান- যার ফলে এখন আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রাদেশিক রাজধানীর অর্ধেকেরও বেশি তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে।

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইন্ক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC
Established 1987
A Non Profit Tax Exempt Social-Cultural Organization

সদস্য নিবন্ধনের সংশোধনী

সম্মানিত বিয়ানীবাজারবাসী,

গত ২৫ জুলাই ছিল প্রবাসে অন্যতম বৃহত্তম আঞ্চলিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইন্ক এর সদস্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যারা নির্ধারিত ফি দিয়ে সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, সেই সব সদস্যদের খসড়া নিবন্ধন তালিকা সমিতির ওয়য়েবসাইট (www.beanibazarsociety.com) ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে। সকল নিবন্ধিত সদস্যের কাছে বিনীত অনুরোধ আগামী ২০ আগস্ট ২০২১ তারিখের মধ্যে নিবন্ধন ফরমে আপনার দেয়া তথ্যের সাথে তালিকায় উঠানো তথ্য যাচাই-বাছাই করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে। যদি কোন ভুল থাকে সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে তা সংশোধনের জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

নির্দিষ্ট সময়ের পর সদস্য তালিকা আর কোন ধরনের সংশোধন করা যাবে না এবং এ নিয়ে কোন ধরনের অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না।

অনুরোধক্রমে

মকবুল রহিম(চুনই)
সভাপতি
৩৪৭-৪৭৬-৭৭০৮

মুহিবুর রহমান (রুহুল)
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৫৯৩-৩৩৪৮

প্রচারে: মোহাম্মদ জাকির হোসেন, প্রচার সম্পাদক || www.beanibazarsociety.com



ব্যাপক আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস পালন

(শেষের পাতার পর)

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবার প্রভৃতি ব্যানারে রোববার (১৫ আগষ্ট) দিনব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জ্যাকসন হাইটসের খাবার বাড়ী আর ডাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত পৃথক পৃথক কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অপর্ণ, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার, তবরাক বিতরণ ও স্মরণ সভা।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস এবং জ্যামাইকায় এলাকায়ও স্থানীয়ভাবে অনুরূপ কর্মসূচী পালন করা হয়। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী অধ্যুষিত বিভিন্ন রাজ্যেও নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয় বলে খবর পাওয়া গেছে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে রোববার দুপুরে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী পালন করে। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী এবং শোক দিবস পালন কমিটির আহ্বায়ক এন অমিন ও সদস্য সচিব শাহীন ইবনে দিলওয়ারের নেতৃত্বে এই কর্মসূচী পালিত হয়।

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী প্রতি বছরের মতো এবারো দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী পালন করে। স্থানীয় খাবার বাড়ীর সামনে বেলা ১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলে। এতে ২ হাজারের বেশী প্রবাসী বাংলাদেশী ও ভিনদেশীদের মাঝে তবারক হিসেবে ভাত ও গরুর মাংস এবং মিষ্টি বিতরণ করা হয়। কমিটির সভাপতি সাকিল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মো: আলম নমি, শোক দিবস পালন কমিটির অহ্বায়ক মীর নিজামুল হক ও সদস্য সচিব সোহেল গাজীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্মসূচী পালন করে।

অপরাহ্নে ডাইভারসিটি প্লাজায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবারের ব্যানারে জাতীয় শোক দিবসের আয়োজন করা হয়। মঞ্চ সাজিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ বসারত আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শাহীন আজমল, আবুল কাশেম, ফরিদ আলম, দরুদ মিয়া রনেল প্রমুখ।



টাইমস স্কয়ারের বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধু

(শেষের পাতার পর)

আলো ঝলমল বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক টাইমস স্কয়ার। শনিবার সন্ধ্যা হওয়ার পর থেকেই নানসা প্রস্তুতি, নানা কথা, নানা আলোচনা। রাত ১০টার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থক তো বটেই সর্বস্তরের শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে উঠে টাইমস স্কয়ার। ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তে সেখানে সমবেত শত শত প্রবাসী বাংলাদেশীর সাথে উপস্থিত ছিলেন এই সমাবেশে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা এবং নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা।

শনিবার মধ্যরাত ১২টা ১ মিনিটে টাইমস স্কয়ারের আইকনিক বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত হওয়ার সাথে সাথে উচ্ছাসিত হয়ে উঠেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। অপরদিকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগাগে মুখরিত করে তোলেন টাইমস স্কয়ার। বিল বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেশে রাষ্ট্রদুতদ্ব আর কনসাল জেনালের সহ অনেকের চোখে প্রকাশ পায় অন্যরকম অনুভূতির দৃশ্য।

টাইমস স্কয়ারের বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, জীবন ও কর্ম আর ভাষণের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী আর ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস স্মরণে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা এনওয়াই ড্রিমস প্রোডাকশন। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের বিশেষ সহযোগিতা রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রনালয় ছাড়াও এক্সিম ব্যাংকের বিশেষ সহযোগিতা রয়েছে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের কেন্দ্রস্থল টাইমস স্কয়ারে শনিবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে রোববার রাত ১২টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় প্রতি ২ মিনিটে ১৫ সেকেন্ড করে পুরো বিলবোর্ডজুড়ে এই প্রদর্শনী চলে ৭২০ বার। প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ সহ স্মরণীয় কিছু ছবি ও ক্যাপশন প্রাধান্য পেয়েছে।

টাইমস স্কয়ারের সমাবেশ থেকে 'বঙ্গবন্ধুর ঘাতক হিসেবে দন্ডিত রাশেদ চৌধুরীকে অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার দাবি উঠে। সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবআদুস সামাদ আদাদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, সভাপতি মুজিব-উর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমলের নেতৃত্বে নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মহানগর আওয়ামী লীগ, আহ্বায়ক তরিকুল হায়দারের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নেতা-কর্মীরা ছাড়াও আওয়ামী লীগ নেতা জাকারিয়া চৌধুরী, যুবলীগ নেতা জামাল হোসাইন, ইফজাল চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকো সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এতে অংশ নেন।

সমাবেশে রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম আয়োজক 'নিউইয়র্ক ড্রিমস'র মালিক ফাহিম ফিরোজকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দিবসটি শোকের হলেও জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ জাতির জনকের দেখানো পথে হাঁটছে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অদম্য গতিতে এগুচ্ছে। তাই আমরা বলতে পারি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে শোক-কে বাঙালীরা শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে পারলেই পনের আগষ্টের ঘাতকদের পরাজিত করা সম্ভব হবে এবং এর মধ্যদিয়েই জাতিরজনকের আত্মার প্রতি যথাযথ সম্মান জানানো হবে।

রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, ঐতিহাসিক টাইমস স্কয়ারের বিল বোর্ডে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শন ঐতিহাসিক ঘটনা। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধুকে আরো গভীরভাবে চেনার ও জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে।

বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধুকে প্রদর্শনীর প্রাক্কালে টাইমস স্কোয়ারে সমবেত বিশিষ্টজনদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফাহিম ফিরোজ বলেন, আমার ব্যক্তি উদ্যোগটি সফল করতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে মোমেন যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, তা বিনয়ের সাথে স্মরণ করছি। গণমাধ্যমের আন্তরিক সহায়তার কথাও আমি ভুলবো না। বাঙালী জাতি তথা সারাবিশ্বের খেঁটে খাওয়া মানুষের মুক্তির দূত হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভূমিকা চিরস্মরণীয় করতে এ ধরনের উদ্যোগের ভীষণ প্রয়োজন ছিল।

প্রবাসীদের বাংলাদেশে

(শেষের পাতার পর)

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য এখন আকর্ষণীয় স্থান। বিনিয়োগের জন্য সব ধরনের পরিবেশ এখন বাংলাদেশে আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে। এ ছাড়া বিনিয়োগকারীদের জন্য নানা সুবিধা দিচ্ছে সরকার।

বাণিজ্যমন্ত্রী গত শুক্রবার (১৩ আগষ্ট) যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের সিলকন ভ্যালিতে 'বাংলাদেশ দি নেপট ইনভেস্টমেন্ট ফ্রোন্টিয়ার' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং লস অ্যাঞ্জেলেসস্থ কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ অফিসের সহযোগিতায় স্টার্টআপ বাংলাদেশ এ সেমিনারের আয়োজন করে। শনিবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। অনেকগুলোর কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। বেশকিছু অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে এগিয়ে আসছেন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী। যুক্তরাষ্ট্রের এনআরবিরাও বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন।

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সব আনুষ্ঠানিকতা ওয়ান আমব্রেলা বা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় দ্রুত ও কম খরচে হচ্ছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা সংক্ষিপ্ত ও সহজ করা হয়েছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উন্নট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

MW
জ্যামাইকায় Grand Opening
বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
MY SECOND WIFE
Steaks & Kabab palace
100% zabiha Halal
169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com
-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-
* Afghan Kabab
* Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
* Chicken Kadai
* Chicken Tikka Masala
* Butter Chicken
* Chapli Kabab
* Iranian Beef Kabab
* Steaks
* We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.
Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99
বিশেষ আয়োজনে:.....
বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- Mohammed
For Catering Call- 917-497-0774

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 16 // 2021

ফিনল্যান্ডে করোনায় মৃত্যু হাজার ছাড়ালো

ফিনল্যান্ড থেকে জামান সরকার: করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশ ফিনল্যান্ডে গত ১৪ আগষ্ট শনিবার ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ফিনল্যান্ডে এপর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ১ হাজার ২ জনে। উল্লেখ্য, ৫৫ লাখ ৪৪ হাজার ৭৯৪ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশটির আয়োতন ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৪৪০ বর্গ কিলোমিটার। শনিবার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।একই সময়ে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে আরও ৭৬৫ জন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১ লাখ ১৬ হাজার ৯৯৬ জনে। ফিনল্যান্ডে কোথায়ও করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে তেমন

মিলনমেলায় উৎসবে মেতেছিলো আগ্রাবাদবাসী







আশরাফুল হাবিব মিহির: "এই মুখরিত জীবনের চলার বাঁকে/অজানা হাজার কত কাজের ভিড়ে/ ছোট্টবেলার শত রঙ করা মুখ/সুর তোলে আজও এই মনকে ঘিরে"- কৈশোরের সাথী, পাড়ার সাথী, স্কুল ও কলেজ জীবনের সহপাঠীদের সাথে আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠে। দিন বদলে পালায় এই বন্ধুদেরই একেক জনের ঠাঁই হয় একেক জায়গায়। শৈশব আর কৈশরের সেই আত্মার আত্মীয়দের সাথে মিলতে- যে যেখানে, যত দূরেই থাকুক, কিংবা থাকুক শত ব্যস্ততা, কোন বাধাই যেন বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারে না- সেই বাধা পেরিয়ে এক হওয়ার গল্প উঠে এসেছে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সকল আগ্রাবাদিয়ানদের সংগঠন 'পরানে আগ্রাবাদ ইউএসএ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আগ্রাবাদ নাইটে।

গত ৭ আগষ্ট শনিবার, নিউইর্য়কের কুইন্সের হিলসাইড এভিনিউস্থ তাজমহল রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হলে প্রাণের মেলায় মনের টানে, মিলের বন্ধনের সাড়া দিয়ে নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য বিশেষ করে নিউজার্সী, পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ম্যাসাচুসেটস, ওহাইহো ও নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে আগ্রাবাদীয়ান পরিবাররা যোগ দেন আগ্রাবাদ নাইটে।

সাম্প্রতিক ডেলটা ভেরিয়েন্ট করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ বৃদ্ধির কারনে অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে মাস্ক পরে থাকার অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি যারা ডাবল ভ্যাকসিনেটেড শুধুমাত্র তারাই আমন্ত্রণ পেয়েছেন বলে জানান আয়োজকরা। বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত ও তরজমা করেন হাসিন আহমেদ। এরপর কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আমেনা রশিদ চুন্নী ও রোশনা শামস্ ললির প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম মাকসুদুর রহমান খান জুয়েল স্বাগত বক্তব্যে বলেন- আমরা যারা আমাদের ছোটকালে আগ্রাবাদে কাটিয়েছে, তারা আজ প্রাণের টানে এখানে ছুটে এসেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই, সেই শৈশবের হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষদের একত্রিত করে একটি আনন্দঘন সন্ধ্যা উপভোগ করা। নিউইর্য়কে এবারের আয়োজন সহ এটি চতুর্থ আয়োজন, আশা করছি ভবিষ্যতের কার্যক্রমগুলো আরো প্রাণবন্ত হবে।

স্মৃতিচারণ বক্তব্যে সংগঠক ফরহাদ রেজা বাদশা বলেন- এই কঠিন সময়ে আমরা সবাই যেন একসাথে থাকতে পারি, কোভিডে আমরা আমাদের কাছের অনেকজনকে হারিয়েছি, দোয়া করবেন আমরা যেন ভালো থাকতে পারি, সুস্থ থাকতে পারি এবং আগ্রাবাদীয়ান হিসাবে আমরা যেন গর্ববোধ করতে পারি।

সংগঠক আফসার উদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি যেন আমার শৈশবের সেই আগ্রাবাদেই আছি, নিউইর্য়কে যে আছি, সেটা মনে হচ্ছে না। এতগুলো পরিচিত মুখ একসাথে দেখার পর, নিজেকে সামলানো অনেক কষ্টকর। আমরা সবাই যদি আমাদের সেই পুরোনো গল্পগুলো করা শুরু করি তাহলে সারারাত চলে যাবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা, সোলসের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, শিল্পী তাজুল ইমাম তার স্মৃতিচারণে বলেন- "যুদ্ধ থেকে যখন ১৬ ডিসেম্বর ফিরে আসলাম আমাদের আগ্রাবাদের বাসায়, তখন সন্ধ্যা। প্লাটুন গাড়িতে বসে আছে, আমাদের সবার হাতে অটোমেটিক গান, আমার ভাইবোনরা আমাকে নিয়ে কাঁদছিলেন, আমাকে নিয়ে উদযাপন করছিলেন বিজয়ের, সেই স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আগ্রাবাদ"। এরপর নিজের লেখা ও সুর করা "পলাশ ফুটেছে, শিমুল ফুটেছে" গানটি খালি গলায় গেয়ে শোনান। এছাড়াও স্মৃতিচারণ পর্বে অংশগ্রহন করেন নাসিম, জয় আনন্দ ও ইফতেখার। গান পরিবেশন করেন ফিরোজ আহমেদ এবং কবিতা আবৃত্তি করেন রোশনা শামস ললি ও জয় আনন্দ। গানে গানে খেলায়, গান ও অভিনয় করে পুরস্কার লাভ করেন নুরনাহার, মিলি সুলতানা ও নাছরিন শফি। র‍্যাফেল ড্র তে বিজয়ী হলেন: ১ম- নাসরিন, ২য়- নীলা, ৩য়- আতফা, ৪র্থ- চিশতী, ৫ম- শাহীন এবং ৬ষ্ঠ- জাহাঙ্গীর।

সাংস্কৃতিক পর্বে শিল্পীদের একের পর এক চমৎকার গানের পরিবেশনায় সবাইকে মনে করিয়ে দেয় পুরোনো সেই দিনের কথা, ছোট বড় সবাই নিজেদের আসন ছেড়ে মঞ্চের সামনে এসে গানের তালে তালে নাচতে থাকেন, যেন ফিরে গিয়েছেন সেই ছোটবেলায়। পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা হয়ে অনেকে আবেগে-আপ্লুত, অনেকে ফিরে গেছেন পুরোনো সেই স্মৃতিমাখা দিনে। কেউ কেউ ভিডিও কলে অংশগ্রহণ করতে না পারা বন্ধুদের দেখাচ্ছেন। আড্ডা, গান, আনন্দ উচ্ছাসে মিলনমেলায় পরিণত হয় পুরো হল। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেশের ও প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী চন্দ্রা রায় ও ক্লোজ-আপ ওয়ান শিল্পী রাজীব ভট্টাচার্য্য এবং সাউন্ড সিস্টেমে ছিলেন ফিরোজ।

স্বদেশ থেকে হাজারো মাইল দূরে এমন আয়োজন করতে পেরে খুশি আয়োজকরা। তারা জানান, নিউইর্য়ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ এটি। পরাণে আগ্রাবাদের এই আয়োজনে যারা নিরলসভবে কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন- বাদশা, বকুল, বাবু, জুয়েল, আতিক, চুন্নী, রুশো, ললি প্রমুখ।

উল্লেখ্য, পরাণে আগ্রাবাদের এই আয়োজন বাংলাদেশ, লন্ডন, কানাডা ও নিউইর্য়ক সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন রন ও দিপু সিকদার

ঢাকা ডেস্ক: এক্সিম ব্যাংকের দুই কর্মকর্তাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রন হক সিকদার ও তার ভাই দিপু হক সিকদার। মামলায় পুলিশের দেয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন আদালত গ্রহণ করায় এই দুই আসামি মামলা থেকে অব্যাহতি পান। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত বৃহস্পতিবার (১২ আগষ্ট) এই আদেশ দেন। এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধ ও তথ্য বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. জাফর হোসেন।

আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, এক্সিম ব্যাংকের দুই কর্মকর্তাকে হত্যাচেষ্টার মামলা তদন্ত করে সম্প্রতি রন হক সিকদার ও তার ভাই দিপু হক সিকদারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় পুলিশ। বৃহস্পতিবার আদালতে উপস্থিত ছিলেন মামলার বাদী এক্সিম ব্যাংকের পরিচালক লে. কর্নেল (অব.) সিরাজুল ইসলাম। আদালত বাদীর কাছে জানতে চান, পুলিশের দেয়ার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং উভয় পক্ষের আপসনামায় কোনো আপত্তি আছে কি না? এতে বাদীর কোনো আপত্তি না থাকায় আদালত পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। এর ফলে মামলা থেকে অব্যাহতি পান রন সিকদার ও দীপু সিকদার।



মামলায় অভিযোগ আনা হয়, গত বছরের ৭ মে রন হক সিকদার ও দিপু সিকদার এক্সিম ব্যাংকের এমডি মুহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া ও অতিরিক্ত এমডি মুহাম্মদ ফিরোজ হোসনেকে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বন্দী করে রাখেন। তাদের গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। মামলায় আরো বলা হয়, পুরো ঘটনাটি ৫০০ কোটি টাকা ঋণ প্রস্তাব নিয়ে। এই ঋণের বিপরীতে বন্ধকি সম্পত্তি পরিদর্শনের নামে এক্সিম ব্যাংকের দুই কর্মকর্তাকে ডেকে আনা হয়েছিল। এ সময় জামানত হিসেবে ওই সম্পত্তির বন্ধকি মূল্য কম উল্লেখ করেন ব্যাংকটির এমডি ও অতিরিক্ত এমডি। এরপরই গুলি ও মারধরের ঘটনা ঘটে। রন হক সিকদার ও দিপু হক সিকদার ব্যাংকটির এমডির কাছে একটি সাদা কাগজে জোর করে সই নেন।

তবে গত ২৬ জুলাই আদালতে জমা দেয়া পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন বলছে, মামলার বাদী ও বিবাদীর ভুল-বোঝাবুঝির কারণে এই মামলার উদ্ভব হয়েছে। পরে বাদী-বিবাদী নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে একটি সমঝোতা চুক্তি করেন। নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে আসামিদের অভিযুক্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণাদিও পাওয়া যায়নি। মামলাটি 'তথ্যগত ভুল মর্মে প্রতীয়মান হয়' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। সমঝোতায় বাদী-বিবাদী বলেছেন, তদন্তের ফলাফল তারা মেনে নেবেন এবং পরবর্তীকালে তারা এ বিষয়ে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেবেন না।

তবে বাদী এক্সিম ব্যাংকের পরিচালক সিরাজুল ইসলাম ১০ আগস্ট কাছে দাবি করেছিলেন, আসামি সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রন হক সিকদার ও তার ভাই দিপু হক সিকদার নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ায় সমঝোতা হয়েছে।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.

Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)
IATA Accredited Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
We Provide
• Individual Tax
• Corporation Tax
• Partnership Tax
• Non-profit Tax
• Gift Tax
• Sale & Payroll Tax
• IRS & State Tax audit Representation
• Immigration
• Accounting
• Bookkeeping
• Business License
• Business Incorporation
নাটোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472





নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

নতুন সদস্যের আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য পদ লাভের জন্য আগ্রহীদের আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশ্লিদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে এবং ক্লাবের গঠনতন্ত্র মোতাবেক নতুন সদস্যপদ প্রদান করা হবে। এছাড়াও আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারের নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

প্রেসক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সভায় উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ছাড়াও ক্লাবের বনভোজন আয়োজন সহ সাংগঠনিক বিষয় আলোচনা হয়। জ্যাকসন হাইটসে গত ৯ আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর সরকার, অর্থ সম্পাদক মমিন মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদব রশীদ আহমদ, সদস্য শেখ সিরাজুল ইসলাম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও সৈয়দ ইলিয়াস খসরু উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সদ্য প্রয়াত বাংলাদেশের খ্যাতিমান ফটো সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান বীনু'র বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোক প্রস্তাব গৃহীত ছাড়াও সদস্য অনুষ্ঠিত পুণর্মিলনী ও বনভোজন অনুষ্ঠান পর্যালোচনা এবং অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ জানানো হয়।

এছাড়াও সভায় ক্লাবের নতুন সদস্য পদের আবেদন যাছাই-বাছাই করার জন্য ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক রশীদ আহমদ-কে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অপর সদস্যদ্বয় হলেন শেখ সিরাজুল ইসলাম ও সালাহউদ্দিন আহমেদ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International



Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR
KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



টাইমস স্কয়ারের বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধু

বিশেষ প্রতিনিধি: স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ১৫ আগষ্টের প্রথম প্রহর শনিবার। (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



শোক দিবস উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীদের তবারক বিতরণ

ব্যাপক আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আইনের আওতায় নেয়ার দাবীর মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে পালিত হলো শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী তথা জাতীয় শোক দিবস। ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী ছাড়াও নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ,(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

লস অ্যাঞ্জেলেসে **বাণিজ্যমন্ত্রী**

প্রবাসীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অনিবাসী বাংলাদেশিদের (এনআরবি) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

গুডবাই লকডাউন!



অনেক আগে থেকেই বলে আসছি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট মোকাবিলায় লক-ডাউন তেমন কোন কার্যকর পদ্ধতি নয়। এতে সামান্য উপকার পাওয়া গেলেও ঝুঁকি বেশী। মানুষের জীবিকা তথা অর্থনীতির ক্ষতি ছাড়াও লকডাউনে মানুষকে দাবড়িয়ে ঘরে নিয়ে তোলায় ব্যপকহারে পারিবারিক সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

নিউইয়র্কে প্রথম নারী গর্ভনর ক্যাথি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো স্টেট নিউইয়র্ক রাজ্যের ৩৩৩ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারী নেতৃত্ব পাচ্ছে। যৌন কেলেংকারির দায় নিয়ে স্টেট গর্ভনর (ডেমোক্র্যাট) এ্যান্ড্রু ক্যুমো পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ায় লে. গর্ভনর ক্যাথি হোচুল গর্ভনরের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবেন (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

ইউএস কংগ্রেসে প্রার্থী ডা. মুজিব



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউএস কংগ্রেসে বাংলাদেশীদের মুখপাত্র হতে চান বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মুজিবুল হক। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড এলাকার কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-২ থেকে 'বিল্ড ব্যাক ব্যাটার লং আইল্যান্ড' স্লোগানে সামনের বছরের নির্বাচনে অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

ইউএস সেনসাস-২০২০

২০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ কমেছে ১১ শতাংশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ আদমশুমারিতে ডেমোক্রেটদের জয়জয়কার। কারণ, অধিকাংশ মেট্রোপলিটন সিটি ও প্রত্যন্ত এলাকাতেই শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা কমেছে। অভিবাসী সমাজের বসতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের সেনসাস রিপোর্ট বৃহস্পতিবার (১২ আগষ্ট) প্রকাশের পর এসব তথ্য জানা গেছে। প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের সিংহভাগই রিপাবলিকান সমর্থক। এই প্রথম শ্বেতাঙ্গ (হিসপ্যানিক নন) এমন মানুষের সংখ্যা অন্য সকল জাতিগোষ্ঠির চেয়ে কমেছে। ল্যাটিনোদের সংখ্যা আশাব্যঞ্জকভাবে বেড়েছে। আদমশুমারির তথ্যের বাইরেও আমেরিকার রাজনৈতিক ধারাবিবরণীতেও প্রায় দু'ভাগে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

United States Census 2020



রক্তসঞ্চালনে নামাজের ভূমিকা

মুহাম্মদ ইলিয়াছ আরমান

ঈমানের পর নামাজ ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের মতো নামাজের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

খেলার খবর

মেসির বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সির মালিক এবার কুতিনহো?

স্পোর্টস ডেস্ক: বার্সেলোনার সঙ্গে দীর্ঘ ২১ বছরের পথচলায় নিজের নামের সঙ্গে জার্সির (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলথ টিপস

ভাত খাওয়ার পর যা ভুলেও করবেন না

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাঙালীর প্রিয় খাদ্য কি ভাত, এমন প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশই হয়তো হ্যাঁ বলবেন। সাথে যোগ করবেন সে চিরচেনা (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

বিনোদন

এক গানেই দরিদ্র সহদেব গোটা ভারত মাতাচ্ছে

বিনোদন ডেস্ক: ইন্টারনেট দুনিয়া দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে বাদশা-সহদেবের 'বাচপান কা পেয়ার'। (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়

নিউইয়র্কে খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৬তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা। এ উপলক্ষে রোববার (১৫ আগষ্ট) সন্ধ্যায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জিয়া পরিবারের কনিষ্ঠপুত্র মরহুম আরাফাত রহমান (বাকি অংশ ০৬ পাতায়)

বিয়ানীবাজার সমিতির সদস্য তালিকা সংশোধনের শেষ তারিখ ২০ আগষ্ট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তম আঞ্চলিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র নিবন্ধিত সদস্য তালিকা যাচাই-বাছাই করার জন্য (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

রাশেদ, নূর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে অন্য অনেক দেশের মতো এ দেশকে শুভেচ্ছা (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safeantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়



Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com